জানুয়ারি ২০২৪ ▪ পৌষ-মাঘ ১৪৩০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস
দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং প্রেক্ষাপট
অর্জনের সোনালি দিগন্তে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা

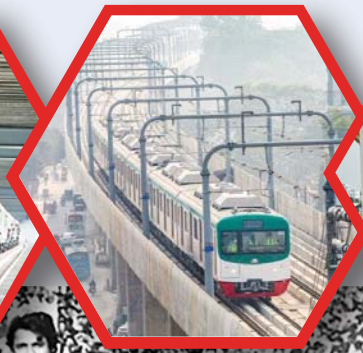

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণত ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমে থাকা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/গামলায় জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশ বিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশপাশে যে কোনো জায়গায় পানি জমতে না দেওয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারি শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেওয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জানুয়ারি ২০২৪ ❑ পৌষ-মাঘ ১৪৩০

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ১০ই জানুয়ারি ২০২৪ জাতীয় সংসদ ভবনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যবৃন্দকে শপথবাক্য পাঠ করান– পিআইডি

সম্পাদকীয়

১০ই জানুয়ারি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি বিজয়ের পরিপূর্ণতা অর্জন করে। এটি বাঙালি জাতির জীবনে এক অনন্য ঐতিহাসিক দিন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ব্রিটেন এবং সেখান থেকে দিল্লি ঘুরে ঢাকায় আসেন তিনি। বিমানবন্দর থেকে বঙ্গবন্ধু সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে আসেন এবং লাখো জনতার উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ভাষণটি ছিল মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ভাষণ। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

বঙ্গবন্ধুকন্যা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ৭ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করেন। তিনি পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করছেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদ শপথ নিয়েছে। *সচিত্র বাংলাদেশ* পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন। এ নিয়ে রয়েছে কয়েকটি নিবন্ধ।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। উন্নয়ন ও ডিজিটালাইজেশনের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের অর্জন ছিল দৃশ্যমান। বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ২০২৩ সালের অর্থনীতি নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের নিবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য নিয়মিত আয়োজন নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* জানুয়ারি ২০২৪ সংখ্যা। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক কাজী শাম্মীনাজ আলম

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

ভাষণ/প্রবন্ধ/নিবন্ধ

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ৪

তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছিল ৬
মোনায়েম সরকার

স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম ঐতিহাসিক ভাষণ ৮
ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে কথা ১১
ড. মিল্টন বিশ্বাস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং প্রেক্ষাপট ১৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন

অর্জনের সোনালি দিগন্তে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ১৬
মো. আবু নাছের

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেমন ছিল ২০২৩ সাল ২০
এম এ খালেক

শেখ হাসিনার গৌরবগাথা ২৩
ড. শিল্পী ভদ্র

নীলকুঠির দেশে ২৬
ইয়াকুব আলী

সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ঐকমত্য সরকারের নবযাত্রা ৩০
কাজী শাম্মীনাজ আলম

বৈচিত্র্যময় শীতকাল ৩৩
শামস্ নূর

ভেজাল, নকল নিম্নমানের ভোগ্যপণ্যের বিরুদ্ধে চাই সম্মিলিত উদ্যোগ ৩৫
ফারিহা হোসেন

পারিবারিক বন্ধন হোক সুদৃঢ় ৩৭
সুস্মিতা চৌধুরী

১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের পথিকৃৎ শহিদ আসাদ ৩৯
প্রশান্ত কুমার

হাতে নতুন বই, চোখে-মুখে আনন্দ ৪১
শাহীনা পারভিন

গল্প

আলোর পথে যাত্রার দিন ৪৩
সুজন বড়ুয়া

কবিতাগুচ্ছ ৪৬-৪৮

মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন, আতিক রহমান, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, সুজিত হালদার, মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ, সাঈদা আজিজ চৌধুরী, মো. তাইফুর রহমান, এস ডি সুব্রত, আবীর আহাম্মদ উল্লাহ, মিজানুর রহমান

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৯
প্রধানমন্ত্রী ৫০
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫১
উন্নয়ন ৫৩
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৪
শিক্ষা ৫৪
নারী ৫৬
অর্থনীতি ৫৬
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৫৭
কৃষি ৫৮
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৯
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৫৯
সামাজিক নিরাপত্তা ৬১
ক্রীড়া ৬১

শ্রদ্ধাঞ্জলি :

চলে গেলেন শিশুসাহিত্যিক খালেক বিন জয়েনউদদীন ৬৩

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকা ওয়েবসাইট থেকে পিডিএফ পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন:

ফেসবুক লিংক:
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
E-mail: dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এস.আর. প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
৮৫/১ নয়াপল্টন, ঢাকা

হাইলাইটস

নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই জানুয়ারি ২০২৪ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নীরবতা পালন করেন– পিআইডি

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি বিজয়ের পরিপূর্ণতা অর্জন করে। এটি বাঙালি জাতির জীবনে এক অনন্য ঐতিহাসিক দিন। তিনি রেসকোর্স ময়দানে অপেক্ষমাণ লক্ষ লক্ষ জনতার উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেন। এ নিয়ে 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ', 'তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছিল' এবং 'স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম ঐতিহাসিক ভাষণ' শীর্ষক ভাষণ/প্রবন্ধ/নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃ. **৪, ৬** ও **৮**

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং প্রেক্ষাপট

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী বঙ্গবন্ধুকন্যা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করেন। তিনি পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। এ নিয়ে 'দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে কথা', 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং প্রেক্ষাপট', 'শেখ হাসিনার গৌরবগাথা' এবং 'সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ঐকমত্য সরকারের নবযাত্রা' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃ. **১১, ১৪, ২৩** ও **৩০**

অর্জনের সোনালি দিগন্তে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা

বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারায় দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে দেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অবকাঠামোর উন্নয়ন দশ্যমান। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ নিয়ে 'অর্জনের সোনালি দিগন্তে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃ. **১৬**

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

[১০ই জানুয়ারি ১৯৭২, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান]

আজকের এই শুভলগ্নে আমি সর্বপ্রথম আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সেই বীর শহিদদের কথা স্মরণ করছি, যাঁরা গত নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে আমি সালাম জানাই।

ইয়াহিয়া খান কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে, এই মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হলো, তা কল্পনারও অতীত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশের মুক্তিসংগ্রামে এত লোকের প্রাণহানির নজির নেই। আমার দেশের নিরীহ মানুষদের হত্যা করে তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে, আমার মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে তারা জঘন্য বর্বরতার প্রমাণ দিয়েছে, সোনার বাংলার অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে তারা ছারখার করে দিয়েছে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিদশায় থেকে আমি জানতাম, তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে বাংলার মানুষদের মাথা নীচু করব না।

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি'। কিন্তু আজ আর কবিগুরুর সে কথা বাংলার মানুষের বেলায় খাটে না। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মতো বাঁচতে জানে। ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ভাইয়েরা আমার, আপনারা কত অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, গেরিলা হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন, রক্ত দিয়েছেন দেশমাতার মুক্তির জন্য। আপনাদের এ রক্তদান বৃথা যাবে না।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন দানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার ও তার জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের অন্তস্তল হতে ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ই মার্চ এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন; এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালির প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে, এমন কোনো শক্তি নেই।

আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয়হারা। তারা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার

এই দুঃখী মানুষদের সাহায্য দানের জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি, আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে– পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে, সেগুলো মেরামত করতে হবে। আপনারা নিজেরাই সেসব রাস্তা মেরামত করতে শুরু করে দিন। যার যা কাজ, ঠিকমতো করে যান। কর্মচারীদের বলছি, আপনারা ঘুষ খাবেন না। এই দেশে আর কোনো দুর্নীতি চলতে দেওয়া হবে না।

প্রায় চার লাখ বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানে আছে। আমাদের অবশ্যই তাদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। বাংলাভাষী নয়, এমন যারা বাংলাদেশে আছে, তাদের বাঙালিদের সাথে মিশে যেতে হবে। কারো প্রতি আমার হিংসা নেই। অবাঙালিদের ওপর কেউ হাত তুলবেন না। আইন নিজের হাতে নেবেন না। অবশ্য যেসব লোক পাকিস্তানি সৈন্যদের সমর্থন করেছে, আমাদের লোকদের হত্যা করতে সাহায্য করেছে তাদের ক্ষমা করা হবে না। সঠিক বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

আপনারা জানেন, আমার বিরুদ্ধে একটি মামলা দাঁড় করানো হয়েছিল এবং অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। আপনারা আরো জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দীন এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।

আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইয়েরা, আপনাদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। আমি চাই আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, আমাদের মা-বোনদের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত করেছে। তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোনো আক্রোশ নেই। আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমরাও স্বাধীন থাকি। বিশ্বের অন্য যে-কোনো দেশের সাথে আমাদের যে ধরনের বন্ধুত্ব হতে পারে, আপনাদের সাথেও আমাদের শুধুমাত্র সেই ধরনের বন্ধুত্বই হতে পারে। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে, তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারের কোনো লোক মারা যায়নি।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এদেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনীতি করছেন। তিনি শুধু ভারতের মহান সন্তান পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যাই নন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাতনিও। তাঁর সাথে আমি দিল্লিতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী তখনই ফিরিয়ে নেবে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আমার দেশের জনসাধারণের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান। আমি তাঁর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রায় এক কোটি লোক– যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাকি যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে। আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে যারা রক্ত দিয়েছে, সেই বীর মুক্তিবাহিনী ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক সমাজ বাংলার হিন্দু-মুসলমান, ইপিআর, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্য আর সবাইকে আমার সালাম জানাই। আমার সহকর্মীরা, আপনারা মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে যে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের মুজিব ভাই আহ্বান জানিয়েছিলেন আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছেন, তাঁর নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দুদেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেওয়ার জন্য সাহায্য করুন।

জয় বাংলা।

তথ্যসূত্র: বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছিল

মোনায়েম সরকার

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার কিছুক্ষণ পরেই পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বন্দি হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দীর্ঘ নয় মাস তিনি অন্ধকার জেলখানায় আটক থাকেন। সেখানে তাঁকে হত্যারও চক্রান্ত করা হয়। কিন্তু সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি যুদ্ধজয়ী বীরের বেশে স্বাধীন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জানুয়ারির ৮ তারিখে (১৯৭২) বঙ্গবন্ধু লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হন। রাওয়ালপিন্ডি বিমানবন্দর থেকে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজের ৬৩৫ নং ফ্লাইটটি লন্ডনে পৌঁছালে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ অফিসের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিমানবন্দরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান। প্রবাসী বাঙালিদের গগনবিদারী 'জয় বাংলা' স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে লন্ডন বিমানবন্দর।

লন্ডনে বঙ্গবন্ধু হোটেল 'ক্ল্যারিজস'-এ ওঠেন। সেখানে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর প্রতি সাংবাদিকদের প্রথম প্রশ্ন ছিল, তিনি কেন ঢাকায় না গিয়ে প্রথমে ব্রিটেনে এসেছেন। জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি স্বেচ্ছায় আসিনি। আমাকে লন্ডন পাঠানোর সিদ্ধান্ত পাকিস্তান সরকারের। আমি তাদের বন্দি ছিলাম।'

লন্ডনে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করেন। এ কথা প্রচারের কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্রিটেনের সরকারি কর্মকর্তারা বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে তাঁর সৌজন্য সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওইদিন সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু এডওয়ার্ড হিথের সঙ্গে ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাতের ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ তখন সদ্য স্বাধীন। পরাক্রমশালী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী সে সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বাসার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর গাড়ির দরজা প্রধানমন্ত্রী মি. হিথ নিজে খুলে দেন।

সাক্ষাৎকালে শেখ মুজিবুর রহমান ব্রিটেনের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি উত্থাপন করেন। এডওয়ার্ড হিথ যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ে স্বীকৃতি প্রদানের আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের পর কমনওয়েলথের সেক্রেটারি জেনারেল আর্নল্ড স্মিথ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হোটেলকক্ষে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। পরদিন ৯ই জানুয়ারি ভোরে বঙ্গবন্ধু দিল্লির উদ্দেশে লন্ডন ত্যাগ করেন।

১০ই জানুয়ারি দিল্লি পৌঁছান বঙ্গবন্ধু। ব্রিটেনের রয়্যাল এয়ার ফোর্সের বিশেষ বিমানটি দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করে। উজ্জ্বলন সূর্যালোকে দৃপ্ত পায়ে বিমান থেকে নেমে আসেন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনতার নয়নের মণি। তাঁর পরনে ছিল ধূসর রঙের স্যুট ও কালো ওভারকোট। তিনি নামার আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বিমানে প্রবেশ করেন। তীব্র আবেগে জড়িয়ে ধরেন প্রিয় নেতাকে। ২১ বার তোপধ্বনি করে ভারত অভিবাদন জানায় বাংলাদেশের মহান নেতাকে। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একত্রে স্বাগত জানান বঙ্গবন্ধুকে। বিশ্বের ২০টিরও বেশি দেশের কূটনীতিকরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন। পুরো এলাকা বাংলাদেশ ও ভারতের পতাকায় সজ্জিত ছিল। তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। দিল্লিতে মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হন বঙ্গবন্ধু। সেখানে বাংলায় ভাষণ দিয়ে দিল্লির মানুষের মন জয় করেন বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১০ই জানুয়ারি সকাল থেকেই বাংলাদেশের মানুষ ঢাকা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিল। অবতরণের আগে ব্রিটিশ এয়ারফোর্সের কমেট বিমানের পাইলটরা বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা বিমানটি নিয়ে ঢাকার আকাশে চক্কর দেন। বঙ্গবন্ধু অশ্রুভরা চোখে দেখেন তাঁর যুদ্ধবিধ্বস্ত বিরান বঙ্গভূমিকে। অবশেষে আসে সেই বহু প্রতীক্ষিত ক্ষণ। মহান নেতা এসে দাঁড়ালেন তাঁর প্রিয় জনগণের মধ্যে। বাংলার মানুষ আনন্দাশ্রু আর ফুলেল ভালোবাসায় বরণ করে নিলো তাদের প্রাণের নেতাকে। ৩১ বার তোপধ্বনি হয় তেজগাঁও বিমানবন্দরে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা স্বাগত জানান বঙ্গবন্ধুকে। তাঁকে বহনকারী গাড়িটি জনতার ভিড় ঠেলে অত্যন্ত ধীরগতিতে এগুতে থাকে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের দিকে। তেজগাঁও পুরানো বিমানবন্দর থেকে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীদের বহনকারী ট্রাকটি লক্ষ লক্ষ জনতার মধ্য দিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টায় ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পৌঁছায়। ইয়াহিয়ার বন্দিশালার দুর্বিষহ নিঃসঙ্গতা আর দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে যাওয়া দীর্ঘদেহী বঙ্গবন্ধু লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলেন, 'আমি আবার আপনাদের কাছে এসেছি। লক্ষ লক্ষ ভাই, মা আর বোন নিজেদের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন, আমাকে মুক্ত করেছেন। আমার প্রতি ভালোবাসার কোনো পরিমাপ নেই। এর কোনো প্রতিদান আমি দিতে পারিনে...।' তখন এমন কোনো মানুষ ছিল না, যার নিজের চোখে পানি জমেনি এবং আবেগে গলা রুদ্ধ হয়ে ওঠেনি। স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁর অভাব প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছিল। তিনি যখন মুক্ত হয়ে পাকিস্তান থেকে বাংলার মাটিতে আসেন, সেদিনই সূচিত হয় বাংলাদেশের প্রকৃত বিজয়। পূর্ণতা পায় স্বাধীনতা।

১০ই জানুয়ারি এলেই বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কথা তাই বাঙালির মনে দোলা দেয়। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন একইসঙ্গে ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির অঙ্গীকার। আবার এটাও ঠিক, মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধুর আকস্মিক হত্যাকাণ্ডে রাজনৈতিকভাবে দিশেহারা হয়ে পড়ে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর অনেক ঘনিষ্ঠ কর্মীও বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে ঘাতক গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশকে পিছিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই, বঙ্গবন্ধু হত্যার পেছনে সক্রিয় ছিল দেশি-বিদেশি ঘৃণ্য চক্রান্ত। সেই চক্রান্ত বাস্তবায়ন করতে বিদেশিরা এদেশের কতিপয় লোভী ও বিভ্রান্ত রাজনৈতিক কর্মীকে ব্যবহার করে। জাসদের উগ্রবাদী সশস্ত্র গোষ্ঠী নানাভাবে বঙ্গবন্ধুর চলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। জাসদ যদি বিপথগামী না হয়ে দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর কাজে হাত লাগাতো, তাহলে অন্যরকম হতো বাংলার ইতিহাস। আজ একটি প্রশ্ন বার বার আমার মাথায় ঘুরপাক খায়, যে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়, যাঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শোনার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্যাকুল হয়ে ওঠে– সেই মহান নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের মুহূর্তে বাংলাদেশের মানুষ কেন ঘর থেকে বের হলো না? এ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক নেতার কাছেই নেই। বঙ্গবন্ধু আসলে কোনোদিনই ভুল ছিলেন না, ভুল বুঝেছিলাম আমরা। কিছু বিশ্বাসঘাতক নেতা-কর্মী লাভের কারণে ও লোভের বশবর্তী হয়ে তাঁকে আকাশ থেকে টেনে মাটিতে নামিয়েছিল। আর ছাত্রলীগের বিভ্রান্ত নেতারা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে উগ্র মতবাদ প্রচার করে রাজনৈতিকভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যার পথ প্রশস্ত করে। আজ তারা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত। শুধু বাংলাদেশে নয়, এখন সারা বিশ্বে বঙ্গবন্ধুই সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। বিভ্রান্ত নেতারা সঙ্গত কারণেই আজ পরিত্যক্ত।

পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট হানা দিয়েছিল বাংলার জনপদে। তারপর ক্ষমতা দখলকারীগোষ্ঠী নানাভাবে চেষ্টা করে ইতিহাস থেকে তাঁর নাম মুছে ফেলার। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। ইতিহাসের যিনি স্রষ্টা তাঁর নাম ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যায় না। দীর্ঘ সংগ্রামের পর বাংলাদেশ আবারো মাথা উঁচু করে অভিষিক্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুরই কন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে। সূর্যের মতো উদিত হয়েছেন জাতির পিতা তাঁর মহিমায়। এ সূর্য, এ আলোকিত দিন কখনো হারাবার নয়। ঝোপঝাড়ে ঘাপটি মেরে থাকা দানবীয় শক্তির উত্থান যাতে আর কখনো ঘটতে না পারে, সে দায়িত্ব এখন বুঝে নিতে হবে। জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে এ দায়িত্ব পালনে অবিচল থাকার অঙ্গীকার করতে হবে আমাদের। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বিগত বছরগুলোতে তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশকে প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক ধারায় প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। আমাদের এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে সোনার বাংলা গড়ে তোলা। আশা করি, নতুন প্রজন্ম সমস্ত বিভ্রান্তি ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আধুনিক ও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে। গত ৭ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশবাসী আবারও শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে। মূলত শেখ হাসিনার অক্লান্ত চেষ্টাতেই বঙ্গবন্ধু আজ বিশ্ববন্ধু। শুধু বাংলাদেশে নয়– জাতিসংঘের বিভিন্ন দপ্তর ও বিশ্বের বহু দেশ তাঁর জন্মশতবর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করেছে। এটা আমাদের জন্য আশাব্যঞ্জক সংবাদ। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আমাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে মানবিক বিশ্ব গড়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এটাই প্রত্যাশা।

মোনায়েম সরকার: রাজনীতিক, লেখক ও চেয়ারম্যান, বিএফডিআর,
bfdrms@gmail.com

দুর্নীতিকে না বলুন

রুখবো দুর্নীতি, গড়বো দেশ
হবে সোনার বাংলাদেশ

স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম ঐতিহাসিক ভাষণ

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি সোমবার দুপুর ১টা ৪১ মিনিটে ঢাকা তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে ব্রিটিশ রয়েল এয়ারফোর্সের বিশেষ বিমান। বিমান থেকে বের হলেন জাতির পিতা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তিনি পা ফেলতেই গোটা বাংলাদেশ 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। রেডিওতে ধারাবিবরণী শুনে মানুষ গ্রামেগঞ্জে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। ঢাকা তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে তাঁকে বহন করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে যে বহরটি এগিয়ে যাচ্ছিল তার সম্মুখে, পেছনে, চারপাশে মানুষ আর মানুষ। দুই ঘণ্টারও বেশি সময় নিয়েছিল গাড়ির বহরটি তৎকালীন রেসকোর্স, বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রবেশ করতে। রেসকোর্স ময়দান তখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। বাইরেও অসংখ্য মানুষ অপেক্ষা করছিলেন বঙ্গবন্ধুকে দেখার এবং তাঁর ভাষণ শোনার। রেসকোর্স ময়দানের সেই জায়গাতেই স্থাপন করা হয়েছিল ১০ই জানুয়ারির মঞ্চ যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ১০ মাস আগে ৭ই মার্চ যে ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, সেখানেই আবার দাঁড়িয়ে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসা প্রথম ভাষণটি প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে গোটা জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। এ বক্তৃতায় তিনি যেন স্বাধীনতারই এক অমর কাব্য শুনিয়েছিলেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে গোটা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বলেই ২৫শে মার্চের গণহত্যাকে উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই রাতেই ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে দুইদিন রাখার পর ২৮ তারিখ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানের কারাগারে। মিয়ানওয়ালি কারাগারে প্রায় ১০ মাস তিনি কারারুদ্ধ থেকে ৭ই জানুয়ারি রাতে চাকলালা বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের উদ্দেশে বিশেষ বিমানে যাত্রা করেন। ৮ তারিখ লন্ডনে পৌঁছান। সেখান থেকেই ৯ তারিখ মুক্ত স্বদেশের উদ্দেশে বিশেষ বিমানে তিনি ১০ তারিখ যাত্রা করেন। যাত্রাপথে দিল্লিতে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান শেষে ঢাকায় স্বাধীন দেশের মাটি স্পর্শ করলেন। রেসকোর্স ময়দানে নির্মিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে এবার তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে প্রায় ১৭ মিনিট তাঁর স্বপ্নের কথা জাতিকে শোনালেন। ২৬শে মার্চ থেকে কারারুদ্ধ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে কী হচ্ছিল তার কিছুই শোনা বা জানার সুযোগ পাননি। অথচ তিনি রেসকোর্সে দেওয়া স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ভাষণে যা উচ্চারণ করেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল যেন তিনি গোটা মুক্তিযুদ্ধই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া মুজিবনগর সরকারের তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১০ই জানুয়ারির ভাষণটিও তিনি রাখলেন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া সরকারের রাষ্ট্রপতির শেষ ভাষণ হিসেবে। কিন্তু এ ভাষণে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘোষণা নিয়েই তিনি গোটা জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করেছিলেন। ভাষণের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু ৯ মাস যেসব কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, হিন্দু-মুসলিম অকাতরে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। এরপরই তিনি তাঁর এতদিনকার স্বপ্নের বাংলাদেশের কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। বলেন, 'আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র।' তিনি যখন এ কথা উচ্চারণ করছিলেন লক্ষ লক্ষ জনতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল।

বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭ সালের পর থেকেই পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার আন্দোলন সংগ্রাম করেছিলেন। বার বার তাঁকে কারাভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি যতবেশি কারাভোগ করছিলেন ততবেশি যেন বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন ও পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথাই তিনি ১০ তারিখের রেসকোর্সের ভাষণে উচ্চারণ করেছিলেন। এরপর তিনি যারা ৯ মাস যুদ্ধ করেছিল তাঁদের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'ইয়াহিয়া খাঁর কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ... বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তারা বীরের জাতি, তারা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মতো বাঁচতে জানে।' তিনি এই ভাষণেই উল্লেখ করেছেন যে তাঁর মনে হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। ২য় এবং ১ম বিশ্বযুদ্ধেও এত সংখ্যক জনসাধারণকে হত্যা করা হয়নি যা বাংলায় পাকিস্তানিরা করেছিল। নিজের

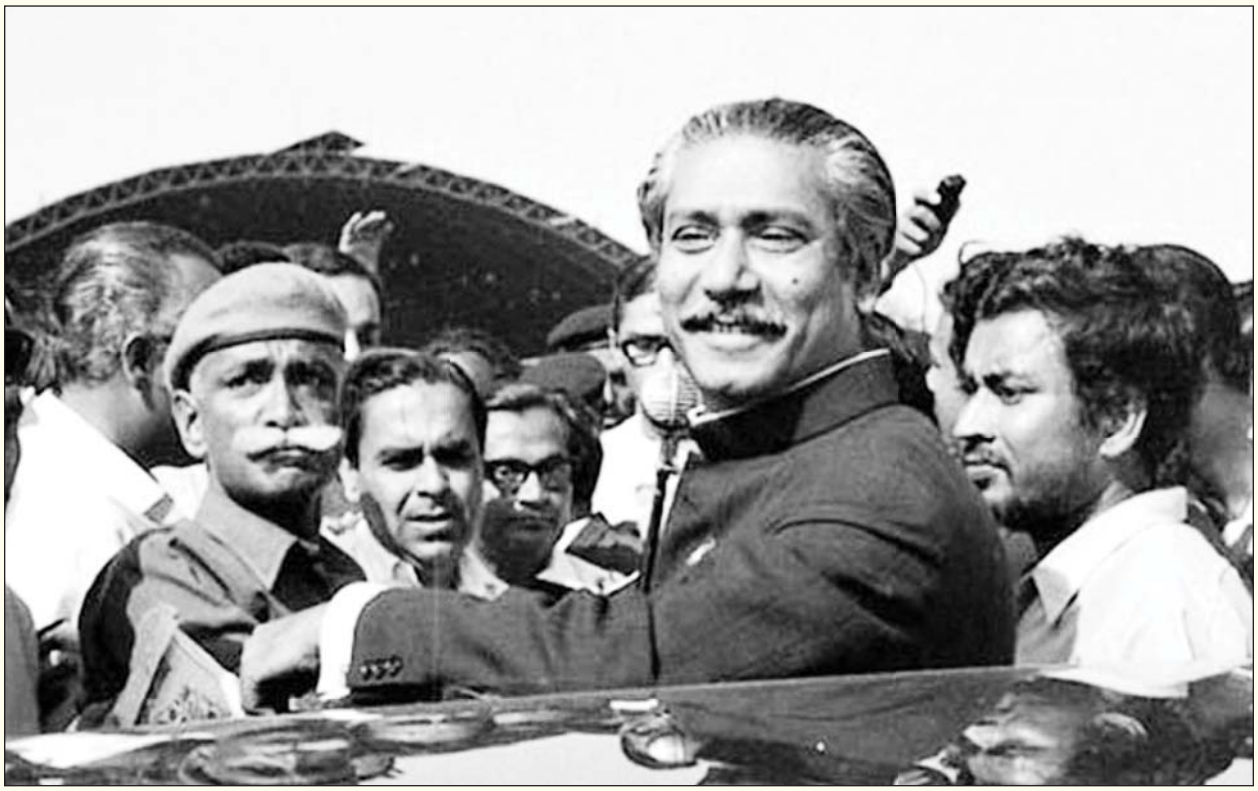

কারাবস্থার কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন তাঁকে যে অবস্থায় রাখা হয়েছিল তাতে তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি আর পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে ফিরে আসতে পারবেন না। তিনি পাকিস্তানি শাসকদের বলেছিলেন তারা যদি তাঁকে হত্যা করে তাহলে তাঁর লাশটি যেন বাঙালির কাছে তুলে দেয়।

এরপর তিনি তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যেসব বিদেশি সরকার ও জনগণ সহযোগিতা করেছিল তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন দানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার ও তার জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের অন্তস্তল হতে ধন্যবাদ জানাই।'

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করছিল তাদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালির প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে, এমন কোনো শক্তি নেই।... এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তাঁর প্রাণ দেবে।'

বঙ্গবন্ধু আগের বছর ৭ই মার্চের ভাষণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, সেই ভাষণে তিনি স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামের কথা বলেছিলেন সেটি বাংলার জনগণ করেছে। তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন সেটি করা হয়েছিল। একইসঙ্গে তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সহকর্মীদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মোবারকবাদ জানান। এরপর তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বাংলার নারী, পুরুষ যোদ্ধা, সহকর্মী যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। তাদেরকে আর দেখতে না পাওয়ার বেদনা তিনি অনুভব করেন। বাংলার আকাশ, বাতাস তিনি অনুভব করেন। বাংলাকে তিনি সালাম জানিয়ে বলেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' এরপর তিনি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। কারণ কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা, পথের ভিখারি, রাস্তাঘাট ধ্বংস, খাবার নেই। এই মানুষদের পাশে সারা বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষকে দাঁড়ানোর জন্য তিনি আহ্বান জানান। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানেরও তিনি আহ্বান জানান। জাতিসংঘকে আহ্বান জানান ত্রাণ দিয়ে সাহায্য করতে।

বঙ্গবন্ধু স্বভাবজাতভাবেই ভাষণে বলেছিলেন বাংলাদেশ এবং তিনি কারো কাছে হার মানতে রাজি নন। তিনি গর্ব করে বলেছেন, বাঙালি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একসময় যা নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন, সেই বাঙালি আজ দেশ স্বাধীন করেছে। তাঁর এই আশাবাদের পেছনে বাঙালিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছেন সেটিও সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলে যাননি। তিনি বলেছেন, 'আমার বাঙালি দেখিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার ইতিহাসে স্বাধীনতার সংগ্রামে এত লোক আত্মাহুতি, এত লোক

জান দেয় নাই।' সে কারণেই তিনি মনে করেন বাঙালিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না, সে কথাও তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, 'নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি, আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে– পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে, সেগুলো মেরামত করতে হবে। আপনারা নিজেরাই সেসব রাস্তা মেরামত করতে শুরু করে দিন। যার যা কাজ, ঠিকমতো করে যান। কর্মচারীদের বলছি, আপনারা ঘুষ খাবেন না। এই দেশে আর কোনো দুর্নীতি চলতে দেওয়া হবে না।' সে কারণে তিনি স্বাধীনতার পূর্ণতা দানে আত্মনিয়োগ করতে সকলকে আহ্বান জানান। তিনি ছাত্র, যুবক, মুক্তিযোদ্ধাসহ যাঁরা গেরিলা যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে, রক্ত দিয়েছে, তাঁদের এই রক্ত বৃথা যাবে না বলে উল্লেখ করেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানে যে ৪ লক্ষ বাঙালি অবস্থান করছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে, একইসঙ্গে এখানে যেসব অবাঙালি যুদ্ধ চলাকালে বাঙালির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, তাদের ব্যাপারে কেউ যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয় সেই ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেন। যারা অপরাধ করেছিল তাদের অপরাধ অনুযায়ী বিচার করা হবে। যারা দালালি করেছে, মানুষ হত্যা করেছে তাদের অবশ্যই বিচার করা হবে বলে সবাইকে তিনি আশ্বস্ত করেন। তিনি স্বাধীন দেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীন অপরাধীদের বিচার করা হবে বলেও উল্লেখ করেন। সারা বিশ্বের কাছে প্রমাণ দিতে হবে আমরা বাঙালিরা শান্তিপ্রিয় জাতি, তাই শান্তি বজায় রাখতে হবে। তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। তবে তাঁর কারাগারের সেলের পাশেই কবর খোঁড়া হয়েছিল। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।' এ কথা থেকে বোঝা যায় যে পাকিস্তানিরা তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য চাপাচাপি করেছিল। কিন্তু তিনি কোনো অবস্থাতেই তাতে রাজি হননি বলেই তাঁকে মৃত্যুভয় দেখাতে কবর খুঁড়ে রেখেছিল।

বঙ্গবন্ধু মৃত্যুকে ভয় করতেন না তা তাঁর বক্তব্য থেকেই শুধু নয়, তাঁর ফিরে আসার বাস্তবতা থেকেও প্রমাণিত হয়। তিনি ২৫শে মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে শেষ দেখাতেও তাঁদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন এবং নিজ ঘরে পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে মৃত্যু হলেও পালাতে চান না বলে নেতৃবৃন্দকে তখন বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদেরকে ১০ তারিখের রেসকোর্সের ময়দান থেকে জানিয়ে দেন যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে কথাবার্তা হবে, সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু দুই দেশের সঙ্গে কনফেডারেশন হওয়ার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। বঙ্গবন্ধু এই কথা বলার কারণ হচ্ছে জুলফিকার আলী ভুট্টো বার বার বঙ্গবন্ধুকে একত্রিত থাকার অনুরোধ করেছিলেন। সেটিরই জবাব বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ওইদিনের ভাষণে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে তীর্যক মন্তব্য করে বলেন যে, 'বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারের কোনো লোক মারা যায়নি। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ।' তারপরও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এদেশের মানুষের ওপর যেসব হত্যা ও বর্বরোচিত অপরাধ করেছে তা মেনে নেওয়া যায় না। তিনি একইসঙ্গে এদের বিচারেরও আশ্বাস দেন।

বঙ্গবন্ধু সেদিন ভাষণে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আদর্শ সম্পর্কে সবাইকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। তিনি জানিয়ে দেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আদর্শ হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। এর মানে হচ্ছে বাংলাদেশকে একটি আদর্শ কল্যাণবাদী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এদেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।'

বঙ্গবন্ধু সমবেত জনতার উদ্দেশে বলেন যে, ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে খুব শীঘ্রই চলে যাবে। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর এ বিষয়ে কথা হয়েছে। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে যে-কোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলার জন্য আহ্বান জানান। কারণ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেমে নেই। সুতরাং বাংলাদেশকে এইসব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করেই অগ্রসর হতে হবে।

বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ প্রায় ১০ মাস পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উপস্থিতি যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং আন্তর্জাতিক নানা ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলাদেশকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল। ১০ তারিখে ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তাতে গোটা জাতি অনুপ্রাণিত হয়। গোটা ৯ মাসের যুদ্ধই চলেছিল বাংলাদেশের মানুষের বঙ্গবন্ধুর প্রতি আস্থা ও ভালোবাসা থেকে। ১০ই জানুয়ারি তিনি সশরীরে ফিরে এসে যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষকে নতুনভাবে জীবন-জীবিকা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যেন শক্তি জুগিয়েছিলেন।

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী: ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলো, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইতিহাস, বাউবি, patwari54@yahoo.com

৭ই জানুয়ারি ২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকার গুলশান ও মহাখালীর বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষমাণ– পিআইডি

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে কথা

ড. মিল্টন বিশ্বাস

ব্যতিক্রম ও অভিনব সব ঘটনায় পূর্ণ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছে। শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আগামী পাঁচ বছর শেষ হওয়ার পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের শাসনকালের মোট সময় দাঁড়াবে ২৫ বছর। একটি দেশের উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার। এজন্য সৎ ও নির্লোভ রাজনীতিবিদের টানা দায়িত্ব জনগণের কাছে কল্যাণকর ঘটনা। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় এই নির্বাচনকে কেউ কেউ ১৯৭০ সালে আরেকবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল বলে মন্তব্য করেছেন। তখন মওলানা ভাসানী নির্বাচনে অংশ নেননি, কিন্তু ভোট বর্জন কিংবা সহিংসতাও করেননি। সেসময় সব জাতীয় নেতাকে পেছনে ফেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেছিলেন এ দেশের মুক্তিকামী মানুষের একক নেতা। তেমনি বিজয়ের মধ্য দিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা এদেশের মঙ্গলকামী মানুষের আস্থাশীল রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হয়েছেন। অবশ্য বিবিসি নিউজ বাংলাদেশের রাজনীতিকে আখ্যায়িত করেছে 'ওয়ান ওমেন শো' হিসেবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকা *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এর মন্তব্য প্রতিবেদনে উঠে এসেছে প্রকৃত তথ্য– 'নিরঙ্কুশ বিজয়ের পথে শেখ হাসিনা, পরাজিত হলো জো বাইডেনের চাপ প্রয়োগমূলক পররাষ্ট্রনীতি'। নির্বাচনের দুই দিন আগে (৫ই জানুয়ারি ২০২৪) *নিউইয়র্ক টাইমস* সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে, 'বিএনপির রাজনীতি শেষ হয়ে গেছে। তারা আন্দোলনে জনগণকে সম্পৃক্ত করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা।'

২.

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের বিশেষত্ব অনেক। মানুষ ভোট দিয়েছে বলেই লাখ লাখ ভোট গণনা করতে হয়েছে। এমনকি বিএনপি ছেড়ে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়া শাহজাহান ওমর জয়ী হয়েছেন ৯৫ হাজার ৪৭৮ ভোটে ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঠালিয়া) আসনে। দেশজুড়ে তিনশো সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৯৯টি আসনে ৭ই জানুয়ারি ২০২৪ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএনপি ও সমমনা দলগুলো নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি করে এ নির্বাচন বর্জন করে দেশবাসীকে ভোটে অংশ না নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। অন্যদিকে পনেরো বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার বিশ্বনেত্রী হিসেবে ভাবমূর্তি আরও বেশি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নির্বাচন সফল করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা ছিল অনন্য। ৭ই জানুয়ারি সকাল ৮টা থেকে ৪২ হাজার ১০৩টি কেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ শুরু হয়, চলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। নির্বাচন শেষে একটি বিষয় স্বস্তিদায়ক যে, নির্বাচনি সহিংসতায় কোনো মৃত্যু হয়নি। কিছু কিছু ছোটো ছোটো ঘটনা ঘটেছে, বলেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেন্দ্রে এসে স্বাধীনভাবে তাদের ভোট প্রয়োগ করেছেন। নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে কমিশন চেষ্টার কোনোও ত্রুটি রাখেনি, বলেন তিনি। স্বচ্ছ ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় গঠিত নির্বাচন কমিশন (ইসি) তাদের ক্ষমতার পুরোটাই প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। অভিযোগ পাওয়ায় ৭টি কেন্দ্রের ভোট বাতিল করা হয়েছে। সারা দেশে ৩৭টি অনিয়ম ও গোলযোগের ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেছে। অনিয়মের কারণে বরগুনায় একজনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একজনের প্রার্থিতাও বাতিল করা হয়েছে। জাল ভোটের দায়ে ১৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সকাল ৮টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জের পাঁচটি কেন্দ্রের ভোট বাতিল করা হয়। আসলে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগকে নিয়ে নির্বাচন পরিচালনা করেছে। নির্বাচন কমিশন এবার দিনেরবেলা ব্যালট পেপার পাঠিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যেখানে আইনের ব্যত্যয় ঘটেছে, নির্বাচন কমিশন হস্তক্ষেপ করেছে, ভোট বাতিল করেছে এবং স্থগিত করেছে।

শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিভিন্ন সংগঠনের একাধিক নেতা। তাদের ভাষ্য হলো– 'বিএনপি-জামায়াত কর্তৃক ভোটকে বাধা দেওয়ার সব অপচেষ্টা সত্ত্বেও সারা দেশের ভোটকেন্দ্রগুলোতে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ও নির্বিঘ্নভাবে ভোট

দিয়েছে। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া সারা দেশে ভোট অত্যন্ত সুষ্ঠু ও চমৎকার পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো বড়ো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, গোলযোগ বা সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়নি। বিদেশি পর্যবেক্ষকরাও বলেছেন, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ঠিক ছিল এবং কাউকে ভোট দিতে জোর করা হয়নি। জনগণ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সব ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছেন। দেশের সাফল্যের তালিকায় এটি একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোট পড়েছে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি। যেমন বিভিন্ন গণমাধ্যমে ভোটারদের ছবি দেখা গেছে। দীর্ঘ লাইন যেমন দেখা গেছে, তেমনি দেখা গেছে– সন্তান ১২০ বছরের বৃদ্ধা মাকে কাঁধে নিয়ে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছে।

৩.

বিএনপি বরাবরই সংবিধান ও নির্বাচনকে অবজ্ঞা করেছে। সুন্দর ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করার স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশের ভোটারদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে। ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নাশকতার আশ্রয় নিয়েছে। সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে অপশক্তি ভোটারদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করে, নির্বাচন থেকে ভোটারদের দূরে রাখার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, সেটি ব্যর্থ হয়েছে। এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে সাধারণ ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন এবং ভোট দিয়েছেন। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতের অপপ্রচার এখনো থেমে নেই।

৪.

সুন্দর, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা সর্বত্র। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে রাশিয়া। নির্বাচনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ার দূতাবাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে। এই নির্বাচনের স্বচ্ছতায় তারা অভিভূত। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনার অ্যান্দ্রে ওয়াই শুটব বলেছেন, আমি বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেছি। খুব দারুণ নির্বাচন আয়োজন করা হয়েছে। নির্বাচন স্বচ্ছ, উন্মুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে হয়েছে। ভোটের পরিবেশে নিরাপত্তা ছিল, এটা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। কোনো বিষয়ে কোনো তথ্যের অভাব ছিল না। গণমাধ্যমকর্মীরা স্বাধীনভাবে সংবাদ সংগ্রহ করেছে। রাশিয়া ছাড়াও বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ওআইসি, ফিলিস্তিন ও গাম্বিয়ার পর্যবেক্ষকরা। ভোটগ্রহণ শেষে ৭ই জানুয়ারি রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে আসেন তারা। সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিংকালে ফিলিস্তিনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাশিম কুহাইল বলেছেন, আমরা বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্র ঘুরে দেখেছি। ভোট শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এছাড়া ভোটের পরিবেশও খুব ভালো ছিল। নাগরিকদের ভোটদান প্রক্রিয়াও খুব সহজ ছিল। এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যেই ভোটাররা ভোট দিতে পেরেছেন। অর্থাৎ ভোট অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলে প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন বিদেশি পর্যবেক্ষকরা। ভোটের পরিবেশেরও প্রশংসা করেছেন তারা। যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টির রাজনীতিবিদ জিম ব্যাটস প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ভোট সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছে। এছাড়া ব্রিফিংয়ে কানাডার এমপি চন্দ্রকান্থ আরিয়া ও ভিক্টর হো বক্তব্য রাখেন। নির্বাচন চলার সময় জানা গেছে, নির্বাচনে ৩০০-এর মতো বিদেশি পর্যবেক্ষক ছিলেন। তারা এ নির্বাচনকে সন্তুষ্টজনক মনে করেছেন। কোনো কোনো পর্যবেক্ষক বলেন, এই নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে, তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। বিদেশি এক সাংবাদিক জানিয়েছেন, বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের মতো নির্বাচন হচ্ছে। স্বচ্ছ, অবাধ এবং মুক্ত পরিবেশে নির্বাচন চলছে। সবচেয়ে বড়ো কথা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উল্লেখ করার মতো তেমন কোনো সহিংস ঘটনা কোথাও ঘটেনি। বলাবাহুল্য, ভোটকেন্দ্রগুলো পর্যবেক্ষণ করে স্বচ্ছ ও শান্তিময় পরিবেশে ভোটগ্রহণ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সকল বিদেশি পর্যবেক্ষক। ঢাকার দারুস সালাম এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভোট পরিদর্শন শেষে ভোটের পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তাদের মূল্যায়ন জানান তিন বিদেশি পর্যবেক্ষক। সেসময় ডেপুটি হেড অব মিশন ইউএস এসটিও টেরি এল. ইসলে বলেন, ভোটের পরিবেশ ভালো। মানুষ ভোট দিতে আসছে। ৫০ শতাংশ ভোট পড়বে বলে আমরা আশা করছি। সে অনুযায়ী আমরা যে কেন্দ্রগুলো পর্যবেক্ষণ করেছি, সেগুলোতে কোনো ত্রুটি চোখে পড়েনি। পলিটিক্যাল এডিটর আয়ারল্যান্ড নিকোলাস হুপাওয়াল বলেন, ভোটের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপদ দেখেছি। তিনি আরও বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরাপদ নির্বাচন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য একটি মাইলস্টোন হবে। (সূত্র: *দৈনিক বাংলা*) অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ) আসনের কয়েকটি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও আয়ারল্যান্ডের পর্যবেক্ষক দল। সেখানে তারা জানান, ভোট শান্তিপূর্ণ হচ্ছে। ভোটের সার্বিক পরিস্থিতিতে তারা সন্তুষ্ট এবং ভীষণ আশাবাদী। রাজধানীর বাইরে ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ ভোটারের উপস্থিতি দেখে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন তারা। বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরবেন বলেও জানান যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও আয়ারল্যান্ডের পর্যবেক্ষক দল।

বিদেশি পর্যবেক্ষকদের মন্তব্য ও আশাবাদ সত্য বলেই বিশিষ্ট জনগণ ভোট দিয়ে নিজেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। আসলে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট হয়েছে বলেই– পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ভোটদাতাদের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া। সাধারণ মানুষের মতো চলচ্চিত্র, সংগীত, টেলিভিশন ও মঞ্চের তারকারাও ভোট দিয়েছেন। ভোট দিয়ে তারা ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। তারকাদের কয়েকটি মন্তব্য লক্ষ করা যেতে পারে। ঢাকার গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন চলচ্চিত্র অভিনয়শিল্পী চম্পা। তার মন্তব্য– একজন নাগরিক হিসেবে ভোট আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই ভোট দিয়ে ভালো লাগছে। আমার কেন্দ্রের পরিবেশও মুগ্ধ করেছে। মাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে শাকিব খান যান গুলশান মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে। তিনি বলেন, দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে ভোট প্রদান করা আমার একান্ত দায়িত্ব। ভোট দিতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। আমি গতবারও নির্বাচনে আম্মাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, এবারও এসেছি। আমার বাবা সকালে তার বন্ধুরাসহ ভোট দিতে গেছেন। আমার মনে হয়, ভোটার হয়েছেন, এরকম প্রত্যেক মানুষের ভোট দিতে আসা উচিত। দুই বাংলার জনপ্রিয় শিল্পী জয়া আহসান ভোট দিয়ে ছবি পোস্ট করেছেন ফেসবুকে। ঢাকার বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুলে স্ত্রী

৭ই জানুয়ারি ২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকার লালবাগের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন– পিআইডি

মুশফিকা খান তিনাকে সঙ্গে নিয়ে ভোট প্রদান করেছেন চিত্রনায়ক রিয়াজ আহমেদ। ভোট প্রদান শেষে দুজনের দুটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন তিনা। ঢাকার ইস্কাটন দিলু রোডের ভোটার গীতিকবি কবির বকুল ভোট দেওয়া শেষে ফেসবুকে ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ভোট হলো গণতন্ত্র। আমার ভোট আমি দেব। ভোট দিয়ে এলাম।

ভোটার উপস্থিতির মাধ্যমে দ্বাদশ নির্বাচনকে উৎসবমুখর করে তুলতে সমাজের বিশিষ্টজনরাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এজন্য ভোট প্রদান শেষে সংগীতশিল্পী কোনাল ফেসবুকে লিখেছেন– আমার ভোটে জিতবে দেশ। ভোট দিয়ে এসেছি। ভোট প্রদান করুন নিজের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে। সংগীতশিল্পী সিঁথি সাহা ভোট প্রদান শেষে ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করলাম। নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করার ফলে নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে। ভোটাররা তাদের পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন। এজন্য ফলাফল একতরফা হয়নি। বরং প্রতিদ্বন্দ্বীকে মোকাবিলা করেই এমপি হতে হয়েছে। ভোটের মাঠে কেউ দরদ পায়নি। বরং তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজ দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে হেরেছেন তিনজন প্রতিমন্ত্রী। এছাড়া আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর একজন ও সম্পাদকমণ্ডলীর দুজন সদস্যসহ বেশ কয়েকজন বর্তমান সংসদ সদস্য নিজ দলের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হয়েছেন। এছাড়া আওয়ামী লীগের বর্তমান সংসদ সদস্যদের মধ্যে অন্তত ১৫ জন ভোটে পরাজিত হয়েছেন। এ সংখ্যা তিন প্রতিমন্ত্রীসহ ১৯ জন হবে। নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে বলেই এই ধরনের ফলাফল ও দৃশ্যপট আমাদের দেখতে হচ্ছে।

৫.

বিএনপি'র পক্ষে যারা ছিলেন তারা হাল ছেড়েছেন নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার আগেই। এজন্য পশ্চিমাদের প্রতিনিধিরা নীরব এখন। এবারও হয়ত বিএনপি-জামায়াত শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করবে। কিন্তু জনগণকে মনে রাখতে হবে, অতীতে মহাদুর্যোগ কাটিয়ে শেখ হাসিনা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলার মাটিতে কার্যকর হয়েছে জাতির পিতাকে হত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের রায়। সব আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে নিজ অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে পদ্মা সেতু। বাজেটের আকার ৬০ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে মধ্যম আয়ের দেশে। শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সব বাধা উপেক্ষা করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে বিজয়ী হয়েছে। বিএনপি ভোট বর্জন করলেও তিনি নিজ দলের একাধিক প্রার্থীকে প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দেন। জমে উঠেছিল ভোটের পরিবেশ। ফলে এখন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়ার জন্য বিএনপি ও তাদের সমর্থকদের ২০২৮ সাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে। ততদিনে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের মহিমায় উন্নয়নের শীর্ষে আরোহণ করবে।

ড. মিল্টন বিশ্বাস: বঙ্গবন্ধু গবেষক এবং বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, email-drmiltonbiswas1971@gmail.com

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল ৬ই জানুয়ারি ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪ উপলক্ষে আয়োজিত Meet The Press-এ বক্তৃতা করেন– পিআইডি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং প্রেক্ষাপট

খালেক বিন জয়েনউদদীন

গত ৭ই জানুয়ারি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে কয়েকটি রাজনৈতিক দলছাড়া নিবন্ধিত অন্যান্য দল অংশ নেয়। ফলাফলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা ২২২টি, স্বতন্ত্র ৬২টি, লাঙল ১১টি, জাসদ ১টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ১টি ও কল্যাণ পার্টি ১টি আসন পেয়েছে। ভোট পড়েছে ৪১.৮%।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক দল ও বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছে। এর মধ্যে ভারত, ভুটান, রাশিয়া, চীনসহ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আবার ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাস বাংলাদেশের নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে, কিন্তু ঐসব দেশের রাজধানীতে বসে উল্টো বিবৃতি দিয়েছে দু-একটি দূতাবাসের মুখপাত্র। একশোটি দেশের পর্যবেক্ষকদল বাংলাদেশে এসে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরাপদ হওয়ায় সংবাদ সম্মেলন করে তাদের অভিমত প্রকাশ করেছে, যা দেখে ও শুনে বিশ্ববাসী খুশি।

আমরা যারা বাংলাদেশের নাগরিক, তারা জানি– বাংলাদেশের সংসদের দ্বাদশ নির্বাচন কীভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের পরে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সংসদ নির্বাচন ছিল সেনাপতিদের হাতে বন্দি। ২০০১ সালে আবার তা বন্দি হয়। ৫ বছর পর কেয়ারটেকার সরকারের দায়িত্ব দলীয় রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করলে আবার সেনা সমর্থিত কেয়ারটেকার সরকার দেশ চালায়। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক সরকার। এরপর থেকেই শুরু হয় গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা তথা নির্বাচনে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা।

বিগত বছরগুলোতে দেশ উন্নয়নশীল ধাপে পৌঁছেছে। গোটা বিশ্বে দেশটির অবস্থা চোখে পড়ার মতো। দেশের মানুষের কোনো অভাব নেই। তবুও বলতে হয়, একাত্তরের চেতনায় যারা অবিশ্বাসী এবং যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঘোর শত্রু, তারা উন্নয়ন দেখে চোখ বুজে। পারলে আড়ালে-আবডালে তা বিনাশের অপচেষ্টা চালায়। তবে দেশে-বিদেশে বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও নিজের অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ, সমুদ্র বিজয়, করোনা মহামারি মোকাবিলা, খাদ্যে স্বনির্ভরতা, ফ্রিল্যান্সিং, মেট্রোরেল নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু টানেল বিনির্মাণ, ৪ গুণ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, ৮ গুণ বাজেট বরাদ্দ, ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা বরাদ্দ বৃদ্ধি, স্মার্ট অর্থনীতি, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হার অর্ধেক আনা, বিনামূল্যে বই বিতরণ, ১০ টাকায় কৃষকদের ব্যাংক হিসাব খোলা, ডিজিটালাইজেশন, উড়াল সেতু নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি, মহাশূন্যে উপগ্রহ প্রেরণ এবং জমি ও ঘরছাড়াদের আশ্রয়ণ প্রকল্পে আনা উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। দেশ বিনির্মাণে এসব কর্মকাণ্ড দেখে পাকিস্তানি-উত্তরাধিকারীরা সরকার ও একাত্তরের চেতনায় বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে নেমে পড়ে। এরা পঁচাত্তরের মতো মানুষ হত্যা করে, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যাকে ২২ বার হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। বিধাতার পরম ইচ্ছায় সেই বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা একাত্তরের চিহ্নিত খুনি ও পঁচাত্তরের খুনিদের বিচার করেছেন। আর এতেই তারা শেখ হাসিনা এবং একাত্তরবিরোধী। তারা চায় দেশটিকে পাকিস্তানি ও তালেবানি রাষ্ট্র বানাতে। পঁচাত্তরের পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্য থেকে অর্থ এনে নানাভাবে দেশটিকে অবলুপ্ত করতে চায়। আর ইন্ধন জোগায় বিদেশের ২/১ রাষ্ট্র আর আমাদের দেশের বুদ্ধিব্যবসায়ীরা। বিদেশি অস্ত্রব্যবসায়ীরা সর্বদা এদের পেছনে থাকে। লবিস্ট হিসেবে কাজ করে। তারা বিভীষণ সেজে দেশকে বিনষ্ট করতে চায়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই জানুয়ারি ২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজধানীর ঢাকা সিটি কলেজ কেন্দ্রে ভোট প্রদান শেষে বিজয়চিহ্ন প্রদর্শন করেন। এসময় তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা, কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ও ভাগ্নে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাবিরোধী ও সাইনবোর্ড সর্বস্ব ২/১টি দলের নাশকতা আমাদের নির্বাচনের ইতিহাসে নিন্দনীয় রেকর্ড হয়ে থাকবে। এর আগে পেট্রোল বোমা, বাসে আগুন, ক্ষেতে আগুন, বিজলি বাতির স্তম্ভ ওঠানো, রিকসা-ভ্যানে মানুষ মারা ও স্টিমারে মানুষ হত্যাকে মনে করিয়ে দেয়। সেবার পুলিশ, পোলিং অফিসার, আনসার, এজেন্ট ও সাধারণ ভোটারকে পুড়িয়ে মারার কথা দেশবাসী জানে।

এসব জ্বালানো-পোড়ানো ও মানুষ হত্যা মানব ধর্মকে পদদলিত করেছে। এরা মানুষ নামের অমানুষ। নরাধম ও নরপশু। অগ্নিসন্ত্রাসের আজরাইল, কিছুদিন আগে বিবিসি'র এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'বিএনপি একটি রাজনৈতিক সংগঠন নয়, একটি সন্ত্রাসী দল। আপনি যে দলের কথা বলেছেন তারা আগুন দেয়। মানুষ হত্যা করে। এটা কি গণতন্ত্র। এটা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। এদেশে এরা একাধিক বার করেছে। আমরা ধৈর্য দেখিয়েছি। মানুষের অধিকার রক্ষা করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব। সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করতে হবে।'

ইতোমধ্যে গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে। গোটাবিশ্ব এ বিজয়কে অভিনন্দিত করেছে। নতুন বছরে নতুন সরকারের অভিযাত্রা শুরু হলো। কিন্তু সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড থেমে নেই। তাদের ষড়যন্ত্র, বিদেশিদের পাখায় উড়া এবং মা-মাটিকে বিলীন করে দেওয়ার শকুনি কাজ। আমরা একাত্তরের সন্তান। বঙ্গবন্ধু ও একাত্তরের চেতনা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদই আমাদের আদর্শ। একাত্তরের পাকিস্তানিদের মতো এরা হারিয়ে যাবে। এদের ধ্বংস অনিবার্য। নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানাই এবং সাফল্য কামনা করি। জয় বাংলা।

খালেক বিন জয়েনউদদীন: সাহিত্যিক, বঙ্গবন্ধু গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর দেওয়ার আহ্বান

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকা লেখকদের সম্মানী ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পরিপ্রেক্ষিতে সম্মানিত লেখকদের লেখার সঙ্গে ব্যাংক হিসাব নম্বর ও ব্যাংকের রাউটিং নম্বর দেওয়া আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কাম্য।

সচিত্র বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
website: www.dfp.gov.bd
e-mail: dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com

অর্জনের সোনালি দিগন্তে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা

মো. আবু নাছের

বাংলাদেশ আজ অমিত সম্ভাবনার এক দেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে অদম্য গতিতে। উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পেয়েছে স্বীকৃতি। সমৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধিতে পৌঁছেছে ঈর্ষণীয় অবস্থানে।

এ অর্জন একদিনে নয়। রয়েছে দীর্ঘ ধারাবাহিকতা। বাঙালির প্রাণপুরুষ, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ। ভৌগোলিক মুক্তির পর শুরু হয় অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। যুদ্ধবিধ্বস্ত সড়ক, সেতু ও ফেরি সংস্কার, পুনঃনির্মাণ আর নবনির্মাণে হাত দিলেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকার। ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন ঘোষিত বাংলাদেশের প্রথম বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দ রাখা হয় ৭৮৬ কোটি টাকা, যার ৬৪% ব্যয় করা হয়েছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠনে। গ্রহণ করা হয় দেশের ইতিহাসের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। মাত্র সাড়ে তিন বছরে পুনঃনির্মাণ করেন ৫৪৪টি রেল ও সড়ক সেতু। ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক-সেতু মেরামতের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু সরকার প্রায় ৪৯০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করে।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের কালরাতে সপরিবার নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুকে। স্তব্ধ হয়ে যায় বিশ্ববিবেক। থেমে যায় অগ্রযাত্রা। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে হাল ধরেন আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি, স্মার্ট বাংলাদেশের দিশারি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং পরবর্তীতে ২০০৯ থেকে তিন মেয়াদে দেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় উত্তরণের দায়িত্ব নেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বিশ্ব মাঝে বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লাভ করেছে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটানা চতুর্থবারের মতো সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে সরকার উন্নয়ন কৌশলে সড়ক অবকাঠামো তথা যোগাযোগ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এখন দৃশ্যমান। সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সেতু বিভাগের মাধ্যমে চলছে দেশে উন্নয়নবান্ধব, টেকসই ও শক্তিশালী সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ। এ কাজে দুটি বিভাগে তৈরি হয়েছে শক্তিশালী টিমওয়ার্ক।

দেশব্যাপী সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ২২ হাজার ৪৭৬ কিলোমিটার। এর মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ৩ হাজার ৯৯১ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪ হাজার ৮৯৮ কিলোমিটার এবং জেলা মহাসড়ক রয়েছে ১৩ হাজার ৫৮৮ কিলোমিটার। নিরবচ্ছিন্ন সড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সরকারের মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল বিশেষত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্নের সাথে সমন্বয় করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নানান পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে যে সকল বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং গুণগত উত্তরণ করা হচ্ছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- সরকারি অর্থের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গুণগত অবকাঠামো নির্মাণের প্রতি দেওয়া হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব।
- উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অনুঘটক হিসেবে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কাজ এগিয়েছে অনেক দূর।
- গড়ে তোলা হচ্ছে বহুমাধ্যমভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা।
- নগর পরিবহণসহ পরিবহণ ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন ও নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে অগ্রাধিকার।
- গণপরিবহণে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে যোগ হচ্ছে গতিময়তা।
- অভ্যন্তরীণ সংযোগের পাশাপাশি আঞ্চলিক এবং উপআঞ্চলিক সংযোগ প্রতিষ্ঠাকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
- হাওর, সমতল কিংবা পাহাড়ি জনপদ– কোনো অঞ্চলই এখন আর বিচ্ছিন্ন নয়। রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত জনপদ আজ যুক্ত হয়েছে অভিন্ন সড়ক নেটওয়ার্কে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার নব উত্তরণ

সাম্প্রতিককালে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঘটে চলেছে নব নব উত্তরণ। অর্জনের সোনালি দিগন্ত ছুঁয়েছে একের পর এক সাফল্য। সড়ক অবকাঠামো খাতে বাস্তবায়িত হয়েছে বেশকিছু ফার্স্ট ট্র্যাক ও মেগা-প্রকল্প। বেশকিছু মেগা প্রকল্প রয়েছে চলমান। সমাপ্ত মেগা প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

প্রধানমন্ত্রীর সাহসী সিদ্ধান্তে নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে আমাদের সক্ষমতা আর গৌরবের প্রতীক– পদ্মা সেতু। প্রায় ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ সেতু বদলে দিয়েছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতির চালচিত্র।

প্রথমবারের মতো দেশে সংযোজন হয়েছে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নের মেট্রোরেল রুট-৬। এ রুটটি উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে ৬টি মেট্রোরেল রুট নির্মাণের লক্ষ্যে সময়বদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ। যানজটমুক্ত, সময় সাশ্রয়ী ও আরামদায়ক ভ্রমণে মেট্রোরেল ইতোমধ্যে মানুষের আস্থার বাহনে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত রুটে মেট্রোরেল চলছে। এ রুটে যাত্রীগণ স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করছে।

মেট্রোরেল রুট-৬-এর পাশাপাশি পাতাল রেলসহ আরও দুটি রুটের কাজ চলছে। এছাড়া চট্টগ্রাম মহানগরীতেও মেট্রোরেল নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিত হয়েছে দেশের প্রথম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণফুলী টানেল'। এ টানেল দেশের পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজারের সাথে রাজধানী ঢাকাকে সরাসরি সংযুক্ত করেছে। এ টানেল নির্মাণের ফলে চট্টগ্রাম মহানগরী কর্ণফুলীর অপর তীরে সম্প্রসারিত হবে। চীনের সাংহাই নগরীর মতো গড়ে উঠবে ওয়ান সিটি টু টাউন।

যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একাংশ। এ এক্সপ্রেসওয়েটি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এছাড়া বিমানবন্দরের সন্নিকটে এ এক্সপ্রেসওয়ে বিমানবন্দর-আশুলিয়া-ঢাকা ইপিজেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে যুক্ত হবে।

দেশের প্রথম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক্সপ্রেসওয়ে' নির্মাণের মাধ্যমে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের এক্সপ্রেসওয়ের যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। এ এক্সপ্রেসওয়ে পোস্তগোলা থেকে মাওয়া হয়ে পাচ্চর থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথমবারের মতো দেশে চালু হতে যাচ্ছে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট-বিআরটি। দ্রুতগতির বাস সার্ভিসটি পরিচালিত হবে ঢাকা শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত। এটি চালু হলে উভয়দিকে ঘণ্টায় ৪০ হাজার যাত্রী পরিবহণ সম্ভব হবে।

সরকারের তিন মেয়াদে সড়ক-মহাসড়ক উন্নয়ন এবং চারলেনে উন্নীত মহাসড়ক

দেশের সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে চলছে এক মহাকর্মযজ্ঞ। একের পর এক নির্মাণ করা হচ্ছে চার বা তদূর্ধ্ব লেনের মহাসড়ক। সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনে দেশব্যাপী জাতীয়, আঞ্চলিক এবং জেলা সড়ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। উন্নয়নের অব্যাহত ধারাবাহিকতায়–

- সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ ২০০৯ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৫০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে, এর মধ্যে ৪৩১টি প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করে।
- ২০০৮ পর্যন্ত দেশে চারলেনের মহাসড়কের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৮৫ কিলোমিটার। আর ২০০৯ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় চারলেনে উন্নীত করা হয়েছে ৮ শত ৫৪ কিলোমিটার মহাসড়ক; যা ২০০৮ সালের তুলনায় ১০ গুণেরও বেশি।
- বর্তমানে চার অথবা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে আরও প্রায় ৫৭৪ কিলোমিটার মহাসড়ক।
- ২০০৯ সালে দেশের মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ৫৪% সড়ক Good to Fair অবস্থায় ছিল। যা ২০২২-২০২৩-এ ৯০%-এ উন্নীত হয়েছে।
- এ সময়ে মহাসড়ক নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে ১ হাজার ২৮১ কিলোমিটার নতুন সড়ক।
- ২০০৬ সালে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ছিল ২১ হাজার ৫ শত কোটি টাকা। ২০২৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৭৪ কোটি টাকা। যার মধ্যে দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ প্রায় ৭৬ হাজার কোটি টাকা।

উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে সড়ক অবকাঠামোর গুরুত্ব অপরিসীম। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে সরকারের তিন মেয়াদে

১০ হাজার ৮১০ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ৮ হাজার ৪৬৫ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতকরণ এবং ১১ হাজার ৪৩৪ কিলোমিটার মহাসড়কের সার্ফেসিং কাজ সম্পন্ন করেছে।

রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এ সময়ে

১৩ হাজার ৩৬১ কিলোমিটার মহাসড়কে ওভারলে; ৩ হাজার ৩৩ কিলোমিটার মহাসড়কে ডিবিএসটি; ৬ হাজার ২৫৬ কিলোমিটার মহাসড়কে কার্পেটিংসহ সিলকোট এবং ২২ হাজার ৪৩৮

কিলোমিটার মহাসড়কে রিপেয়ারসহ সিলকোট, ডিবিএসটি-এর মাধ্যমে মেরামত ও সংস্কার করা হয়।

চার ও তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত মহাসড়ক

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় জাতীয় মহাসড়কসমূহকে পর্যায়ক্রমে চার বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। এরই মাঝে যে সকল মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করা হয়েছে, তন্মধ্যে:

দেশের অর্থনীতির প্রধান আর্টারি বলে পরিচিত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক (দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম); জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক; উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক; যাত্রাবাড়ি-কাঁচপুর আটলেনের মহাসড়ক; নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক; রংপুর শহর এলাকার মহাসড়ক; কক্সবাজার লিংক রোড থেকে লাবনী মোড় সড়ক; কুমিল্লা- বেগমগঞ্জ মহাসড়ক; যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক প্রশস্তকরণ; নারায়ণগঞ্জ লিংকসড়ক; যাত্রাবাড়ি-ডেমরা মহাসড়ক; ইজতেমা মহাসড়ক হিসেবে পরিচিত টঙ্গী বাইপাস মহাসড়ক; মাগুরা শহর অংশের রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত সড়ক এবং রংপুর শহর এলাকার সড়ক উল্লেখযোগ্য।

চার বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণ কাজ চলমান রয়েছে এমন মহাসড়কগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য

এলেঙ্গা-হাটিকমরুল-রংপুর মহাসড়ক; সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক; ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক; ঢাকা-বাইপাস মহাসড়ক; ফেনী-চৌমুহনী মহাসড়ক; বেগমগঞ্জ-নোয়াখালী মহাসড়ক; সার্ভিসলেনসহ পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-ঘোড়াশাল; কুমিল্লা (ময়নামতি)-ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ধারখার) এবং আশুগঞ্জ নদীবন্দর থেকে আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক।

সরকারের তিন মেয়াদে ফেরি সার্ভিস উন্নয়ন

নদীমাতৃক বাংলাদেশে জালের মতো বিস্তৃত ছোটো-বড়ো নদনদী। একের পর এক নদীজনিত বিচ্ছিন্নতা দূর করে নির্মিত হচ্ছে ছোটো-বড়ো সেতু। ফেরি সার্ভিস ধীরে ধীরে অতীত হতে চলেছে।

২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত সেতু নির্মাণের মাধ্যমে ৩৩টি ঘাট ফেরিমুক্ত হয়েছে; অপরদিকে ৪১টি বিচ্ছিন্ন জনপদকে ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্কে যুক্ত করা হয়েছে।

সরকারের তিন মেয়াদে ছোটো-বড়ো সেতু নির্মাণ

সরকারের তিন মেয়াদে দেশব্যাপী ছোটো-বড়ো ১ হাজার ১৩১টি সেতু এবং ৪ হাজার ৩১৫টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু; ২য় কাঁচপুর, মেঘনা, গোমতী সেতু, মধুমতি নদীর উপর মধুমতি সেতু; কঁচা নদীর উপর বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু; শীতলক্ষ্যা নদীর উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা এ. কে. এম. নাসিম ওসমান সেতু; আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু; বরিশাল-পটুয়াখালী সড়কে শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল সেতু; করতোয়া নদীর উপর ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সেতু; কীর্তনখোলা নদীর উপর শহিদ আব্দুর রব সেরনিয়াবত সেতু; পায়রা সেতু, সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর উপর আব্দুজ জহুর সেতু; গোপালগঞ্জের পাটগাতিতে শেখ লুৎফর রহমান সেতু; বুড়িগঙ্গা নদীর উপর শহিদ বুদ্ধিজীবী সেতু; শীতলক্ষ্যা নদীর উপর সুলতানা কামাল সেতু; চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর উপর আমানত শাহ সেতু; চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কে মাতামুহুরী সেতু; চট্টগ্রামে বরকল, কালারপুল, ওয়াহিদিয়া সেতু; বিরুলিয়া সেতু; টাঙ্গাইল-নাগরপুর সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর এলাসিন সেতু; করতোয়া নদীর উপর সোনতলা সেতু এবং পার্বত্য এলাকায় নানিয়ার চর সেতু, রুমা সেতু।

ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস, ওভারপাস

দেশব্যাপী বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এবং আলাদা প্রকল্পের মাধ্যমে অসংখ্য ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস, ওভারপাস, ইউলুপ, ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে যানবাহন চলাচলে এসেছে নবগতি। যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে করেছে ত্বরান্বিত। এর মধ্যে রয়েছে:

রাজধানীর বনানীতে রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ওভারপাস; শহীদ রমিজ উদ্দিন স্কুল ও কলেজ সংলগ্ন আন্ডারপাস; মিরপুর-বিমানন্দর সড়ক সংযোগ ফ্লাইওভার, ঢাকা-ময়মসসিংহ সড়কে মাওনা ফ্লাইওভার; চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ ফ্লাইওভার; টঙ্গীতে আহসান উল্যাহ মাস্টার উড়াল সেতু; ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌড়াইল ওভারপাস; কুমিল্লা শহরে শাসনগাছা রেলওয়ে ওভারপাস; ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মহিপাল ফ্লাইওভার; পদুয়ার বাজার ওভারপাস; ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ভূলতা ফ্লাইওভার এবং কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকায় আন্ডারপাস উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া বিআরটি প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হয়েছে ঢাকা এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ফ্লাইওভার, জসীম উদ্দিন ফ্লাইওভার এবং আটলেনের টঙ্গী ফ্লাইওভার; জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়কে নির্মিত হয়েছে ৮টি ফ্লাইওভার ও ওভারপাস এবং ১১টি আন্ডারপাস।

সাফল্যের ধারাবাহিকতা

একযোগে, একদিনে, শত-সেতু এবং উন্নয়নকৃত প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের শত-সড়ক উদ্বোধনের মাধ্যমে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ দেশের সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে মাইলফলক স্থাপন করে।

সীমান্ত এলাকায় স্থিতিশীলতার পাশাপাশি পর্যটনের অপার সম্ভাবনা নিয়ে তিন পার্বত্য জেলার মাঝে নির্মিত হচ্ছে সীমান্ত সড়ক।

নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৬ মাস পূর্বে মাওনা ফ্লাইওভারের কাজ শেষ করে এবং ২য় কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতু নির্মাণ প্রকল্পে অর্থ সাশ্রয় করে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়নে আরও একটি অনন্য সফলতা দেখিয়েছে।

পার্বত্য জনপদের দুর্গমতাকে জয় পাহাড়ের ওপর দিয়ে দেশের সর্বোচ্চ সড়ক থানচি-আলিকদম সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এ সড়কজুড়ে রয়েছে প্রকৃতির অপার মায়াময়তার হাতছানি। থানচি, রুমা, নানিয়ারচর সেতুসহ অসংখ্য কনক্রিট সেতু এবং সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে পাহাড়ি জনপদকে যুক্ত করা হয়েছে উন্নয়নের নেটওয়ার্ক-এ।

নির্মাণকালে নানান চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সফলতার সাথে নির্মাণ করা হয়েছে সাগরের তীর ঘেঁষে দৃষ্টিনন্দন কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ, ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক; সিলেট বিমানবন্দর-সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ সড়ক, মদন-খালিয়াজুরি সাবমার্জিবল সড়ক। এ সকল সড়ক পর্যটনে ব্যাপক আকর্ষণ তৈরি করেছে, যা সরকারের অনন্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিআরটিসি লোকসানের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে লাভের ধারায় ফিরেছে। ২০০৯ সালে বিআরটিসির বাসবহরে বাস ও ট্রাকের সংখ্যা ছিল ৬৫৬টি । বর্তমানে সংস্থাটি ১ হাজার ৮৬০টি বাস ও ট্রাকের মাধ্যমে সারা দেশে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সেবা কার্যক্রম প্রদান করছে। বিআরটিসির বহরে আরও যুক্ত হবে ৩৪০টি আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং ১০০টি ইলেকট্রিক বাস।

সড়ক ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল রূপান্তরের পর এখন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মহাসড়কসমূহ হবে স্মার্ট হাইওয়ে, যেখানে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় সড়ক অবকাঠামোর সাথে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বাধুনিক উদ্ভাবনের সমন্বয় সাধন করা হবে; দেশের জাতীয় মহাসড়কসমূহে ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম বা আইটিএস স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন, মহাসড়কে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের পাশাপাশি মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় আরও ২৮টি এক্সেল-লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন কাজ এগিয়ে চলেছে।

মহাসড়কের যানবাহনের গতিময়তা অব্যাহত রাখতে টোল প্লাজাসমূহে চালু হয়েছে স্বয়ংক্রিয় টোল আদায় পদ্ধতি-ইটিসি।

সড়ক নিরাপত্তা

সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামো শক্তিশালী করা হয়েছে; প্রণয়ন করা হয়েছে বহু প্রত্যাশিত সড়ক পরিবহণ আইন ও বিধিমালা; সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর ২২শে অক্টোবরকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ঘোষণা করা হয়েছে; সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে চলমান ও গৃহীতব্য জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে ধীরগতি সম্পন্ন গাড়ির জন্য পৃথক লেন রাখার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে; চারটি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ি চালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার নির্মাণকাজ শেষ হতে চলেছে; যানজট নিরসন ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ৬৯৩টি ইন্টারসেকশন উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে; দুর্ঘটনাপ্রবণ ২৫২টি স্পট চিহ্নিত করে ১৭২টি স্পটকে ঝুঁকিমুক্ত করা হয়েছে। অপর ৮০টি ঝুঁকিমুক্ত করতে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; সড়ক নিরাপত্তায় চালু হয়েছে রোড সেফটি অডিট; সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির অংশ হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ট্রাফিক সচেতনতা বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; সড়ক নিরাপত্তা বিধানে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিবহণ সেবার মানোন্নয়ন

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এরই মাঝে পরিবহণ সেবায় এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। ঘরে বসেই এসএমএস-এর মাধ্যমে এবং অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ সেবা পাচ্ছেন সেবাগ্রহীতাগণ। এর মধ্যে রয়েছে: ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ডকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষে উন্নীত করা হয়েছে; মাত্র একবার এসে পরীক্ষা দিয়ে ঘরে বসেই যোগ্য প্রার্থীরা পাচ্ছেন স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স; চালু করা হয়েছে ই-পেপার ড্রাইভিং লাইসেন্স; দেশের যে-কোনো স্থান হতে এখন দুই বছরের জন্য ফিটনেস সনদ গ্রহণ করা যাচ্ছে; প্রশিক্ষিত গাড়িচালক তৈরির সুযোগ সম্প্রসারণে ১৪৭টি ড্রাইভিং স্কুলকে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে; ব্লু-বুক-এর পরিবর্তে বায়োমেট্রিক্স নির্ভর স্মার্ট কার্ড রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি চালু হয়েছে; মোটরযানের যাবতীয় কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে জমা করার সুযোগ তৈরি হয়েছে; মোটরযানে ডিজিটাল নাম্বার প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ স্থাপন করা হচ্ছে।

শেষ কথা

মেগাপ্রকল্প, ফার্স্টট্র্যাক প্রকল্পসহ অসংখ্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রমাণ রেখে চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে অদম্য গতি, তা অব্যাহত রেখে উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক নেটওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অর্জনের ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে টেকসই, নিরাপদ ও উন্নয়নবান্ধব সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ সচেষ্ট এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মো. আবু নাছের: উপসচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেমন ছিল ২০২৩ সাল

এম এ খালেক

কালের পরিক্রমায় আরও একটি খ্রিষ্টীয় বছর আমরা পেরিয়ে এলাম। খ্রিষ্টীয় ২০২৩ সাল নানা কারণেই ছিল বিশেষভাবে স্মরণীয় একটি বছর। করোনা-উত্তর বিশ্ব অর্থনীতি যখন পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল, ঠিক সেই সময় শুরু হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এই দুটি দেশের মধ্যে সৃষ্ট অসম যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি নানাভাবে বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়ায়। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হয় অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যস্ফীতি। এই মূল্যস্ফীতির পেছনে উৎপাদন হ্রাসজনিত সংকট খুব একটা ভূমিকা পালন করেনি। বরং এই উচ্চ মূল্যস্ফীতির জন্য সাপ্লাই সাইড বিপর্যস্ত হওয়াটাকেই অর্থনীতিবিদগণ দায়ী করে থাকেন। কারণ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর বছরে বিশ্বব্যাপী খাদ্য পণ্যের উৎপাদন ছিল অনেকটাই স্বাভাবিক। ইউক্রেন ও রাশিয়া মিলিতভাবে বিশ্বের মোট দানাদার খাদ্যের ৩০ শতাংশ উৎপাদন করে থাকে। যুদ্ধ শুরুর বছর এই দুটি দেশে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল স্বাভাবিক। ইউক্রেন ৬ কোটি ৮০ লাখ টন দানাদার খাদ্য উৎপাদন করে। কিন্তু সেই খাদ্য তারা বাইরের দেশে রপ্তানি করতে পারেনি। উৎপাদিত খাদ্যের একটি বড়ো অংশই কৃষকরা মাঠ থেকে উত্তোলন করতে পারেনি। বন্দরে দিনের পর দিন ইউক্রেনের খাদ্যবাহী জাহাজ নোঙ্গর করে থাকে। পরবর্তীতে তুরস্কের মধ্যস্থতায় জাতিসংঘের উপস্থিতিতে রাশিয়া-ইউক্রেন খাদ্য রপ্তানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে ততদিনে আফ্রিকা এবং আরও কোনো কোনো অঞ্চলে খাদ্যাভাব চরম আকার ধারণ করে। একইসঙ্গে রাশিয়া জ্বালানি তেল উৎপাদন কমিয়ে দেয় এবং বিশেষ ক্ষেত্রে জ্বালানি তেল রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। অয়েল অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ (ওপেক) দেশগুলোও জ্বালানি তেলের উৎপাদন কমিয়ে মূল্যবৃদ্ধির পথে ধাবিত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

ইউক্রেন যুদ্ধের আগে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ৭০ থেকে ৭৫ মার্কিন ডলারে বিক্রি হচ্ছিল। সেই জ্বালানি তেলের মূল্য ১৩৯ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। জ্বালানি তেলের এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রভাবে বিশ্বের সর্বত্রই পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়, যা উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে উসকে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল অর্থনীতিতেও মূল্যস্ফীতি প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। এক পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত হয়, যা দেশটির বিগত ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি। বিশ্বের কোনো কোনো দেশে মূল্যস্ফীতি ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তুরস্ক, শ্রীলঙ্কা, আর্জেন্টিনা এসব দেশে মূল্যস্ফীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় কোনো দেশই অন্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারছে না। এক দেশে কোনো কিছু ঘটলে তার অনিবার্য প্রভাব অন্য দেশেও গিয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক বাজারে কোনো পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে তার প্রভাব খুব দ্রুতই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিও উচ্চ মূল্যস্ফীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক নানাভাবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি এখনও ডাবল ডিজিটের নীচে রয়েছে। গত কয়েক মাস ধরেই মূল্যস্ফীতি উত্থান-পতনের পর্যায়ে রয়েছে। গত অক্টোবর মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ। আর বিচ্ছিন্নভাবে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ। নভেম্বর মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি সামান্য কিছুটা কমেছে। সরকার মনে করে, বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে ২০২৪ সালের প্রথম কোয়ার্টার থেকেই মূল্যস্ফীতি কমে যৌক্তিক পর্যায়ে নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও মূল্যস্ফীতি চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। সরকার উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। সমস্যা এড়িয়ে যাবার পরিবর্তে স্বীকৃতি দিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের জন্য যে মেনিফেস্টো ঘোষণা করেছে তাতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ইস্যুটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংকট এবং স্থানীয় পর্যায়ে নানা সমস্যা সত্ত্বেও চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) তাদের সাম্প্রতিক এক প্রক্ষেপণে বলেছে, বাংলাদেশ চলতি অর্থবছরে ৬ দশমিক ২

শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে যে অবস্থা বিরাজ করছে তাকে ৬ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা খুবই আশাপ্রদ। উল্লেখ্য, এ বছর বিশ্ব অর্থনীতি ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রক্ষেপণ করেছে। সেখানে বাংলাদেশ যদি ৬ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে তাহলে অত্যন্ত উৎসাহব্যাঞ্জক। এই মুহূর্তে আমাদের মতো দেশের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন যতটা না গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দরিদ্র জনগণের খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা। সরকার সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। দরিদ্র মানুষের জন্য তুলনামূলক স্বল্পমূল্যে চাল, ডাল, ভোজ্য তেল ইত্যাদি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শহরে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিদিন বিভিন্ন স্থানে ট্রাকযোগে খাদ্য পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করছে। এতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

এসব সমস্যার পরও বাংলাদেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিদায়ি বছরের অর্থনৈতিক সাফল্য জানতে হলে আমাদের অতীতের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ শুধু একটি বছরের অবস্থা বিশ্লেষণ করে যে-কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হবে না। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যে অর্জন করেছে তা এক কথায় বলা যায় চমকপ্রদ। গরিব হিতৈষী, কৃষিবান্ধব, মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবান্ধব যে অর্থনীতি বাংলাদেশে চালু হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেটা ১৯৭৫-পরবর্তী সময়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। মাত্র ৯৩ মার্কিন ডলার মাথাপিছু আয় নিয়ে যে অর্থনীতি শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আমলে তা মাত্র সাড়ে তিন বছরেই প্রায় ২৬০ ডলারে উন্নীত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর বঙ্গবন্ধুর শারীরিক অনুপস্থিতির সময়ে দেশ আবারও পিছিয়ে যেতে থাকে। অর্থনীতি উল্টো পথে চলতে শুরু করে। মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় পরের বছরই (১৯৭৬) ১৩৮ মার্কিন ডলারে নেমে আসে। পরবর্তী বছরে তা আরও একটু কমে ১২৮ মার্কিন ডলারে নেমে আসে। দীর্ঘ ১৩টি বছর লেগেছিল আমাদের সেই আগের পর্যায়ে পৌঁছাতে। সেই সময় বাংলাদেশ খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল। সেই অগ্রগতি খুব একটা দৃশ্যমান ছিল না।

১৯৯০ সালের পর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আবার জেগে উঠতে শুরু করে। তবে সেটা পুরোপুরি জেগে ওঠা বলা যাবে না। ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হবার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিধৃত অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। সেই উন্নয়নের অংশ হিসেবে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে। সেই সময় মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় ছিল ৭০০ মার্কিন ডলারের মতো। এখন গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় প্রায় ২ হাজার ৮০০ মার্কিন ডলারে উপনীত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় পাকিস্তানের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণের মতো। অথচ ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় আমাদের চেয়ে বেশি ছিল। মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে আমরা ২০১৫ সালেই পাকিস্তানকে অতিক্রম করে এসেছি। এমনকি গত চার বছর ধরে বাংলাদেশের মানুষের গড় জাতীয় আয় ভারতের চেয়েও বেশি। মূলত দুটি কারণে এই বিস্ময়কর অর্জন সম্ভব হয়েছে। প্রথমত, কৃষি, রপ্তানি এবং জনশক্তি রপ্তানি খাত আমাদেরকে শক্তি জুগিয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজটি বঙ্গবন্ধুই প্রথম শুরু করেছিলেন।

গত ৫০ বছরে আমাদের দেশ শুধু মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় অর্জনের ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে তা নয়; একই সময়ে দেশের অর্থনীতির আকার এবং পরিধি বেড়েছে ব্যাপকভাবে। ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির সার্বিক আকার ছিল ৬ দশমিক ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেখান থেকে আজকে অর্থনীতির আকার ৪৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উপনীত হয়েছে। এটা অবশ্যই উৎসাহব্যাঞ্জক।

২০২৩ সাল মূলত সংকট উত্তরণের বছর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে উত্তরণের একটি লক্ষণীয় প্রচেষ্টা দৃশ্যমান হয় বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও স্থানীয় বাজারে তার প্রভাব এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের খাতগুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের স্ফীতি ক্রমশ কমতে শুরু করে। ২০২১ সালের এক পর্যায়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেই রিজার্ভের স্ফীতি কমে আসতে শুরু করে। আমদানি খাতে বেশি ব্যয়, রপ্তানি আয় প্রত্যাশা মোতাবেক বৃদ্ধি না পাওয়া এবং আহরিত রেমিটেন্স ব্যাংকিং চ্যানেলে আসা কমে যাবার কারণেই মূলত এই সংকটের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নানা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ আবারও ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। গত ৩০শে নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৫০২ কোটি মার্কিন ডলার। আর আইএমএফ'র শর্তানুযায়ী বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৯৪০ কোটি মার্কিন ডলার। ৭ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মোতাবেক রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ৪৬ কোটি মার্কিন ডলার। আর বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে রিজার্ভ ছিল ১ হাজার ৯১৩ কোটি মার্কিন ডলার। ১৪ই ডিসেম্বর রিজার্ভ ছিল যথাক্রমে ২ হাজার ৪৬২ কোটি মার্কিন ডলার ও ১ হাজার ৯১৬ কোটি মার্কিন ডলার। ২১শে ডিসেম্বর রিজার্ভ ছিল যথাক্রমে ২ হাজার ৬০৪ কোটি মার্কিন ডলার এবং ২ হাজার ৬৮ কোটি মার্কিন ডলার। ২৮শে ডিসেম্বর অর্থাৎ বছর শেষ হবার তিনদিন আগে রিজার্ভ ছিল যথাক্রমে ২ হাজার ৬৪ কোটি মার্কিন ডলার ও ২ হাজার ১৪৪ কোটি মার্কিন ডলার। অর্থাৎ কিছুটা ধীর গতিতে হলেও রিজার্ভ বাড়ছে। জাতীয় নির্বাচনের পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুরোদমে শুরু হলে রিজার্ভের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে বলে অর্থনীতিবিদগণ আশা করছেন।

রিজার্ভ কমে যাবার একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্স ব্যাংকিং চ্যানেলে আসা কমে যাওয়া। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রার যে বিনিময় হার পাওয়া যায় কার্ব মার্কেটের ব্যবসায়ীরা তার থেকে অন্তত ১০ থেকে ১২ টাকা বেশি দিচ্ছেন। স্থানীয় মুদ্রায় বেশি অর্থ পাবার প্রত্যাশায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনেকেই হুন্ডির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করছেন। মূলত এ কারণেই বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ কমে আসছিল। এই সমস্যা

সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের ওপর দেওয়া নগদ আর্থিক প্রণোদনার পরিমাণ দ্বিগুণ করেছে। আগে প্রবাসী আয়ের উপর আড়াই শতাংশ নগদ আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হতো। এখন তা ৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। আর্থিক প্রণোদনা বাড়ানোর পর প্রবাসীদের অর্থ প্রেরণের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রেমিটেন্স অর্জন সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি, বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রবাসী আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কারণ এই খাতের কোনো কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় না। ফলে অর্জিত অর্থের প্রায় পুরোটাই জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করছে। প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করা গেলে এই খাতের আয় আরও বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব। বৈধ পথে প্রবাসী আয় দেশে আনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক বাজারে নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ পণ্য রপ্তানি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে ১ হাজার ৮৮৪ কোটি মার্কিন ডলার। আগের বছর একই সময়ে এই খাতের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৮৩৩ কোটি মার্কিন ডলার। অর্থাৎ তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাস এবং আগের অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসের রপ্তানি চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয়েছে ৪৫৯ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। আগের বছর একই সময়ে রপ্তানি হয়েছিল ৩৯৮ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। আগস্ট মাসে রপ্তানি হয়েছে যথাক্রমে ৪৭৮ কোটি মার্কিন ডলার ও ৪৬১ কোটি মার্কিন ডলার। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৮০ শতাংশ। সেপ্টেম্বর মাসে রপ্তানি হয়েছে ৪৩১ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। আগের অর্থবছরের একই মাসে রপ্তানি হয়েছিল ৩৯০ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। অর্থাৎ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০ দশমিক ৪৭ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের অক্টোবর মাসে রপ্তানি করা হয় ৩৭৬ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। গত নভেম্বর মাসে রপ্তানি করা হয় ৪৭৮ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের স্ফীতি হ্রাস প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ঋণপত্র খোলার হার কমেছে ১৪ শতাংশ। এর মধ্যে ভোগ্য পণ্যে ২৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ, মূলধনী যন্ত্রপাতিতে ১৬ দশমিক ৯৮ শতাংশ, জ্বালানি ১৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ, মধ্যবর্তী পণ্যে ৭ দশমিক ৫২ শতাংশ, কাঁচামাল আমদানিতে ১১ দশমিক ৬২ শতাংশ এবং অন্যান্য খাতে ঋণপত্র খোলার হার কমেছে।

ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে বছরের শুরুতেই এক ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। মহল বিশেষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, দেশের ব্যাংকিং সেক্টর দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। সৃষ্ট গুজবের প্রেক্ষিতে আমানতকারীরা আতঙ্কিত হয়ে মাত্র দুই মাসের মধ্যে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকা উত্তোলন করে নেয়। ফলে কিছু কিছু ব্যাংক তারল্য সংকটে পতিত হয়। গত মে মাসে ব্যাংকের বাইরে থাকা টাকার পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৫৫ হাজার ৮২৯ কোটি টাকা। জুন মাসে ব্যাংকের বাইরে থাকা টাকার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ৯১ হাজার ৯১৩ কোটি টাকা। জুলাই মাসে ব্যাংকের বাইরে থাকা টাকার পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৬৬ হাজার ৩৫৪ কোটি টাকা। আগস্ট মাসে এটা ছিল ২ লাখ ৫৮ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর মাসে এটা ছিল ২ লাখ ৩৫ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা। অক্টোবর মাসে ব্যাংকের বাইরে থাকা টাকার পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৪৫ হাজার ৯৪৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা আবারও বাড়তে শুরু করেছে। আগামীতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

তৈরি পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবির প্রেক্ষিতে সরকার শ্রমিকদের মজুরি সাড়ে ৪ হাজার টাকা বাড়িয়েছে। ২০১৮ সালে তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ছিল ৮ হাজার টাকা। এখন তা ১২ হাজার ৫০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। তারপরও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মজুরির হার দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম। চীনে একজন তৈরি পোশাক শ্রমিকের মাসিক মজুরি হচ্ছে ৩০০ মার্কিন ডলার। ইন্দোনেশিয়ায় ২৪২ দশমিক ৯৪ মার্কিন ডলার। ভিয়েতনামে এটা ১৭০ দশমিক ৩৫ মার্কিন ডলার। ভারত ও কম্বোডিয়ায় এটা যথাক্রমে ১৭১ দশমিক ১৮ মার্কিন ডলার ও ২০০ মার্কিন ডলার। সেখানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শ্রমিকদের মাসিক মজুরি ১১৩ মার্কিন ডলার। শ্রমিকদের মজুরির হার তুলনামূলকভাবে কম হবার কারণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পেয়ে আসছে। তৈরি পোশাক রপ্তানি কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার একটি পরিসংখ্যানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ মোট ১৮৯ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছিল। ২০০৬, ২০১০ এবং ২০১৩ সালে যথাক্রমে ৮৯৩ কোটি মার্কিন ডলার, ১ হাজার ৪৮৫ কোটি মার্কিন ডলার এবং ২ হাজার ৩৫০ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করা হয়। ২০১৮ এবং ২০২৩ সালে বাংলাদেশ যথাক্রমে ৩ হাজার ২৯৩ কোটি মার্কিন ডলার ও ৪ হাজার ৫৭১ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ চীনকে অতিক্রম করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে ৪ হাজার ১১৪টি কারখানায় তৈরি পোশাক উৎপাদিত হচ্ছে। এতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৩০ লাখ ৩ হাজার ৫১৭ জন।

দেশে যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে তাতে ২০২৩ সালে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। মেট্রোরেল চালু হয়েছে। কর্ণফুলী বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধন করা হয়েছে। পদ্মা সেতু তো আগেই চালু হয়েছে। সব মিলিয়ে ২০২৩ সাল বাংলাদেশের জন্য একটি স্মরণীয় বছর হয়ে থাকবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এই ধারাবাহিকতা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে এটাই সবার কামনা।

এম এ খালেক: অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ও অর্থনীতি বিষয়ক লেখক, *mdkhaleque2023@gmail.com*

শেখ হাসিনার গৌরবগাথা

ড. শিল্পী ভদ্র

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ফলে মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠনের মাধ্যমে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করছে। আর শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন বিশ্বরাজনীতিতে। বিশ্বে শেখ হাসিনাই সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ক্ষমতাসীন নারী সরকারপ্রধান। এরই মধ্যে চার মেয়াদে ২০ বছর সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ৭ই জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২২২টি আসনে জয় লাভ করেছে। নির্বাচনে ঘোষিত ২৯৮ আসনের চূড়ান্ত বেসরকারি ফলাফল জানানো হয়। আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছে ২২২টি আসনে, জাতীয় পার্টি (জাপা) ১১টি আসনে এবং জাসদ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি একটি করে আসনে জয়ী হয়। আর ৬২টি আসনে জয়ী হয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।

দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডি ডব্লিউ-এর প্রধান সম্পাদক লেনেস পোহলকে দেওয়া এক বিস্তৃত সাক্ষাৎকারে তার কিছু প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে তাঁর সুপরিকল্পনার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন। সেখানে দেশের জনগণের বাক্‌স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, প্রত্যেকের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্কুল নির্মাণ, বাচ্চাদেরকে স্কুলে যেতে উৎসাহিত করার জন্য নানারকম পদক্ষেপ, সকলের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা, বিশেষত নারী শিশুদের জন্য ফ্রি শিক্ষাব্যবস্থা, কন্যাদের বাল্যবিবাহ রোধসহ জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সেন্টার খোলা প্রভৃতি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে জাতির উন্নত জীবনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। শেখ হাসিনা মনে করেন– খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা মানব জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজন। তাই তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, 'Good for the country, good for the people, good for the girl, good for the boys and human being ... that is my concern and of course I will do that.'

বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে লেনেস পোহলকে দেওয়া সেই সাক্ষাৎকার অনুযায়ী বাংলাদেশকে তিনি ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বাধীনে বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে বাস্তবিকভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপ দিতে এক এক করে এগিয়ে নিয়ে যেতে মানবসম্পদ উন্নয়ন, ইউনিয়ন পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ, আইসিটি বিষয়কে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। প্রতিবছর প্রায় ২০ লক্ষ তরুণ-তরুণী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে।

করোনাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সময়োচিত কাজগুলো ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সরকার সুফল প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পাহাড়ি বন এলাকায় ১০ হাজার ৯৩৪ হেক্টর, শালবন এলাকায় ৩ হাজার ৪২৪ দশমিক ৫০ হেক্টর, উপকূলীয় এলাকায় ৪ হাজার ৬১০ হেক্টর বনায়ন করা হয়। এছাড়া ১ হাজার ৪৯৬ কিলোমিটার স্ট্রিপ বনায়ন ও ৬১০ কিলোমিটার গোলপাতা বনায়ন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও গবেষণা ইনস্টিটিউটেরও পরিসর বৃদ্ধি করেন। তাঁর নির্দেশনায় মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির অনেক মাছ ফিরিয়ে আনে। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে রাজধানীর বেইলি রোডে জাতীয় মহিলা সংস্থায় বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা স্মৃতি জাদুঘর ও বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে জাতীয় মহিলা সংস্থায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবন, কর্ম ও আদর্শের ওপর বই, ছবি, ভিডিও ডকুমেন্টারি ও বিভিন্ন বিষয়ে সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা তৈরি হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ২০ হাজার টাকায় উন্নীত হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিতকরণে তাঁর সরকার

'শান্তিবৃক্ষ' পদক হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে চলেছে। শেখ হাসিনা সরকারের হাত ধরেই ডাকঘর ডিজিটাল রূপান্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। শেখ হাসিনা সরকার ঢাকা জিপিও'তে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রকাশিত ডাকটিকিট প্রদর্শনী করেন।

একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর ৩০ জন সদস্যকে সংবর্ধনা এবং সম্মাননা দেওয়া হয়। শেখ হাসিনা সরকারের আমলেই বাংলাদেশে ৬৫৪ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পান (*বণিক বার্তা*/জানুয়ারি ১৫, ২০১৪)।

সামাজিক উন্নয়ন, দুর্যোগ প্রস্তুতি মোকাবিলা, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অমূল্য অবদান বিশেষ করে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক আশ্রয় প্রদান এবং ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন জাতিসংঘ মহাসচিব।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাতেও শেখ হাসিনা সরকার একটি শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলাদেশ শেখ হাসিনা সরকারের হাত ধরে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নসহ সবগুলো সূচকে সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা শেখ হাসিনা সরকারের বড়ো আরেকটি অর্জন। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, কর্ণফুলী টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সবই হয়েছে শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের ফলস্বরূপ।

তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। করোনাভাইরাস বিস্তাররোধের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখার মাধ্যমে করোনা অতিমারির মধ্যেও বাংলাদেশ ৫ শতাংশের অধিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। এ সকল অর্জন সম্ভব হয়েছে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে। বাংলাদেশ সময়ের আগেই সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা ও রূপকল্প– ২০২১ বাস্তবায়ন করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে রূপকল্প– ২০৪১ বাস্তবায়নে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং কানাডার দু'জন প্রবাসী মি. রফিক এবং মি. সালামের অবদান অবিস্মরণীয়। ফলস্বরূপ ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে প্রস্তাবটি পাস হয়। পরের বছর অর্থাৎ ২০০০ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

উপরে লিখিত নানা কর্মকাণ্ড ছাড়াও শান্তি প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বিশ্বের বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠান শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন ডিগ্রি এবং পুরস্কার প্রদান করে যেমন- যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটি, ব্রিজপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয়, জাপানের ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়, স্কটল্যান্ডের অ্যাবারটে বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতের বিশ্বভারতী এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্রাসেলসের বিশ্ববিখ্যাত ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, রাশিয়ার পিপলস ফ্রেন্ডশিপ বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি অব পিটার্সবার্গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। এছাড়া ফ্রান্সের ডাওফি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিপ্লোমা প্রদান করে। সামাজিক

কর্মকাণ্ড, শান্তি ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য শেখ হাসিনাকে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা সম্মানিত করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সুদীর্ঘ ২৫ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো তাঁকে হুপে-বোয়ানি (Houphouet-Boigny) শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের রানডলপ ম্যাকন উইমেন্স কলেজ ২০০০ সালের ৯ই এপ্রিল মর্যাদাসূচক 'Pearl S. Buck '99' পুরস্কারে ভূষিত করে। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শেখ হাসিনাকে সম্মানজনক 'সেরেস' (CERES) মেডেল প্রদান করে। সর্বভারতীয় শান্তিসংঘ শেখ হাসিনাকে ১৯৯৮ সালে 'মাদার তেরেসা' পদক প্রদান করে। ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক রোটারি ফাউন্ডেশন তাঁকে Paul Haris ফেলোশিপ প্রদান করে। পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয় কংগ্রেস ১৯৯৭ সালে তাঁকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু স্মৃতি পদক প্রদান করে। আন্তর্জাতিক লায়ন্স ক্লাব কর্তৃক ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে তিনি 'Medal of Distinction' পদক ও ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে 'Head of State' পদক লাভ করেন। ২০০৯ সালে ভারতের ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অসামান্য ভূমিকা পালনের জন্য শেখ হাসিনাকে ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কারে ভূষিত করে। এছাড়া তিনি বৃটেনের গ্লোবাল ডাইভারসিটি পুরস্কার এবং ২ বার সাউথ সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০১৪ সালে ইউনেস্কো তাঁকে 'শান্তিবৃক্ষ' এবং ২০১৫ সালে উইমেন ইন পার্লামেন্টস গ্লোবাল ফোরাম নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তাঁকে রিজিওনাল লিডারশিপ পুরস্কার এবং গ্লোবাল সাউথ-সাউথ ডেভলপমেন্ট এক্সপো ২০১৪ ভিশনারি পুরস্কারে ভূষিত করে। বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে অব্যাহত সমর্থন, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে অবদানের জন্য আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সালে তাঁকে সম্মাননা সনদ প্রদান করে।

জাতিসংঘ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ এবং টেকসই উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে শেখ হাসিনাকে তাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ ২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত করে। এছাড়া টেকসই ডিজিটাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য International Telecommunication Union (ITU) শেখ হাসিনাকে 'ICTs in Sustainable Development Award 2015' প্রদান করে। নারী শিক্ষা ও উদ্যোক্তা তৈরিতে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ২৭শে এপ্রিল ২০১৮ 'Global Women's Leadership Award'-এ ভূষিত হন। ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন ২০১৯ সালে তাঁকে 'Lifetime Contribution for Women Empowerment Award' প্রদান করে। এসিডিএসএন কর্তৃক তিনি ২০২১ সালে 'এসডিজি অগ্রগতি, পুরস্কারে ভূষিত হন।

২০২১ সালের নভেম্বরে Cop-26 সম্মেলনের সময় বিবিসি শেখ হাসিনাকে 'The voice of the Vulnerable' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘ এবং কমনওয়েলথ-এ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কমনওয়েলথ ও এসডিজির ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্বের মূলধারায় নিয়ে আসতে তিনি শক্তিশালী নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: *শেখ মুজিব আমার পিতা*, *ওরা টোকাই কেন?*, *বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম*, *দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা*, *আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি*, *সামরিক বনাম গণতন্ত্র*, *সাদাকালো*, *সবুজ মাঠ পেরিয়ে*, *মুজিব বাংলার*, *বাংলা মুজিবের*, *Living in tears* , *The Quest for Vision-2021 (two volumes)*, *People and Democracy* ইত্যাদি (তথ্যসূত্র: Bangladesh National Portal, pmo.gov.bd/14th January 2024)।

এক সময়ের হতদরিদ্র বাংলাদেশ আজ এত সমৃদ্ধি অর্জন করেছে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়নের পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এজন্যই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের অর্থনীতিতে যে ভিত্তি রচনা করেছিলেন, সেই ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে নিয়ে গেছেন। এই ধারাবাহিকতাতে বাংলাদেশ খুব শীঘ্রই একটি উন্নত দেশে উন্নীত হবার দিন খুব বেশি দূরে নয়।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দলনেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, রাষ্ট্রদূত শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন যেমন জানাচ্ছেন, তেমনি তিনি আপামর জনগণ কর্তৃক হয়েছেন অভিনন্দিত। ফুলেল শুভেচ্ছায় হয়েছেন সিক্ত। ইতোমধ্যে তাঁর নেতৃত্বে আবার সরকার গঠিত হয়েছে। নবীন ও প্রবীণদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ। পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বকালে শেখ হাসিনা আবারও তাঁর নেতৃত্ব, ইচ্ছা, নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতায় বাংলাদেশকে নিয়ে যাবেন এক অনন্য উচ্চতায়– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করছি কায়মনোবাক্যে।

ড. শিল্পী ভদ্র: ফেলোশিপ গবেষক, লেখক, drshilpi.dipa@gmail.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার অ্যাওয়ার্ড হিসেবে ১ কোটি ৫ লাখ টাকা প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৩৫ জন শিক্ষার্থীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার অ্যাওয়ার্ড হিসেবে ১ কোটি ৫ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২৬শে ডিসেম্বর ২০২৩ প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার নির্বাচন ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান নির্দেশিকা ২০২২' অনুযায়ী দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত ১৬টি অধিক্ষেত্রের ২২ জন অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদেরকে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত সনদপত্র, ৩ লাখ টাকার চেক ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ২০২১ সাল থেকে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: সুব্রত বিশ্বাস

নীলকুঠির দেশে

ইয়াকুব আলী

মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টায় ঢাকা থেকে চুয়াডাঙ্গা পৌঁছলাম। রাত তখন সাড়ে আটটা। পদ্মা সেতু পার হয়ে ফরিদপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহের উপর দিয়ে শো শো ছুটে চলে গাড়ি। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াত সত্যিই এখন আরামদায়ক। ২১৫ কিলোমিটার নন-এসি বাস জার্নির পরও মনে হয়নি দীর্ঘপথ ভ্রমণ করেছি।

সার্কিট হাউসটি শহরের এক প্রান্তে চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা সড়কের পাশে। রাতে স্থানীয় কুইজিনের বাহারিত্ব প্রদর্শন করলেন অফিস সহকারী পারভীন, ছিল দেশি মুরগি, বড়ো টেংরা মাছ, সবজি ও ডাল। পরের দিন নাস্তায় পরোটার সাথে চিকেন চাপ এবং খেজুর রসের দুধচিতই। দুপুরে চুয়াডাঙ্গার বিখ্যাত ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট (কালো ছাগল) ও ইলিশ কারি। আমার দুই সফরসঙ্গীকে বিশ্রামে রেখে রাতেই বের হই শহর দেখব বলে। সঙ্গে চুয়াডাঙ্গার অফিসার রমজান আলী ও সিনে অপারেটর আকতার।

চুয়াডাঙ্গা একটি সীমান্ত শহর। রাত ৮টার পর দোকানপাট তেমন একটা খোলা থাকে না। রাস্তায় লোকজনও খুব একটা নেই। স্টেশন রোড ধরে সিটি সেন্টারের দিকে এগোলে ডানে পড়ে জেলার একমাত্র টিকে থাকা সিনেমা হল– 'নান্টুরাজ'। *ওরা ১১ জন* ছবিতে অভিনয় করা মুক্তিযোদ্ধা চলচ্চিত্র পরিচালক সিদ্দিক জামাল নান্টু হলটির মালিক। আকতার জানায়, পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর এ কদিন আগে সিনেমা দেখানো হয়েছে। সর্বশেষ শ্যাম ব্যানেগাল নির্মিত বায়োপিক *মুজিব: একটি জাতির রূপকার* দেখানো হয়েছে। পোস্টার ও ব্যানার ঝুলছে হলের সম্মুখ দেয়ালে। তবে এ মুহূর্তে কিছুই চলছে না। পাশে একই মালিকের চিৎকাত টাইপের আবাসিক হোটেল। রিসিপশনে টিমটিমে আলোর নীচে নিঃসঙ্গ বসে আছেন এক লোক গেস্টের আশায়। রমজান বললেন, বিজয় দিবসে আমরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের কর্মসূচি রেখেছিলাম। খোঁজ নিতে গেলে হলের লোকজন জানায়, আমরা তো রেডি হয়ে বসে আছি, দর্শক তো কেউ আসছে না। জানা গেল জেলার ১৪টি হলের ১৩টিই ভেঙে বানানো হয়েছে মার্কেট, গোডাউন, ক্লিনিক, ছাত্রাবাস, কিন্ডারগার্টেন স্কুল বা মাদ্রাসা।

শহরের রেলস্টেশনটি অনেক পুরাতন। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রথম রেললাইন চালু হয় ১৮৬২ সালে দর্শনা থেকে চুয়াডাঙ্গা হয়ে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত। সে হিসাবে চুয়াডাঙ্গা স্টেশনের বয়স ১৬১ বছর। ব্রিটিশ আমলের লাল রঙের ভবন সত্যিই ঐতিহ্য। ২৫ ইঞ্চি পুরু দেয়াল ও প্ল্যাটফর্মে লোহার মজবুত থামগুলো ব্রিটিশ কোয়ালিটির সাক্ষ্যই দেয়। আগের স্থাপনা ভেঙে নতুন করে স্টেশন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। খুলনা টু চিলাহাটি (নীলফামারী) রুটের ট্রেন চুয়াডাঙ্গায় থামে রাত দুটোয়। দেখলাম সে ট্রেনের কিছু যাত্রী অপেক্ষা করছেন। প্ল্যাটফর্মে পাতা রয়েছে কয়েকটি মাদুর। এগুলো ভাড়া দেওয়া হয় রাতে দীর্ঘসময় অপেক্ষাকারী যাত্রীদের নিকট।

চুয়াডাঙ্গা ছোটো শহর। কাঁচাবাজারের কথা জিজ্ঞেস করাতে আকতার জানায়, শীতের রাত। এসময় বাজার নেই। রাস্তা থেকে দূরে নীচু একটা এলাকা দেখানো হলো। সেটিই কাঁচাবাজার।

সামনে মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত নতুন ব্রিজ। খালের মতোই সরু নদী। তলায় পানি সামান্যই। তবে ব্রিজটি যথেষ্ট উঁচু। পুরান ব্রিজটি যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। তবে এখনও পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়ে যায়নি। পথচারী, রিক্সা ও সাইকেল চলাচল করে। নদীর নামে চুয়াডাঙ্গা থেকে একটি দৈনিক পত্রিকা বের হয়। মাথাভাঙ্গা নদী চুয়াডাঙ্গা শহরকে দুভাগ করেছে কি না জানতে চাইলে আকতার বলল, ওপারে সদর উপজেলার কেবল একটি ইউনিয়ন আছে। একসময় এখানে খেয়াঘাট ছিল। ব্রিজ হওয়ার সুফল পেয়েছে সে ইউনিয়নের লোকজন। গাড়ি আরো সামনে এগোয়। ড্রাইভারের আগ্রহে বঙ্গজ বিস্কুট অ্যান্ড ব্রেড ফ্যাক্টরি পর্যন্ত যেতে হয়। বঙ্গজের ২৮ রকমের বিস্কুট নাকি বিদেশে রপ্তানি হয়।

পরদিন সকালে তথ্য অফিসের গাড়ি নিয়ে বের হই। তিনগম্বুজ মসজিদটি শহরের কেন্দ্রস্থলেই। এটি প্রায় আড়াইশো বছরের পুরাতন। ২০১৪ সালে সংস্কার করা হয়েছে। শহরের গার্লস হাইস্কুলটিও অনেক প্রাচীন। ১১০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত।

আকতার বললেন, স্যার, এটি কবরী রোড। স্যুটিং করতে এসে নায়িকা কবরী ঐ বাড়িটিতে ছিলেন। চিত্রনায়িকা মরহুমা কবরী সারোয়ারের নামে রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালে *KLMNO* (মুক্তি ১৯৭২) ছবিটির স্যুটিং হয়েছিল চুয়াডাঙ্গায়। এদেশের মানুষের হৃদয়ে কবরীর স্থান।

শহরের রাস্তায় প্রার্থীদের বিস্তর পোস্টার দেখে মনে হলো নির্বাচন এখানে জমে উঠেছে। নৌকার একটি ঝটিকা মিছিলও যেতে দেখলাম শহরের এক জায়গায়। ডায়ামন্ড ওয়ার্লড-এর মালিক মারোয়ারি ব্যবসায়ী জনৈক আগরওয়াল স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন।

আলমডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গার একটি উপজেলা। পদ্মার ওপারে ডাঙ্গা দিয়ে অনেকগুলো নাম আছে– আলফাডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা, কার্পাসডাঙ্গা, মাখালডাঙ্গা; লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গে বালিডাঙ্গা, পলাশডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা, ভোলাডাঙ্গা, পায়রাডাঙ্গা, গোবরডাঙ্গা ইত্যাদি। চুয়াডাঙ্গা থেকে আলমডাঙ্গা যেতে ডানে পড়ে ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। জেলা শহরের এই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ বড়োসড়ো একটি ক্যাম্পাস দেখে ভালো লাগল।

– টিচার কোথায় পায় এই ধ্যাধধেড়া গোবিন্দপুরে?

– ইউজিসির নিয়ম অনুযায়ী নিজস্ব কিছু শিক্ষক থাকতে হয়। আর কুষ্টিয়া ইসলামী ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা তো, স্যার, আছেনই, জানালেন রমজান।

রাস্তার পাশে বাড়ন্ত ভুট্টার সবুজ মাঠ মনে দোলা দেয়। মাঝে মাঝে আম ও লিচুর বাগান, কার্পাস তুলার ক্ষেত, পেঁপে বা কলার ক্ষেত। আরও আছে পানের বরজ। সরিষা ক্ষেতেও চমৎকার ফুল ফুটেছে। ক্ষেতের মাঝে খেজুর বা অন্যান্য বড়োসড়ো গাছ। অনেকটা চা বাগানের মাঝে গাছের মতো।

সদর উপজেলা পার হয়ে আলমডাঙ্গায় প্রবেশ করেছে গাড়ি। হাতের ডানে চুয়াডাঙ্গা পিটিআই। জায়গাটি শহর থেকে অনেক দূরে। ভিন্ন উপজেলায়। মোড় ঘুরে হাতের বায়ে একটি প্রাচীন ভিটা দেখিয়ে আকতার বললেন, স্যার এ জায়গাটা 'প্রেমকানন' নামে পরিচিত। ছেলেমেয়েরা এখানে প্রেম করত। একটি মেয়ে আত্মহত্যাও করেছিল এখানে।

– কারা প্রেম করত? পিটিআইয়ের মেয়েরা? প্রাইমারি শিক্ষক মেয়েরা কাদের সঙ্গে প্রেম করত? জানতে চাই আকতারের কাছে।

– আগে তো চাকরি পাওয়ার আগেই এসএসসি পাস মেয়েরা পিটিআইতে ভর্তি হতে পারত, বলেন আকতার। পাকিস্তান আমলে এখানে নির্মিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি।

আমার কনফিউশন দূর করে রমজান বলেন, বিএড ট্রেনিং তো চাকরি পাওয়ার আগে অনেকেই করে থাকেন।

প্রাচীন ভিটা দেখে একটু থামি। 'সৎ মায়ের আশ্রম' সাইনবোর্ড টানানো আছে। পরিত্যক্ত ভিটার পাশে একটি স্মৃতিফলক। ১৯১৪ সালে (১৩২১) ৩০ বছর বয়সে মারা যাওয়া এক হিন্দু নারীর স্মৃতি সংরক্ষণ করা আছে ফলকে। পাশের বটগাছটি শরীরে-গতরে বেড়েছে অনেক।

আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনটি রাস্তা থেকে বেশ উঁচুতে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলে প্ল্যাটফর্ম। ১৬১ বছর আগে এভাবেই রাস্তা থেকে অনেক উঁচুতে নির্মাণ করা হয়েছিল। রেলস্টেশন পার হয়ে আরো মাইলখানেক এগোলে আলমডাঙ্গা বধ্যভূমি। শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভের আদলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে এখানে। তথ্যফলকে স্থানীয় কোনো কবির একটি কবিতায় আলমডাঙ্গার মাহাত্ম্য স্থান পেয়েছে। কবিতার বদলে বধ্যভূমি সংক্রান্ত তথ্য থাকলে বাইরে থেকে আসা ভ্রমণকারীরা ধারণা লাভ করতে পারতেন। বধ্যভূমির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের প্রধান খাল। খালের প্রস্থ ঐ এলাকার বিখ্যাত নদীগুলোর চেয়ে কম না, বরং বেশিই হবে। খালের উপরে ব্রডগেজ রেলসেতু। এখানে রাস্তার মোড়ে খালের জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে সুপরিসর ট্যুরিস্ট শেড। বসার ব্যবস্থা চমৎকার। লোকসমাগমের জন্য উত্তম আয়োজন।

বিকেলে দর্শনা ভ্রমণ। দর্শনার ওপারে ভারত। ভারতের গেদে সীমান্ত। দর্শনায় রেলের দুটো স্টেশন। একটি স্থানীয় যাত্রীদের। অন্যটি মৈত্রী এক্সপ্রেসের জন্য আন্তর্জাতিক রেলস্টেশন। ভারতের জলপাই রঙের একটি মালবাহী ট্রেন স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে দর্শনা রেলস্টেশনে। স্থানীয় স্টেশনটি আমরা ঘুরে দেখি।

কেরু কোম্পানির নাম অনেক শুনেছি। কেরু অ্যান্ড কোং এশিয়ার বৃহত্তম চিনিকল হিসেবে পরিচিত। মেহেরপুরের অফিসার মামুনের ব্যবস্থাপনায় সহজেই দর্শনাধিকার পাওয়া গেল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে একজন নিরাপত্তারক্ষী আমাদের মিলটি ঘুরিয়ে দেখান। চিনি বানানোর পুরো প্রক্রিয়াটি দেখা হলো। স্টিলের এক সিঁড়ি পার হয়ে কতটা দেখে আবার সিঁড়িতে ওঠা। আখের ক্ষেত থেকে লরিতে আনা আখের আটি মেশিনে তোলা হচ্ছে। আখ পরিষ্কার হচ্ছে। অন্য অংশে কেটে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে। মেশিনে চাপ দিয়ে রস বের করা হচ্ছে। জ্বাল দেওয়ার পর অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে সবশেষে মেশিন থেকে দানাদার চিনি বের হচ্ছে। মিল চালু থাকলে স্বউৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়েই চলে মেশিনগুলো। এটি বেশ ভারি একটি শিল্প বলেই মনে হলো। নিরাপত্তারক্ষী কাম গাইড জানালেন, এটি ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। বহু দূর-দূরান্ত থেকেও আখ আসে। কুষ্টিয়ার কোনো কোনো উপজেলা থেকেও নাকি আখ আসে এখানে। এক কেজি চিনি তৈরিতে এখন ব্যয় হয় প্রায় আড়াইশো টাকা। বিক্রি হয় ১৩০ টাকা কেজি দরে। জানালেন নিরাপত্তারক্ষী কাম আমাদের গাইড।

মিলগেটে চিনি কেনা-বেচার সুযোগ নেই। সিস্টেম মতো যায় গোডাউনে। চিনি বিক্রি হয় না। গোডাউনে গলে নষ্ট হয়। কয়েক বছর আগে এমন চিত্রই ছিল। আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও নৈতিকতার অভাব আছে। সরকারি পণ্য বাজারজাতকরণে এরা সর্বাত্মক অসহযোগিতা করে। সরকারি মিলের দেশি চিনির ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাজারের দোকানদাররা ক্রেতাদের জন্য এ চিনি রাখে না। তারা হালআমলের বড়ো বড়ো কর্পোরেটের আমদানি করা কেমিক্যাল চিনি বিক্রিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কর্পোরেট হাউসগুলোর মার্কেটিং পলিসিও ভয়াবহ আগ্রাসী। ভোজ্যতেলের মূল্য বাড়ানোর সময় এদের অপতৎপরতা চোখে পড়ে। সুগারমিলে আরো একটি জিনিস চোখে পড়ল: সিড়িসহ সর্বত্র অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা। এরকম একটি মিল কত না পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। অথচ ইচ্ছেমতো জুতা, স্যান্ডেল, স্লিপার পরে অবাধে ঢুকছে লোকজন। লোহার স্থাপনা রং করা হয় না কতকাল! ধুলা-ময়লা জমে নোংরা হয়ে আছে চারদিক।

কেরু অ্যান্ড কোম্পানি তথা চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের মালিকানাধীন দর্শনা ডিস্টিলারিতে প্রবেশে কিছুটা কড়াকড়ি

রয়েছে। এখানে লিকার প্রস্তুত করা হয়। আমাদের গাইড হিসেবে কাজ করল মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসের একজন কর্মচারী। সংক্ষেপে প্রক্রিয়াটি হলো: চিটাগুড়ের (গোখাদ্য) সঙ্গে সাদা রঙের ইউরিয়া সার, এসিড (সম্ভবত এসেটিক এসিড) ও ইস্ট মিশিয়ে মিশ্রণকে ৭২ ঘণ্টা পঁচানো (ফার্মেন্টেশন) হয়। এ মিশ্রণকে উত্তপ্ত করে তৈরি করা বাষ্পটিই স্পিরিট। স্পিরিট থেকে তৈরি হয় হুইস্কিসহ নানা রকম ওয়াইন। রং বার্নিশের স্পিরিট, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের স্পিরিটও এই স্পিরিটই। এক্সপোর্ট কোয়ালিটির মাল হয় কি না মামুনের এমন প্রশ্নে গাইড জানান, এখানকার উৎপাদিত ফরেন লিকার বিশ্বমানের। তবে দেশীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না বলে রপ্তানি করা যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত এখানে লিকার উৎপাদন হয় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে। এর মধ্যে দর্শনা ডিস্টিলারিতে অটোমেটিক মেশিন বসানো হয়েছে। তবে পূর্ণ সক্ষমতা নিয়ে কাজ করার মতো কাঁচামালই নাকি দেশে নেই। কেরু কোম্পানির নিজস্ব চিটাগুড় ছাড়াও অন্যান্য মিল থেকে চিটাগুড় কিনে আনা হয়। তারপরও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। হয়ত ভবিষ্যতে আমদানি করতে হবে। পেছন থেকে ফিসফিস করে রমজান বললেন, গত বছর এ কোম্পানি ৪০০ কোটি টাকা লাভ করেছে।

সর্বশেষ সেকশনে দেখলাম প্লাস্টিক বোতলে হুইস্কি ভরে ছিপি আটকানো হচ্ছে। ৪/৫ জন লোক কাজ করছে এখানে। এখানে মদের ঝাঝালো গন্ধ! পেছন থেকে রমজান বা অন্য কেউ বলে উঠল, ঘ্রাণং অর্ধং পানং। মদের কারখানা থেকে বের হয়ে ভালো মানুষটি সেজে মামুন বললেন, লিকারের গন্ধে তার পেট ব্যথা করছে!

দর্শনা-মুজিবনগর সড়ক ধরে এগিয়ে চলে গাড়ি। পেছনে দর্শনা। দর্শনা একটি পৌরসভা। দামুড়হুদা উপজেলার মধ্যে একমাত্র পৌরসভা দর্শনা। শুরুতে দামুড়হুদাই নাকি মহকুমা সদর হয়েছিল। পরে তা চুয়াডাঙ্গায় স্থানান্তরিত হয়।

মুজিবনগরগামী সড়কে মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর বেইলি ব্রিজের স্থলে নির্মিত হয়েছে 'গলাই দড়ি সেতু'। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেতুটি উদ্বোধন করেন। আরো সামনে গিয়ে রাস্তার ডানপাশে পড়ল বিশাল জলরাশি। এত বড়ো জলাশয় এ অঞ্চলে খুব একটা চোখে পড়েনি। এটি দামুড়হুদার রাইসা বিল। বর্ষাকালে নাকি এ বিলে কচুরিপানা ফুলের অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শকদের মন মাতায়।

আরো সামনে রাস্তার ডানে কাজী নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত 'আটচালা ঘর'। মাটির দেয়াল ও ছনের ছাউনির একটি বসত ঘর। এটি কার্পাসডাঙ্গার একটি গ্রাম। ১৯২৬ সালে কবি সপরিবার এই ঘরে দুই মাসেরও বেশি সময় অতিবাহিত করেন বলে তথ্যবোর্ড থেকে জানা যায়। ভিটার মালিক হর্ষপ্রিয় বিশ্বাস। তিনি খ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষক, স্বদেশী ও কংগ্রেস নেতা ছিলেন। তার উত্তরসূরির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। ২০২১ সালে সরকারি উদ্যোগে ঘরটির সংস্কার করা হয়েছে।

'তাল সারি' চুয়াডাঙ্গার একটি দর্শনীয় স্থান। মুজিবনগরগামী সড়কের বামপাশে ভেতরের দিকে চলে গেছে একটি রাস্তা। রাস্তার দুপাশে তালগাছের সারি। কোনো কোনো গাছ ১০০ মিটারের চেয়ে উঁচুই হবে। ফাঁকে ফাঁকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তালের নতুন চারা। তাল সারির ডিসি পার্কের রেস্টহাউসে চায়ের আয়োজন করেছিল মামুন। পিঁয়াজুর অর্ডার দেওয়া ছিল আগে থেকেই। একেকটি পিঁয়াজুর ওজন নাকি ৫ কেজি। কেটে বা ভেঙে বিক্রি করা হয়। পিঁয়াজু খেতে খেতে রেস্টহাউসের তত্ত্বাবধায়কের মুখ থেকে শোনা হলো তালসারি ও পার্কের গল্প: গ্রামের নাম নাটুদাহ। জমিদারের নাম শ্রী নফর পাল চৌধুরী। রাধারানী তার স্ত্রী। দেশবিভাগের পর সাড়ে নয় হাজার বিঘা জমি ফেলে ভারতে চলে যান। কিছু জমি স্থানীয়দের দান করেছেন বাকিটুকু দাঙ্গাবাজ পাবলিক নিজেদের নামেই রেকর্ড করেছে। ৪০০ বিঘা জমি পাকিস্তান সরকার হয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে আছে। সেখানেই তৈরি করা হয়েছে ডিসি ইকোপার্ক। জমিদারের স্ত্রীর অভিপ্রায়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ১৯০৯ সালে। কথা ছিল স্কুল ঘর হবে হাজার দুয়ারের। যদিও হাজার দরজার ভবন নির্মাণ শেষ হয়নি তারপরও স্কুলটি পরিচিতি পেয়েছে হাজার দুয়ারি স্কুল নামে। আমবাগান, পুকুর ও সুবিশাল মাঠসহ স্কুলের চৌহদ্দির জমির পরিমাণ ৯ একর ১২ শতক। সেটিই নাটুদাহ হাই স্কুল। জমিদার বাড়িতে নাকি পুকুর ছিল দুটো: একটি পাবলিকের জন্য, অন্যটি জমিদারের প্রাইভেট পুকুর। জমিদার বলে কথা। রেস্টহাউস থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি উঁচু তালগাছের মাথায় প্রায় পূর্ণবৃত্ত চাঁদ উঠেছে। পৌষের মরা চাঁদ।

কুড়ুলগাছি নামক স্থানে আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সমাধিক্ষেত্রটি 'আটকবর' নামে পরিচিত। স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে জায়গাটিকে সংরক্ষণ করা হয়েছে যথাযথ মর্যাদায়। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় বন্ধ। আটকবরের পাশেই খ্রিষ্টানদের একটি গির্জা। সেদিন ছিল বড়োদিন। আলোকসজ্জা করা হয়েছিল প্রচুর। কিছুদূর গিয়ে আরো একটি গির্জা। মেহেরপুরের অফিসার মামুন বললেন, মেহেরপুরে নন-মুসলিমদের মধ্যে খ্রিষ্টানরাই সংখ্যায় বেশি। আরও কতদূর গিয়ে দেখা মিলল একটি খ্রিষ্টান পল্লির। লোকজন জড়ো হয়েছে রাস্তার ডানপাশে একটি চার্চে। বড়োদিন উপলক্ষে একটা উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছিল এলাকায়।

মামুন বলে রেখেছিল নিপা ভাইরাসমুক্ত খেজুর রসের ব্যবস্থা করা হবে। সার্কিট হাউসে পৌঁছার পর পরিবেশিত হলো দুষ্প্রাপ্য সেই বস্তু। আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন আগে থেকেই সার্কিট হাউসে অবস্থানরত সহকর্মী শিবলি। গাছিকে আগেই অর্ডার করা ছিল নেট দিয়ে বেড়া দিয়ে রস সংগ্রহ করার জন্য। সন্ধ্যার রস সংগ্রহ করার জন্য লোক পাঠানো হয়েছিল গাছির কাছে। চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুরে প্রচুর খেজুর গাছ রয়েছে।

রাতের খাবার খেয়ে মামুনের সাথে বের হই সীমান্ত এলাকায় ঘোরাঘুরি করার জন্য। সবার জানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার বৈদ্যনাথতলায় ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল শপথ গ্রহণ করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার। আগে মেহেরপুর ছিল দুই উপজেলার জেলা: সদর ও গাঙনী। ২০০০ সালে মুজিবনগর নামে তৃতীয় উপজেলা গঠন করা হয়। এখানে বলে রাখা ভালো, আগে জানতাম মেহেরপুর দেশের সবচেয়ে ছোটো জেলা। এখন জানা যাচ্ছে আয়তনের দিক দিয়ে ছোটো জেলা নারায়ণগঞ্জ। দেশবিভাগের আগে কুষ্টিয়া (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর) ছিল নদীয়া জেলার একটি মহকুমা (সাব-ডিভিশন) মাত্র। নদীয়া জেলার বৃহত্তম শহর 'কৃষ্ণনগর' মেহেরপুরের কাছেই।

রাত তখন ১০টা। বাজিতপুর সীমান্তের পথে চলছি আমরা। রাস্তাটি খানাখন্দে ভরা। সারাদিনের প্রচুর খাওয়া-দাওয়ায় এমনিতেই হাঁসফাঁস করছিলাম। তার ওপর অমসৃণ রাস্তা। পথে বাড়িঘর কম। মাঝে মাঝে চায়ের দোকানগুলোতে নির্বাচনি আড্ডা চলছিল। কোথাও কোথাও লক্ষ করি মাঠে লোকজন জড়ো হয়েছে। একজন প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারের গাড়িও দেখলাম পার্ক করা আছে। মেহেরপুরে নির্বাচনি উত্তাপও পাওয়া গেল বেশ।

মামুনের আগ্রহে একাধিক পয়েন্টে অন্ধকারের সীমান্ত এলাকা দেখা হলো। কাঁটাতারের বেড়া আর বিএসএফের সার্চলাইটই চোখে পড়ল। সুনশান পরিবেশ। গরুচোর ভেবে বিএসএফ আমাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে বসে কি-না সে আশঙ্কাও ছিল। সীমান্ত এলাকা থেকে ফিরি ভিন্ন রাস্তায়। এ রাস্তাটি অবশ্য মসৃণ। রাতের শেষ চা খাওয়া হয় সরকারি কলেজ মোড়ে।

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গায় অনেকগুলো নীলকুঠি আছে। একটি হলো 'আমঝুপি নীলকুঠি'। সকালে শহর থেকে ১৫/২০ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাই আমঝুপিতে। ২৬শে মার্চ ১৯৭৯ সালে জেলা প্রশাসক স্থাপিত তথ্যবোর্ডের তথ্য মতে ইংরেজ আমলের সূচনাপর্বে বাংলার নির্যাতিত মানুষের নীল রং রক্তে গড়ে উঠে আমঝুপি নীলকুঠি। এখানে গড়ে তোলা হবে পর্যটনকেন্দ্র।

কাজলা নদীর তীরে আমঝুপি নীলকুঠির অবস্থান। ১৩ কক্ষের আয়তাকার একতলা ভবনে আছে শয়নকক্ষ, রেকর্ডরুম, জলসাঘর ইত্যাদি। এখানে ছিল মৃত্যুকূপ। অবাধ্য প্রজাদের নাকি মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করা হতো। শয়নকক্ষের মেঝে অতি পিচ্ছিল ও মসৃণ। এ কারণে সাপ ও পিঁপড়া চলাচল করতে পারে না। এই রুমটিকে স্নেইক প্রুফ রুম বলা হয়। শীতপ্রধান ইংল্যান্ডের নীলকর সাহেবদের বুদ্ধি ছিল বটে। ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ বাংলায় সাপখোপের হানা থেকে বাঁচতে কী ইনোভেটিভ আইডিয়া! ফায়ারপ্লেসও রয়েছে ভবনে। জলসাঘরের মেঝে পুরোটাই কাঠের। নীলকুঠির শয়নকক্ষের সঙ্গে নদীর ঘাট পর্যন্ত বিশাল সুড়ঙ্গ। প্রাণ রক্ষার্থে পলায়নেরও চমৎকার ব্যবস্থা! মূল ভবনের বাইরে আছে চিঠিবাহী পায়রাঘর। একটি পিলারের উপর কাঠের পাটাতন। তার উপর নির্মাণ করা হয়েছে এক-দেড় ফিট উচ্চতার চৌচালা। পায়রাঘরে আছে বেশ কয়েকটি কম্পার্টমেন্ট বা খোপ। একেক খোপে একেক গন্তব্যের পায়রার আবাসন। কোনোটার গন্তব্য হয়ত মুর্শিদাবাদ, কোনোটার কলকাতা কোনোটা বা অন্য কোনো গন্তব্য। প্রাচীনকালে পায়রা দিয়ে চিঠি পাঠানোর কথা প্রথম জেনেছিলাম ক্লাস থ্রিয়ের সমাজ বইয়ে। নীলকুঠিতে ডাক আদান-প্রদানের বিস্ময়কর এই ব্যবস্থা দেখে বিশ্বাস হলো! নদীতে দীর্ঘ পাকা ঘাট। ঘাটের একপাশে পুকুরপারের গোড়া বাঁকা তালগাছের মতো সুদীর্ঘ তিনটি নারকেল ও পাঁচটি খেজুর গাছ। একটির মাথা নেই। অন্যগুলো রসের জন্য কাটা হয়েছে। পর্যটনকেন্দ্রের অংশ হিসেবে কুঠিসংলগ্ন বিস্তর জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে আম্রকানন। আছে শতবর্ষী কয়েকটি রেইনট্রি কড়ই গাছ। সম্প্রতি একটি জাদুঘরও বানানো হয়েছে নীলকুঠিতে।

কুঠির বাইরে জীবন্ত নীল গাছ আছে। নীল গুল্মজাতীয় শিম পরিবারভুক্ত একটি উদ্ভিদ। উচ্চতায় চার-পাঁচ ফিটের মতো হয়। শাখা-প্রশাখা আছে। এ উদ্ভিদ পঁচিয়ে প্রাকৃতিক নীল রং তৈরি করা হতো। সাদা কাপড়ের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে ব্যবহৃত হয় এই নীল। গাছ কেটে বড়ো কড়াইয়ে পানিতে ১২ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখলে বের হয় সবুজ নির্যাস। নির্যাসকে অন্য পাত্রে ঢেলে কাঠি দিয়ে নাড়াচাড়া করলে নীল রঙের অদ্রাব্য তলানি নীচে জমা হয়। সেটিই নীল। ইংরেজ বেনিয়ারা এদেশের কৃষককে জোরজবরদস্তি করে ধানিজমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করত। জানা যায়, নদীয়া, যশোর, বগুড়া ও রংপুর জেলাকে নীলচাষের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। টিআই কেনি, ফার্গুসন, শেলি ক্রফোর্ড, স্টিফেনসন, সিম্পসন অত্যাচারী নীলকরদের কয়েকটি নাম। পরবর্তীতে নীলচাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ইংল্যান্ডে কৃত্রিম নীল উৎপাদন শুরু হলে ১৮৫৯-১৮৬০ সালে বাংলায় নীল চাষ বন্ধ হয়। নীল বিদ্রোহের অবিস্মরণীয় এক চরিত্র স্থানীয় জমিদারকন্যা প্যারী সুন্দরী (১৮০০-১৮৭০)। তিনি তার এলাকায় বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

নীল চাষ বন্ধ হলে আমঝুপি নীলকুঠি ভবনটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক পর্যায়ে হাতবদল হয়ে এই কুঠি মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানির কাচারিতে পরিণত হয়। ১৯৭৮ সালের ১৩ই মে খুলনা উন্নয়ন বোর্ডের 'আমঝুপি অধিবেশনে' আমঝুপিকে পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তরের প্রস্তাবটি পাস হয়।

যশোর ও নদীয়া জেলার মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া ইছামতী নদীর তীরে একটি নীলকুঠিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনজীবনের উত্থান-পতনের ইতিহাস চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত *ইছামতী* উপন্যাসে। অসাধারণ দক্ষতায় তিনি ছবি এঁকেছেন ১২৭০ বঙ্গাব্দের বাংলার। *পথের পাঁচালী*র কারণে বিভূতির এই অসাধারণ দলিলটি এ বঙ্গে অনেকটাই কম চর্চিত। *ইছামতি*তে দেখা যায়, ইংরেজ সাহেবরা স্থানীয়দের যত না শোষণ করেছে, তার চেয়ে বেশি নির্যাতন করেছে তাদের এদেশীয় নায়েব, গোমস্তা ও এজেন্টরা। নীলকুঠির নায়েব রাজারাম রায় নীলকরদের দালালদের প্রতিনিধি। সত্যিই বাংলার মাটি মীরজাফরদের ঘাঁটি। বাঙালি সংকর জাতি বলেই কি না এমন হয়েছে!

গাঙনীতে মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের অনুষ্ঠান ছিল: এসো মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনি। গাঙনীর পথে লক্ষ করি রাস্তার পাশে প্রায় প্রতিটি বাড়িই ইটের তৈরি। যদিও প্লাস্টার করা হয়নি। বাড়িঘর দেখে মেহেরপুরের মানুষদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বেশ মনে হলো। পথে মাঝে মাঝে আম বা কার্পাস তুলার বাগান। এ সময়ের মন মাতানো সর্ষে ছাড়াও মাঠে কলা, পেঁপে বা শীতকালীন সবজির ক্ষেত: আলু, ফুলকপি, লালশাক, শিম, লাউ ইত্যাদি। ধান কেটে নেওয়ার পর ধানিজমিগুলো বিশ্রামে রয়েছে। পাশেই বীজতলা। পরবর্তী ফসলের প্রস্তুতি চলছে। এদিক-ওদিক উদ্দাম চরে বেড়াচ্ছে ছাগল– বিখ্যাত ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট।

অনুষ্ঠানের ভেন্যু সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের হল রুম। আমাদের অনুষ্ঠান শেষে কুইজ প্রতিযোগিতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের বক্তৃতা আমাদের চমৎকৃত করল। ফলাফলের বিবেচনায় গাঙনী উপজেলার এ প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কৃত হয়ে আসছে। সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত স্কুলটি শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। আমাদের অনুষ্ঠান শেষে প্রিন্সিপাল আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন তার প্রতিষ্ঠান। এখানে সন্ধানী নামেই একটি নার্সিং ইনস্টিটিউটও স্থাপন করা হয়েছে। জনৈক জাপান প্রবাসী সন্ধানীর প্রতিষ্ঠাতা।

গাঙনীর ভাটপাড়া নীলকুঠিটির ধ্বংসাবশেষ দেখা হলো। কাজলা নদীর তীরে নীলকুঠির বিস্তৃত জমিতে ডিসি ইকোপার্ক করা হয়েছে। জায়গাটি সুন্দর। নদীতে বড়শি পেতেছে দুই লোক। খালি হাতে মাছ ধরতে নেমেছে দুই কিশোর। ছোটোবেলার কথা মনে পড়ল।

পদ্মা সেতুর বিকল্প রাস্তাটি এখন কেমন তা দেখার ইচ্ছে থেকেই আরিচা রুটের বাসে উঠি। দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া ফেরিঘাটে এখন আর পরিবহণ জট নেই।

ইয়াকুব আলী: পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় ৮ই জানুয়ারি ২০২৪ গণভবনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পর্যবেক্ষকদল অভিনন্দন জানান– পিআইডি

সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ঐকমত্য সরকারের নবযাত্রা

কাজী শাম্মীনাজ আলম

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের ৫২ বছরে অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পরপর চারবার এবং এ পর্যন্ত মোট পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অভূতপূর্ব গৌরব অর্জন করেছেন তিনি।

বাংলাদেশের সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয় পেয়ে টানা চতুর্থ মেয়াদের সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ। ৭ই জানুয়ারি দেশব্যাপী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৯৮টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়েছে ২২২টি আসনে, জাতীয় পার্টি ১১ আসনে এবং জাসদ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি একটি করে আসনে জয়ী হয়েছে। আর ৬২টি আসনে জয়ী হয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। একটি আসনের প্রার্থী মারা যাওয়ায় সেই আসনে নির্বাচন স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন। ফলে ২৯৯টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে ময়মনসিংহ–৩ আসনের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে।

১০ই জানুয়ারি সংসদ সদস্য হিসেবে প্রথমে শপথ গ্রহণ করেন বর্তমান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। এরপর তিনি শেখ হাসিনাসহ অন্য সংসদ সদস্যদের একসাথে শপথ বাক্য পাঠ করান। জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্র হিসেবে বিজয়ীরা শপথ নিয়েছেন। সংসদ নেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই নিয়ে পঞ্চমবারের মতো সংসদ নেতা হয়েছেন তিনি। একাদশ সংসদের মতো এবারও মতিয়া চৌধুরীকে সংসদের উপনেতা হিসেবে নির্বাচন করেছেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা। সেই সাথে দ্বাদশ সংসদের চিফ হুইপ নুর-ই-আলম চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৩৭ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৫ জন মন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী। বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর রুল-৩ (আইভি) অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণের মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগের দায়িত্ব বণ্টন করেছেন। সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এক ঝাঁক নবীন-প্রবীণ মন্ত্রী নিয়ে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় পূর্ণ উদ্যমে যাত্রা শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার তাঁর অধীনে রেখেছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। সর্বশেষ মন্ত্রিসভায় তাঁর অধীনে ছিল ৪টি মন্ত্রণালয় ও দুটি বিভাগ। সেগুলো হলো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

নতুন মন্ত্রিসভায় নবনিযুক্ত মন্ত্রী– আ ক ম মোজাম্মেল হক (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়), ওবায়দুল কাদের (সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়), আবুল হাসান মাহমুদ আলী (অর্থ মন্ত্রণালয়), আনিসুল হক (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়), নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন (শিল্প মন্ত্রণালয়), আসাদুজ্জামান খান (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), মো. তাজুল ইসলাম (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়), মুহাম্মদ ফারুক খান (বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়), ড. হাছান মাহমুদ (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), ডা. দীপু মনি (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়), সাধন চন্দ্র মজুমদার (খাদ্য মন্ত্রণালয়), আব্দুস সালাম (পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়), মো. ফরিদুল হক খান (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়), র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী (গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়), নারায়ণ চন্দ্র চন্দ (ভূমি মন্ত্রণালয়), জাহাঙ্গীর কবির নানক (বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়), মো. আব্দুর রহমান (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়), মো. আব্দুস শহীদ (কৃষি মন্ত্রণালয়), স্থপতি ইয়াফেস ওসমান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়), ডা. সামন্ত লাল সেন (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়), মো. জিল্লুল হাকিম (রেলপথ মন্ত্রণালয়), ফরহাদ হোসেন (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়), নাজমুল হাসান (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), সাবের হোসেন চৌধুরী (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) এবং মহিবুল হাসান চৌধুরী (শিক্ষা মন্ত্রণালয়)।

প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন নসরুল হামিদ (বিদ্যুৎ বিভাগ), খালিদ মাহমুদ চৌধুরী (নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়), জুনাইদ আহমেদ পলক (ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়), জাহিদ ফারুক (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়), বেগম সিমিন হোমেন রিমি (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়), কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়), মো. মহিববুর রহমান (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়), মোহাম্মদ আলী আরাফাত (তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়), শফিকুর রহমান চৌধুরী (প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়), বেগম রুমানা আলী (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) এবং আহসানুল ইসলাম টিটু (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ঢাকায় ১১ই জানুয়ারি ২০২৪ বঙ্গভবনের দরবার হলে নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শপথবাক্য পাঠ করান– পিআইডি

নতুন মন্ত্রিসভায় পুরোনোদের মধ্যে ৩০ জন সদস্য বাদ পড়েছেন। নতুন ১৪ জন প্রথমবারের মতো মন্ত্রিসভায় যুক্ত হয়েছেন। মন্ত্রিসভায় পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে নতুন মুখ মুহাম্মদ ফারুক খান, আবুল হাসান মাহমুদ আলী, সাবের হোসেন চৌধুরী, মো. আব্দুস শহীদ, র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, মো. আব্দুর রহমান, নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এবং আব্দুস সালাম, মহিবুল হাসান চৌধুরী, ফরহাদ হোসেন, ফরিদুল হক খান, জিল্লুল হাকিম, জাহাঙ্গীর কবির নানক, নাজমুল হাসান এবং ডা. সামন্ত লাল সেন।

এদের মধ্যে মুহাম্মদ ফারুক খান আগে বাণিজ্যমন্ত্রী এবং আবুল হাসান মাহমুদ আলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাহাঙ্গীর কবির নানক স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নাজমুল হাসান বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমান মন্ত্রিসভার আইনমন্ত্রী আনিসুল হক টানা তিনবার একই মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। বিদায়ী মন্ত্রিসভার জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এবং শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এবার পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

নতুন মন্ত্রিসভায় টেকনোক্রেট মন্ত্রী হিসেবে আগের মন্ত্রিসভার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমানের সাথে এবার নতুন যোগ হয়েছেন ডা. সামন্ত লাল সেন। তিনি শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে নতুন মুখ মোহাম্মদ আলী আরাফাত, আহসানুল ইসলাম টিটু, সিমিন হোসেন রিমি, কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, মহিববুর রহমান, শফিকুর রহমান চৌধুরী, রুমানা আলী দায়িত্ব পেয়েছেন। এই সাতজনই প্রথমবারের মতো মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন।

এই মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪ জন নারী স্থান পেয়েছেন। তারা হলেন– ডা. দীপু মনি, বেগম সিমিন হোসেন রিমি ও রুমানা আলী। তাদের মধ্যে নতুন মুখ বেগম সিমিন হোসেন রিমি ও রুমানা আলী। নতুন মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ঠাঁই পেয়েছেন এই দুইজন। পূর্ণ মন্ত্রীর তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা তার আগেও ছিল। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে চাঁদপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। সেবার শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভার বাংলাদেশের প্রথম মহিলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান।

বিদায়ি মন্ত্রিসভার বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল, কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এবং পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানের এবার কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাননি। এছাড়াও বাদ পড়েছেন বর্তমান পাট ও বস্ত্র মন্ত্রী গাজী গোলাম দস্তগীর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, বন ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈ সিং, রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ১১ই জানুয়ারি ২০২৪ ঢাকায় বঙ্গভবনের দরবার হলে নবনিযুক্ত মন্ত্রীদেরকে শপথবাক্য পাঠ করান– পিআইডি

বিদায়ি মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম বাদ পড়েছেন।

এছাড়া এবারের নির্বাচনে ৩ জন প্রতিমন্ত্রী দলীয় মনোনয়ন পাননি। তারা হলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, শ্রম প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন।

নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৬ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫ জন উপদেষ্টা আগেও ছিলেন। এবার নতুন করে উপদেষ্টা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। তাকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন করে নিয়োগ পাওয়া পুরোনো পাঁচ উপদেষ্টার মধ্যে মসিউর রহমান অর্থনৈতিক বিষয়ক, গওহর রিজভী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক, তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক, সালমান ফজলুর রহমান বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ এবং মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। তারা আগের সরকারেও একই দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। সজীব ওয়াজেদ জয়কে তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিনকে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় 'অ্যাম্বাসেডর-অ্যাট লার্জ' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আগেও তিনি এই পদে ছিলেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন ৩০শে জানুয়ারি। রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আহমেদ সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এই অধিবেশন আহ্বান করেন। ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হবে। অধিবেশনের শুরুতে একাদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। স্পিকার ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবার পর রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আহমেদ তাদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন।

দেশি-বিদেশি অনেক প্রতিকূল পরিবেশ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টানা চতুর্থবার সরকার গঠনের সাফল্য অর্জন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার প্রতি জনগণের অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা এই সাফল্যের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। নির্বাচনে বিজয়ের পরে ভারত, চীন, রাশিয়াসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশ শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে শেখ হাসিনা সরকারের উপর। নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে বর্তমান সরকারকে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন নতুন মন্ত্রিসভাকে অনেক দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। নতুন-পুরাতন, অভিজ্ঞ, দক্ষ ও যোগ্য ৩৬ জন সদস্য চলমান অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখে বাঙালির আস্থা ও ভরসার জায়গাকে আরও পোক্ত করবেন– শান্তি ও স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের এটাই প্রত্যাশা ঐকমত্য সরকারের কাছে।

কাজী শাম্মীনাজ আলম : সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ, ডিএফপি

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

বৈচিত্র্যময় শীতকাল

শামস্ নূর

কী যে অপরূপ, কী যে বিচিত্র, কী যে মনোহর আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলাদেশ– বিচিত্র তার প্রকৃতির অপরূপ রূপের সমারোহ। এখানে স্রষ্টার ঋতুরঙ্গশালায় প্রতিনিয়ত চলছে প্রকৃতির বিচিত্র রূপের পসরা। পৃথিবীর ঋতু বৈচিত্র্যের স্বর্গভূমির প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের যেন তুলনা মেলা ভার। এক-একটি ঋতুর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার রূপমঞ্চের পট পরিবর্তন আমাদের নয়ন-মন মুগ্ধ করে। বিভিন্ন ঋতুর এমন বৈচিত্র্য পৃথিবীর অন্য দেশে বিরল। এ দেশের মানুষের ওপর সেই ঋতুর বৈচিত্র্যে প্রভাবও কম নয়। বিভিন্ন ঋতু যে ঐশ্বর্য সম্পদ, যে রূপ-বৈভব নিয়ে আসে এ দেশের মানুষের ওপর তার প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের মধুর ও সুন্দর প্রকৃতি এ দেশের মানুষকে ভাবুক করেছে, করেছে সাধক। সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উর্বর ভূমি হিসেবেই যেন রূপ লাভ করেছে।

বাংলার রূপ বৈচিত্র্যের অনেকখানি জায়গাজুড়ে শীতের অবস্থান। শীতকাল অন্যসব ঋতু থেকে আলাদা গুরুত্ব পেয়ে থাকে। শীত বাঙালির প্রিয় ঋতু। হেমন্তের সোনালি ডানায় ভর করে হিমেল হাওয়া সাথে নিয়ে কুয়াশার চাদর জড়িয়ে আসে শীতকাল। যে-কোনো ঋতুই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মহিমাময়। এসব কিছুর পরেও মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে শীত যেন বিশেষ আদরের, দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে প্রাপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল হলুদ পাতার ঝরা খামে চিঠি আসে শীতের। হিমশীতল বাতাসে উত্তরের পথ ধরে ঘন কুয়াশার উত্তরীয় গায়ে প্রকৃতিতে শীতের আগমন। পিঠা-পুলি আর খেজুর রসের মিষ্টি গন্ধে বাংলার ঘরে ঘরে শীত বরণ হয়।

ঋতু পরিক্রমায় শীত আসে দুর্দান্ত কর্মশক্তি নিয়ে। সারা বছরের পরিপূর্ণ খাদ্যভাণ্ডার নিয়ে বিচিত্র পুষ্পশোভিত বেশভূষা নিয়ে, স্বাস্থ্যের আনন্দ ও প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে। শীতের দেশের শীত ঋতুর মতো এ দেশের শীত রিক্ত নিষ্প্রাণ নিরাভরণ নয়। এ দেশে শীতকালে আমাদের কর্মশক্তি বাড়িয়ে তোলে। গ্রামের চাষিরা দৃঢ় হাতে শস্য তোলে, শ্রমিকেরা কলকারখানায় বলিষ্ঠ হাতে পণ্য উৎপাদন বাড়িয়ে তোলে। শীত আমাদের পরম সুখের ও উপভোগের আরাম ও আনন্দের এক ঋতু।

শীত বাংলা সনের পঞ্চম ঋতু। সাধারণত পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীতকাল। একে একে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তকে বিদায় দিয়ে ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ে নিস্তেজ প্রকৃতিতে শীতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, প্রকৃতির এমন নিষ্প্রাণ আবহাওয়া তারই প্রমাণ দেয়। এই শীতে প্রকৃতিকে কুয়াশার চাদরে মুড়ে মুখ গোমরা করে আছে পুরো অঞ্চল। এই সময়ে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্য থেকে দূরে সরে যায় বলে সূর্যের তাপ আমাদের দেশে কমে যায়। আমাদের দিন ছোটো আর রাত অনেক বড়ো হয়। প্রকৃতির এমন আবহাওয়ায় ঘর থেকে বেরোতে একেবারেই মন চায় না। তারপরও সবকিছু উপেক্ষা করে ঘর থেকে বেরোতে হয় কাজের উদ্দেশ্যে। সকালবেলা অনেক সময় কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে, শিশির তৃণগুল্ম সব ভিজে থাকে। এসময় পাকা আমন ধান কাটা হয়, মাঠে রবিশস্যও থাকে, কৃষকরা মহানন্দে শস্য কাটতে মাঠে ব্যস্ত সময় পার করেন।

পৌষ-মাঘ এই দুই মাস শীতকাল হলেও শীতের আমেজ শুরু হয়ে যায় হেমন্তের অর্থাৎ অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি সময়ে। শীতের সকালের রূপ অন্যসব ঋতু থেকে অনেক আলাদা। হেমন্তের আমেজ শেষ হতে না হতেই প্রকৃতিতে 'শীতের বুড়ি' এসে হাজির। কুয়াশায় ঢেকে যায় নির্জন বন-মাঠ আর নদীর কূল। উত্তর দিগন্তে হিমালয়ের বরফচূড়া থেকে ছড়িয়ে পড়ে হিমশীতল নিশ্বাস। প্রকৃতি কেমন যেন জড়োসরো হয়ে যায় শীতে। বিবর্ণ হলুদ পাতারা চুপিসারে খসে পড়ে পথের ধুলোয়। শীতের দীর্ঘ রাতে কুয়াশার আবরণ গায়ে মেখে সুবহে সাদিকে ভেসে আসে আজানের ধ্বনি। গাছে গাছে তখন পাখিদের মুখরিত কলকাকলিতে ঘুম ভাঙে মানুষের। বাংলার শীতের সকাল সত্যিই অনেক বৈচিত্র্যময়। গাছিরা খেজুরের রস কাঁধে সারিবদ্ধভাবে হেঁটে চলে পল্লির গাঁয়ে। পুবাকাশে কুয়াশা ঢাকা ম্লান রোদে

উঠোনে পাটি বিছিয়ে ছেলেমেয়েরা কাঁচা রসে চুমুক দিয়ে শীতের আনন্দে ভাগ বসায়। বাড়ির আঙিনায় মাচার ওপর, খড়ের চালে শিশিরভেজা শিম, বরবটি, লাউ আর কুমড়ার গাছগুলো অপরূপ দেখায় শীতের সকালে। মাঠভরা সরিষার হলুদ ফুল মন কেড়ে নেয় প্রতিটি বাঙালির। মটরশুঁটি আর সবুজ ঘাসের ডগায় ঝুলে থাকে শিশিরবিন্দু। কুয়াশার ঘন জাল সরিয়ে মিষ্টি রোদের সূর্য নতুন মাত্রা যোগ করে শীতের সকালে।

চারদিকে কুয়াশার বিস্তীর্ণ চাদর, গ্রামবাংলায় শীতের কুয়াশার দৃশ্য আশ্চর্যজনক দেখায়। ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায় সারা গ্রাম। কোথাও কিছু দেখার উপায় নেই ঘরবাড়ি গ্রাম, জলাশয়, বাঁশঝাড় এবং বিশাল প্রান্তরজুড়ে কুয়াশা আর কুয়াশা। গাছের পাতা থেকে ঝরে পড়া কুয়াশার শব্দ মনকে বিমোহিত করে। শিশিরের ক্ষীণ শব্দ পেছনে ফেলে মন ছুটে তেপান্তরের কলাই ফুলের মাঠে। মাঠে মাঠে কাটা ধানের নাড়ায় জমে থাকে কুয়াশা। খেজুর গাছের মাথায় ঝুলে থাকা মিষ্টি রসের হাঁড়িটি শীতের সকালকে করে তোলে কল্পনার রাজ্যের স্বর্গপুরীর মতো। যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির শেষ আঁচড় এটি। সকালের প্রথম রোদে জ্বলন্ত উনুনের পাশে বসে গরম ধোঁয়া ওঠা ভাপা পিঠা আর খেজুরের রস শীতের সকালকে এনে দেয় এক অন্য রকম মাত্রা। গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে তখন নতুন ধানের চালে তৈরি হচ্ছে সুস্বাদু সব শীতের পিঠা। অফুরন্ত অবসর তাই গ্রামবাংলার প্রকৃতিতে শীত যেন এক অকৃপণ দাতা। হিমশীতল স্পর্শে কাঁপিয়ে দেয় বাংলার গ্রাম। তখন দলবেঁধে আগুন জ্বালিয়ে তাপ নেওয়া বা সকালের রোদ গায়ে মেখে দুপুর গড়িয়ে দেওয়া যেন গ্রামবাংলার ঐতিহ্য।

তীব্র শীতে বয়োজ্যেষ্ঠদের এবং দরিদ্র মানুষদের খুব কষ্ট হয়। জীবজন্তু ও পশুপাখিরাও প্রচণ্ড শীতে মুষড়ে পড়ে। প্রকৃতির মাঝেও যেন শীতের কাঁপন লাগে। গাছপালা যেন পাতাহীন হয়ে পড়ে। শস্যহীন শুষ্ক মাঠে খাঁ খাঁ শূন্যতা বিরাজ করে। তাই বলে শীতকে রিক্তশূন্য ঋতু বলা যাবে না। শীত ত্যাগী, শীত দাতা শীত যেন তার উদার হাতে আমাদের দিয়েই চলে।

শীত আসে নানান ধরনের টাটকা শাকসবজি নিয়ে। এসময় শাকসবজিতে বাজার ভরপুর থাকে। শীতকালে কুয়াশা পড়ে শাকসবজি যেন আরও সতেজ হয়ে ওঠে। এসবের মাঝে রয়েছে শিম, মূলা, গাজর, সরিষা, শসা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাকসহ আরও অনেক ধরনের সবজি। আমাদের খাদ্যভাণ্ডার পূর্ণ করে সে তার শস্যক্ষেত্র রিক্ত করে দেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে তার সবজি ও ফলের বাগান আর ফুলের বাগান প্রাচুর্যের সঙ্গে যাবতীয় উৎকৃষ্ট শাকসবজি ও তরিতরকারির বাজার ভরিয়ে তোলে। ধনী-দরিদ্র বলা যায় সর্বস্তরের মানুষ এই সময় পেটপুরে খেয়ে তৃপ্তি পায়। পৌষ-পার্বণের পিঠা আর গুড়ের মিষ্টি গন্ধ চারদিকে ভরিয়ে তোলে।

পিঠা পার্বণের ঋতু হিসেবে বিশেষ খ্যাতি রয়েছে শীতকালের। শীতের সকাল যেন পিঠা তৈরির আদর্শ সময়। গ্রামবাংলার বধূরা তাই শীত উপেক্ষা করে ব্যস্ত হয়ে পড়ে পিঠা তৈরিতে। শীতের পিঠার মধ্যে আগেই আসে ভাপা পিঠার নাম। এছাড়াও আরও অনেক সুস্বাদু পিঠা তৈরি হয় শীতের সকালে। যেমন: চিতই, দুধ চিতই, দুধ পুলি, ক্ষীর পিঠা, পাটিসাপটা, নকশি পিঠা, পাকন পিঠাসহ আরও কত কত পিঠা!

শহরের রাস্তার দুই পাশে তাকালেই দেখা মেলে ধোয়া ওঠা শীতের সেরা চিতই পিঠা ও ভাপা পিঠা। এসব পিঠা দেখে কার না খেতে ইচ্ছে করে। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরেই এখন চলছে পিঠা-পুলির উৎসব। এসব পিঠা-পুলির মধ্যে রয়েছে— দুধপুলি, পাটিসাপটা, দুধ চিতই আরও নাম না জানা হরেক রকমের পিঠা।

গাছিরা ব্যস্ত খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধতে এমন দৃশ্য আগের মতো আর সচরাচর চোখে পড়ে না। তবে বাংলাদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে এখনও গাছিরা খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধে এবং খেজুরের রস বিক্রি করেই চলে তাদের ছোট্ট সংসার।

শহরের শীতের সকাল অন্যরকম। এখানে সকালের মিষ্টি আলো ফোটার আগেই ঘুম ভাঙে নগরবাসীর। গ্রামের মতো শীতের এত তীব্রতা নেই শহরে। তবে ফুটপাত, বস্তি, বাসস্ট্যান্ড এবং রেলস্টেশনের খোলা জায়গায় ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকা দুঃখী মানুষের জড়োসড়ো দৃশ্য শীতের রেশ জানান দিয়ে যায় কিছুটা হলেও। এদের কেউবা আবার ছেঁড়া কাগজ জ্বেলে আগুন পোহায়। শীতকালের বাহারি পোশাক শহরের শীতকে ভিন্নতা দান করে। নাগরিক ব্যস্ততা নিয়ে ঘুম থেকে উঠেই কর্মস্থলে ছুটে যায় শহরের মানুষ। গ্রামের মতো শহরেও দেখা যায় সকাল-বিকাল শপিং কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে চিতই, ভাপা পিঠা তৈরিতে ব্যস্ত কিছু ক্ষুদে ব্যবসায়ী। পল্লিগাঁয়ের মতো শহরেও শীতকালে অতিথি পাখিদের আগমন ঘটে। রাজধানীর অদূরে বিভিন্ন লেকে অগণিত অতিথি পাখির কিচিরমিচির শব্দে মুখরিত এলাকা। শহরবাসী পরিবার-পরিজন নিয়ে পাখি দেখতে বেরিয়ে পড়ে লেকের ধারে। গ্রামের শীতের আমেজ চাইলেও ইট-পাথরের শহরে পাওয়া যায় না। তাই শীতের পিঠা খেতে শহরের অনেকেই চলে যান নিজ গ্রামে। শহরের কর্মময় জীবন আর বিশাল অট্টালিকার আড়ালে হারিয়ে যায় শীতের সকালের সোনালি মিষ্টি রোদ। তবুও শীত আসে শহরের নাগরিক ব্যস্ততার মাঝে। শহরের বিপণিবিতানগুলোর বিচিত্র কেক-বিস্কুটের মনোলোভা ঘ্রাণে আমাদের মাঝে বিপুল রসনা যেন জেগে ওঠে। ভোজনরসিক এ দেশের মানুষদের কাছে শীতের দিনগুলো বড়োই লোভনীয়।

ফুলের অপরূপ শোভা যারা দেখতে চান তবে শীতকালে বাগানে চলে যান। কমলা, হলদে ও টকটকে লালবর্ণের গাঁদা, রক্ত বর্ণাঢ্য গোলাপ, নানা রঙের বহুবিচিত্র চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া ও অন্যান্য মৌসুমি ফুলে ভরে ওঠে। এই সময় নগর জীবনে সংগীত উৎসব, অভিনয়ের আয়োজন, সাহিত্য-শিল্প প্রদর্শনী ও সম্মেলন, বিভিন্ন ক্রীড়া আয়োজন ইত্যাদি অনুষ্ঠান সারা শীতজুড়ে মানুষকে আনন্দ দান করে। শীত ঋতু ভ্রমণকারীদের জন্য উৎকৃষ্ট সময়, দলে দলে ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষ গরম জামাকাপড় পরে থাকে।

বেশির ভাগ লোকের কাছে প্রিয় ঋতু হলো শীত ঋতু। শীত আসে আমাদের প্রকৃতিকে বদলে দিতে। নতুন করে প্রকৃতিকে সাজিয়ে দেওয়ার পূর্বপ্রস্তুতি হলো শীত। শীতের রিক্ততা পুরনো পাতা ঝরিয়ে দিলেই নতুন পাতা নিয়ে আসে ঋতুরাজ বসন্ত। তারপরেই চলে যায় শীত। এমন আনন্দমুখর প্রকৃতির অপেক্ষায় বছর গড়ায় একের পর এক। নানান সাজে সাজা শীতের এমনই ভালোলাগার সকাল উঁকি দেয়। প্রতিবছরই হেমন্তের পালাবদলে উদাসী কুয়াশার চাদর গায়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সর্ষে আর কলাই ক্ষেত মাড়িয়ে শীত আসে বাংলার বুকে। উৎসব আর আনন্দে বরণ করা হয় শীতকালকে।

শামস্ নূর: প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক

ভেজাল, নকল নিম্নমানের ভোগ্যপণ্যের বিরুদ্ধে চাই সম্মিলিত উদ্যোগ

ফারিহা হোসেন

বেশি লাভের আশায় একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী নকল ও ভেজাল পণ্য উৎপাদন, বাজারজাত, সরবরাহ ও বিক্রি করছে। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এসব ভোগ্যপণ্য বিশেষ করে নকল ও ভেজাল পণ্যের বিস্তৃতি রাজধানী থেকে শুরু করে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় এসব নকল ও ভেজাল পণ্য। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহলের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে এসব নকল ও ভেজাল পণ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হলেও কার্যত কারণ কিছু সময়ের পরে ফের শুরু হয় এসব ভেজাল ও নকল পণ্যের বেসাতি। এসব ভেজাল ও নকল পণ্যের ব্যবহার বাড়ায় জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পতিত হচ্ছে। এমন উদ্বেগের কথা জানালেন জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিদগণ। তাদের অভিমত, ভোগ্যপণ্য নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের হওয়ায় মানুষের রোগব্যাধি বাড়ছে, বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকিও।

এক সময় হাতেগোনা কয়েকটি পণ্য নকল হতো কিংবা অবৈধভাবে বাজারে আসত। কিন্তু এখন নকলের তালিকায় যোগ হচ্ছে নিত্যনতুন পণ্য। এর আগে বিভিন্ন অভিযানে প্রসাধনী, ওষুধ, পানীয়সহ কিছু পণ্যের নকল ধরা পড়ত। এখন খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত অধিকাংশ নকল পণ্য বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে। এদিকে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার অভিযানের কারণে অসাধু ব্যবসায়ীরা নকল পণ্য উৎপাদনের জায়গা বদল করছে। জেলা পর্যায়ে ছোটো কারখানায় ছড়িয়ে পড়ছে। পণ্য বিক্রিতে অপরাধীরা পাইকারি বড়ো বাজারকে টার্গেট করছে। এছাড়া অনলাইনে নকল পণ্য বিক্রির অপতৎপরতা বেড়েছে।

যেসব পণ্য বেশি নকল হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো কসমেটিকস বা প্রসাধনী। জীবন রক্ষাকারী ওষুধও নকল হচ্ছে। মোবাইল হ্যান্ডসেট, অন্যান্য ইলেকট্রনিকস পণ্য ও বৈদ্যুতিক তারের মতো পণ্য হরহামেশাই নকল হচ্ছে। নকল হচ্ছে সরকারের রেভিনিউ স্ট্যাম্প। সিগারেটের ট্যাক্স-স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল নকল ও পুনর্ব্যবহার করে সরকারকে বড়ো অঙ্কের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। সরকারি দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নকল পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত ঠেকানো না গেলে তা অর্থনীতিকে আরও ক্ষতির মুখে ফেলবে, একই সাথে বাড়বে স্বাস্থ্যঝুঁকিও। এজন্য নকল পণ্য উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি এই অবৈধ কাজে যুক্ত অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত ও দৃশ্যমান করতে হবে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, এখন নকল পণ্যের তালিকা বেশ বড়ো। তালিকায় যুক্ত হয়েছে চিকিৎসা সরঞ্জাম, মশার কয়েল, টাইলস, সিরামিকসহ নানা পণ্য। চা, চিপস, চকলেট, চানাচুর, নুডলস, বেভারেজ, ঘি, বাটার অয়েল, সস ও মধু নকল হচ্ছে। নকলের তালিকায় নতুন পণ্য যুক্ত হওয়ায় স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বেড়েছে। প্রধান খাদ্যপণ্য চালের প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডের মোড়ক নকল করে নিম্নমানের চাল বাজারে ছাড়ছে একটি চক্র। নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা জানান, আগে অভিযানে রাজধানীর পুরান ঢাকাকেন্দ্রিক নকল পণ্য তৈরির কারখানা ধরা পড়লেও এখন ঢাকার আশপাশসহ সারা দেশে কারখানা সরিয়ে নিচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, শ্যামপুর, বাড্ডা, সাভার, গাজীপুর, সাতক্ষীরা, নেত্রকোণা ও রাজশাহী বিভিন্ন জেলায় নকল পণ্য উৎপাদনের কারখানার সন্ধান পাওয়া গেছে।

কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান বলেন, খাদ্যপণ্য নকল হওয়া জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। নকল ও ভেজাল রোধ করতে বাণিজ্য, শিল্প, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ সব মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আর শুধু রমজান ঘিরে তৎপর না হয়ে বছরব্যাপী উৎপাদন থেকে বাজার পর্যায়ে অভিযান জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি ভোক্তাদের আরও সচেতন হতে হবে।

সবচেয়ে দুঃখজনক তথ্য হচ্ছে, মানুষ রোগ থেকে পরিত্রাণে ওষুধ সেবন করে। কিন্তু ভেজাল, নকল, নিম্নমানের ওষুধ সেবনে মানুষ রোগ থেকে পরিত্রাণের পরিবর্তে অকালে, অসময়ে মৃত্যুবরণ করছে। রাজধানীসহ সারা দেশের বাজারে ওষুধের দোকানে জালের মতো বিস্তার করে রেখেছে এসব নকল, ভেজাল, নিম্নমানের ওষুধ। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কঠোর নজরদারি এবং জনসচেতনতাই পারে এই আগ্রাসন থেকে মানুষ ও মানুষের জীবন রক্ষা করতে।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএসএফএ), জাতীয় ভোক্তা

নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নকল প্রতিরোধে ভোক্তাদের আরও সচেতন হতে হবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

বিএসটিআইয়ের অভিমত, উৎপাদন ও বাজার পর্যায়ে নকল পণ্য বন্ধে বিএসটিআই নিজস্ব নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে অভিযান জোরদার করা হয়েছে। তবে অনলাইনে নকল পণ্য বিক্রি রোধে ভোক্তাদের আরও সচেতন হতে হবে। বিএসটিআইর হটলাইনে নকল ও ভেজাল পণ্যের বিষয়ে অভিযোগ দেওয়ার আহ্বান জানালে ভোক্তারা সচেতন হলে নকল রোধ করা সহজ হবে। নকল পণ্য বন্ধে বিএসটিআই কিউআর কোড ও বার কোডে বিএসটিআই'র লোগো সংযুক্ত করার বিষয়ে কাজ করছে। এটি বাস্তবায়ন হলে ভোক্তারা যাচাই করে পণ্য কিনতে পারবেন।

অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (ডিএনসিআরপি), র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), পুলিশসহ বিভিন্ন সংস্থার অভিযানে নতুন নানা ধরনের নকল পণ্য ধরা পড়ছে। ভোক্তারাও নকল পণ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিচ্ছেন। এমনকি বিভিন্ন ব্র্যান্ড নকল বন্ধে পদক্ষেপ নিতে আবেদন করছে।

সম্প্রতি বংশালের আবুল হাসনাত রোডে ও খিলগাঁওয়ের দুটি কারখানায় অভিযান চালায় বিএসটিআই ও র‍্যাব। দুই ব্যক্তির কারখানায় নকল নারিকেল তেল তৈরির প্রমাণ পায়। নামিদামি ব্র্যান্ডের মধ্যে বহুজাতিক কোম্পানি ম্যারিকোর প্যারাসুট ব্র্যান্ড ছাড়াও কুমারিকা, ডাবর আমলা, কিউটসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নকল নারিকেল তেল জব্দ করা হয়। প্রতিষ্ঠান দুটিকে ছয় লাখ টাকা জরিমানা এবং কারখানা সিলগালা করা হয়। সম্প্রতি বাজারে নকল নুডলস আসার কথা জানান বিক্রেতারা। এক দোকানি বলেন, প্রত্যেক ব্র্যান্ডের নুডলস পরিবেশকদের মাধ্যমে দোকানে আসে। সম্প্রতি পরিবেশকদের বাইরে অনেকেই নিয়ে আসছেন। সম্প্রতি বসুন্ধরা ও কোকোলা এ দুই ব্র্যান্ডের নুডলস মিরপুরের আনসার ক্যাম্পের পাশে ফুটপাতে ভ্যানে মোড়কের গায়ের লেখা খুচরা দরের চেয়ে অর্ধেক দরে বিক্রি হতে দেখা যায়। নুডলস নকল হওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ দিয়েছে কোকোলা নুডলস কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানটি নকল পণ্য তৈরি বন্ধে অধিদপ্তরকে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। এক বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অভিযানে গুডনাইট, এসিআইসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মশার কয়েল, নকল মোবাইল হ্যান্ডসেট ও ইলেকট্রনিকস পণ্য, তার, নানা ইলেকট্রিক্যাল পণ্য, স্যানিটারি পণ্যসহ বিভিন্ন নকল পণ্য তৈরির প্রমাণ পেয়েছে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে, খাদ্যপণ্য নকল করার প্রবণতা রোধে নিয়মিত অভিযান চলাসহ মনিটরিং আরও জোরদার করা হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সারা দেশের বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ করছে। নমুনা পরীক্ষার পরে যাচাই করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া রমজানে বাজারে খাদ্যপণ্যের বেচাকেনা বেড়ে যায়। এ সুযোগে যাতে নকল পণ্য বিক্রি বেড়ে না যায়, তার জন্য

ফারিহা হোসেন: কলাম লেখক এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট বিভাগের শিক্ষার্থী

বাংলাদেশের ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত হলো অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা প্রোফাইলে

অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা প্রোফাইলে নতুন আরও ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে ইতিপূর্বে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যুক্ত হলো। ফলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রবেশাধিকারসহ গবেষণা ও শিক্ষা আদান-প্রদান সহজ হবে। এতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থার উন্নয়ন হবে। ২৮শে ডিসেম্বর সংবাদ মাধ্যম থেকে এ তথ্য জানা যায়।

অন্তর্ভুক্ত ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৫টি সরকারি ও ১৩টি বেসরকারি। এগুলো হলো– খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব চিটাগাং, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ ও ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: আরাফ হোসেন

পারিবারিক বন্ধন হোক সুদৃঢ়

সুস্মিতা চৌধুরী

মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরিবার একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। একথাও বলা যায় যে, মানব সভ্যতা গড়েই উঠেছে পরিবারের ওপর ভিত্তি করে। মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য এখানেই। মানুষ পরিবার প্রথা লালন করে থাকে। অন্যান্য প্রাণী তা করে না। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন ইত্যাদি পরিচয় নেই। মানুষও একসময় অন্যান্য প্রাণীর মতো বনজঙ্গলে বাস করত। পরিবার প্রথা অবলম্বনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বনজঙ্গল ছেড়ে সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। নিজের আত্মরক্ষার জন্য পরিবেশ গড়ে তুলেছে। নির্মাণ করেছে বাসগৃহ। এভাবে দশজনের বাসগৃহ মিলে তৈরি হয়েছে একটি পাড়া। মানুষের সব ভাবনাই তার পরিবার নিয়ে। পরিবারই হয়ে ওঠে তার আপন ঠিকানা। শেষ জীবনের আশ্রয়স্থল। বৃদ্ধকালে একজন বাবা-মা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পরিবারের অন্য সদস্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাই বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও সংস্কৃতিতে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

সংস্কৃতি, কর্মপরিধি, দায়দায়িত্ব এবং আচার-আচরণ ভেদে পরিবারের রূপ ভিন্ন হয়। নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কির মতে, 'পরিবার হলো একটি গোষ্ঠী বা সংগঠন আর বিবাহ হলো সন্তান উৎপাদন ও পালনের একটি চুক্তি মাত্র'। সামনার ও কেলারের মতে, 'পরিবার হলো ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন, যা কমপক্ষে দুই পুরুষকাল পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে'। এ সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায়, বিবাহ প্রথার আগেও সমাজে পরিবারের সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ এ সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার আগে থেকেই মানুষ দলবদ্ধ জীবনযাপন করত, যা পারিবারিক জীবনযাপনের স্বাক্ষর বহন করে।

প্রত্যেক বাসগৃহের অধিকার রক্ষার জন্য সামাজিক নিয়মকানুন তৈরি করা হয়, যা সকলে মেনে চলার অঙ্গীকার করে। এতে করে কেউ কারো বাসগৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে না। আর এভবে সৃষ্টি হয় সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার আইনকানুন। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দিন দিন পৃথিবীকে সুন্দর থেকে সুন্দরতম করে সাজিয়ে তুলেছে মানুষ। ঘরোয়া জীবনকে আরও সুন্দর, মোহনীয় এবং সহজ করার জন্য মানুষ শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির চর্চা শুরু করে। পরিবার হয়ে ওঠে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় একটি বন্ধন। পরিবার গঠনের মাধ্যমেই মানুষ প্রথমবারের মতো বুঝতে পারে যে, তার সামনে রয়েছে সভ্যতা ও সমষ্টিগত ভবিষ্যৎ নির্মাণের মহান লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষ এক মহৎ প্রাণী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পরিবার একটি প্রতিষ্ঠান। পরিবারই একজন মানুষের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। এখান থেকেই ভবিষ্যৎ জীবনের পথ চলার নির্দেশনা পায়। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও সুদৃঢ় বন্ধনের মাধ্যমে পরিবারের একজন মানুষ সমাজের সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করে থাকে। তাই পরিবার নিয়ে মানুষের স্বপ্নের শেষ নেই। একজন

তবে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সংস্কৃতির পরিবারের ভূমিকা ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈচিত্র্যপূর্ণ নানামুখী ধারা, যে কারণে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে এর গঠন ও অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে।

পরিবারের মৌলিক কাজ অনেক। একদিকে জৈবিক অপরদিকে মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাদান ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব শিশুর সামাজিকীকরণ এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ। ভবিষ্যৎ শিশুর মনোজগৎ প্রস্তুত হয় পরিবারে। পরিবারের প্রথা ও রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে এক একটি শিশুর জীবন পদ্ধতি গড়ে ওঠে। তাই পরিবারের বন্ধন যতই সুদৃঢ় হয় ততই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিকশিত হয়।

তবে সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে পরিবারের কাঠামো। শিল্পবিপ্লবের পরে পরিবারের ধরন ও ভূমিকা পাল্টাতে থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ ব্যক্তিকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক পরিবার বা যৌথ পরিবার ব্যবস্থা থেকে একক ব্যবস্থা গঠিত হয়।

পরিবার দুই প্রকার। যথা: একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। একক পরিবার বলতে বোঝায় বাবা-মা, ভাই-বোনকে নিয়ে যে পরিবার তাকে। আর যৌথ পরিবার বলতে বোঝায় বাবা-মা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, দাদা-দাদি আরও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন নিয়ে যে পরিবার তাকে। সময়ের দাবির তাগিদে বা প্রয়োজনে একক পরিবারের সৃষ্টি। তবে একক পরিবারের চাইতে যৌথ পরিবারের সুবিধা অনেক। যেমন: যৌথ পরিবারের শিশুদের সহমর্মিতা, পারিবারিক আদান-প্রদান, সহযোগিতা, ধৈর্য্যশক্তি বেশি থাকে। তাই একজন শিশুর বেড়ে ওঠার পেছনে যৌথ পরিবারের শিক্ষা বেশি কাজে লাগে।

পরিবার সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত আছে, 'তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও একতা অর্জন করার মাধ্যমে সৌভাগ্য পরিপূর্ণতা লাভ করে। শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ তৈরি হবে। তরুণসমাজ বেড়ে উঠবে এক মর্যাদাবান ঘরে– যা ভালোবাসার দ্বারা পরিপূর্ণ। পারস্পরিক বুঝাপড়ার দ্বারা সমৃদ্ধি... মাতৃত্বের সহানুভূতিশীলতা ও পিতৃত্বের করুণার মাঝে তারা অবস্থান করে। রক্ষা পাবে দ্বন্দ্বসংঘাত ও বিতর্কের শোরগোল এবং একে অন্যের সাথে বাড়াবাড়ি থেকে। যাতে করে সেখানে থাকবে না কোনো প্রকার অনৈক্য, মতবিরোধ ও দুর্ব্যবহার'।

তাই পরিবারের সকল সদস্যের সাথে সদ্ভাব গড়ে তোলা, সাংসারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, মিথ্যা না বলা, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, নির্দিষ্ট সময়ে ঘরে ফেরা, নিজের কাজ নিজে সম্পন্ন করা এবং মানবিক মূল্যবোধগুলোর চর্চার মাধ্যম অন্তরকে বিকশিত করা উচিত। পারিবারিক বন্ধন হচ্ছে প্রথমত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমঝোতা, সহমর্মিতা এবং শ্রদ্ধাবোধ। পরিবার হচ্ছে একজন মানুষের শান্তির আশ্রয়কেন্দ্র। পাখি যেমন সারাদিন পরে নীড়ে ফেরে, তেমনি মানুষও সারাদিন পর ঘরে ফিরে। এই ফেরা ভালোবাসা ও স্নেহ মমতার আকর্ষণে। এর বিচ্যুতি ঘটলেই বিপর্যয় নেমে আসে।

তাই পারিবারিকভাবে ছেলে ও মেয়েকে স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রশ্নে বৈষম্যহীনভাবে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত হওয়ার সার্বিক সুযোগ করে দিতে হবে। ছেলে ও মেয়ে উভয়ে যাতে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠে সে ব্যাপারে পরিবারের প্রধান হিসেবে বাবা ও মাকে খেয়াল রাখতে হবে। অতি শাসন বা অতি প্রশ্রয় দুটোই সন্তানের জন্য ক্ষতিকর। শাসনে-স্নেহে তাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সে আদর্শ মানুষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে বড়ো হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে মাকেই পারিবারিক মূল্যবোধের আঙ্গিকে পারিবারিক জীবন দর্শন ও লক্ষ্য কাঠামো রচনা করতে হবে।

পরিবারকে একটি রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয়। সেক্ষেত্রে পরিবারগুলোর বন্ধন বা পরিবার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা বর্তমান বিশ্বে খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিবেকবান মানুষ বা যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সমাজ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। পরিবারগুলো মানুষের স্নেহ-ভালোবাসার চাহিদাসহ অন্য অনেক চাহিদাও মেটায়। তাই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সমাজের সার্বিক কল্যাণে ভালোবাসা ও স্নেহ, শ্রদ্ধা ও সমঝোতার মাধ্যমে পরিবারকে একটি সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রয়োজন পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে তুলে শিশুকে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে বড়ো হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

সুস্মিতা চৌধুরী: প্রাবন্ধিক

জাতিসংঘের তিন সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হলেন রাষ্ট্রদূত মুহিত

২০২৪ বছরে বাংলাদেশের সফল বহুপাক্ষিক কূটনীতির পাল্লায় যুক্ত হলো আরেকটি গৌরবময় অর্জন। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৪ সালের জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)/ জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)/ জাতিসংঘ প্রকল্প সেবাসমূহের কার্যালয় (ইউএনওপিএস)-এর নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ১০ই জানুয়ারি জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কলম্বিয়া, জার্মানি, রোমানিয়া এবং ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রদূতগণ সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে এই তিনটি সংস্থার সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট রয়েছে। ইউএনডিপি মূলত দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে সদস্য দেশগুলোকে সহায়তা করে থাকে। ইউএনএফপিএ কাজ করে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে। আর শান্তি, উন্নয়ন ও মানবিক বিষয়াবলির প্রকল্প সংক্রান্ত চূড়ান্ত কাজগুলো সম্পাদন করে ইউএনওপিএস। সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ সংস্থাগুলোর এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুযোগ পাবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ বোর্ডের অন্যান্য সদস্য এবং এই তিনটি সংস্থার নেতৃত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। বিশ্বব্যাপী তাদের কার্যক্রমে কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

স্বাগত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মুহিত তাকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য নির্বাহী বোর্ডের সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বিশ্বব্যাপী জনগণের ক্ষমতায়নে এবং তাদের উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য অবদানের জন্য এই সংস্থাগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের পর থেকে রাষ্ট্রদূত মুহিত জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের সভাপতি, ইউএন উইমেন-এর নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি এবং ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, ইউএনওপিএস-এর সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রতিবেদন: সাবিত্রী রানী

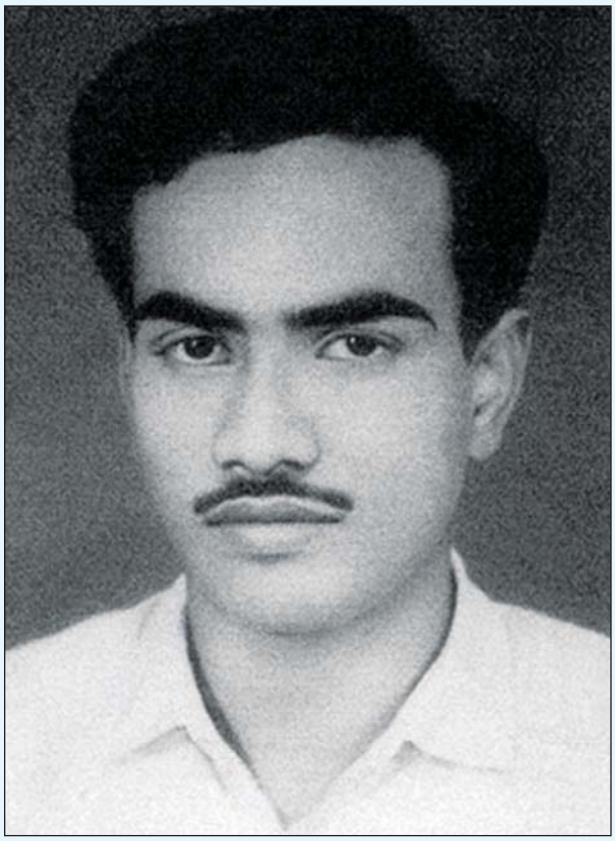

১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের পথিকৃৎ শহিদ আসাদ

প্রশান্ত কুমার

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্রান্তিলগ্নে এ দেশের অগণিত তরুণ নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের নজির রেখেছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা তা জানতে পারি। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলের সমাপ্তি ঘটে। দেশ বিভাগে জন্ম হয় ভারত ভূখণ্ড এবং পাকিস্তান ভূখণ্ডের। পাকিস্তানের দুটি ভাগ হয়– পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। শুরু থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা নির্যাতিত-নিপীড়িত ছিল। সহ্যের সীমা হারিয়ে একসময় পূর্ব বাংলায় বিদ্রোহের দানা বাঁধতে থাকে। সে সময়ের তরুণ প্রজন্ম ঘরে বসে থাকেনি। রাজপথে বেরিয়েছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বিপ্লবের স্ফূরণ ঘটিয়েছিলেন। তারই প্রথম ধাক্কা আসে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। এ সময় সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতের মতো তরুণরা মাতৃভাষার জন্য শহিদ হন। মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদের নির্যাতন-বঞ্চনা থেমে থাকেনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দমন-পীড়ন ও রাজনীতিকদের ধ্বংস করার নীলনকশা তৈরি করা হয়। তার অত্যাচার-নির্যাতনে পূর্ব পাকিস্তানে এক চরম রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। অধিকার আদায়ের বিপক্ষে বৈষম্য বছরের পর বছর চলতেই থাকে। শুরু হয় আইয়ুববিরোধী আন্দোলন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারি তৎকালীন পূর্ব বাংলার ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ১১ দফা আদায়ের মিছিলে পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ হয়। সে মিছিলে তরুণ ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যু উনসত্তরের ছাত্র গণ-আন্দোলনের গোটা অবয়বকেই পাল্টে দেয় এবং তা আইয়ুব খানের শাসন ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়।

২০শে জানুয়ারি শহিদ আসাদ দিবস। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এটি তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। ১৯৬৯ সালের এই দিনে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার দাবি তরান্বিত করতে নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন ছাত্রনেতা আসাদ। শহিদ আসাদের পুরো নাম মোহাম্মদ আমানুল্লাহ আসাদুজ্জামান। ছাত্রনেতা আসাদ নামে তিনি ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৪২ সালের ১০ই জুন নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার ধানুয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এম.এ. (১৯৬৭) শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন আসাদ। তিনি ছিলেন তৎকালীন কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক এবং মওলানা ভাসানীর রাজনীতির অনুসারী। তিনি ছিলেন ঢাকা শহর ছাত্র ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং তৎকালীন ঢাকা হলের ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) শাখার সভাপতি। তৎকালীন আইয়ুব খানের একনায়ক শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬৯-এর জানুয়ারি মাসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তৎপর হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২০শে জানুয়ারি তারিখে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন চত্বরে এক ছাত্রসভা আহ্বান করে। সভায় শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ছাত্র যোগদান করে। তারা পূর্ব থেকে বহালকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুলিশ, ইপিআর বাহিনীর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসকে উপেক্ষা করে সভা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে এক মিছিল বের করে। মিছিলের এক অংশ মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তা ধরে চাঁনখাঁরপুলের দিকে অগ্রসর হলে সশস্ত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে বেলা প্রায় দুটোর দিকে মূল ঘটনাস্থলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পূর্বদিকের ফটকের পাশে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার পিস্তল দিয়ে আসাদের বুকে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তখনই লুটিয়ে পড়েন আসাদ। গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অতঃপর ছাত্রসমাজ চরম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর রক্তমাখা শার্ট হয়ে ওঠে মুক্তির নিশানা। শহিদ আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে পরদিন ঢাকায় বের হয় শোক মিছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতাল পালিত হয় এবং পল্টন ময়দানে এক বিশাল গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে লক্ষাধিক লোক মিছিল বের করে রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। নামাজ আদায়ের পূর্বে সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ আসাদ হত্যার প্রতিবাদে ২২ ও ২৩শে জানুয়ারি 'শোক দিবস' এবং ২৪শে জানুয়ারি 'প্রতিবাদ দিবস' পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। সে কর্মসূচি মোতাবেক ২২ তারিখে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন, কালো ব্যাজ ধারণ, ২৩ তারিখ

আজাদ

পুলিশের গুলীতে ছাত্র নিহত

নিন্দা

নারায়ণগঞ্জে ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ

সরকারী প্রেসনোট

মশাল মিছিল ও ২৪ তারিখে প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতাল পালিত হয়। কর্মসূচির শেষ দিনটি একটি স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। ফলে মাত্র দুমাসের মধ্যে আইয়ুব খানের একনায়ক শাসনব্যবস্থা ও তার সরকারের পতন ঘটে। আইয়ুবের পতনের প্রতীক হিসেবে দেশের সকল স্থানে জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইয়ুবের নাম-ফলক নামিয়ে আসাদের নাম সংযোজন করে। এভাবে ঢাকার মোহাম্মদপুরে আইয়ুব গেট 'আসাদ গেট' এবং ঢাকার আইয়ুব এভিনিউ 'আসাদ এভিনিউ'তে রূপান্তরিত হয়।

শহিদ আসাদ ছিলেন চরিত্রবান, সত্যবাদী, নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ একজন দেশপ্রেমিক। তাইতো শহিদ আসাদকে নিয়ে রয়েছে বাংলা সাহিত্যে চর্চা। তাঁকে নিয়ে আছে লেখা ও কবিতা। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা শামসুর রাহমানের 'আসাদের শার্ট'। তিনি এ কবিতায় শহিদ আসাদের শার্টকে দেখেছেন 'আমাদের প্রাণের পতাকা' হিসেবে। শার্টের বোতামকে উপমা দিয়েছেন নক্ষত্রের মতো বলে। কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন– 'গুচ্ছ গুচ্ছ করবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের/ জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট/ উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায়।/ বোন তার ভায়ের অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে/ নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো/ ... উড়ছে, উড়ছে অবিরাম/ আমাদের হৃদয়ে রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,/ চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।/ আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা/ সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;/ আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।' কবি হেলাল হাফিজ শহিদ আসাদের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে কালজয়ী 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' কবিতাটিতে লিখেন– 'এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়/ এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।' ঔপন্যাসিক অধ্যাপক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসে তুলে ধরেছেন শহিদ হওয়ার পর আসাদের শার্ট নিয়ে অবিস্মরণীয় মিছিলকে। ঔপন্যাসিক আহমদ ছফা তাঁর *ওঙ্কার* উপন্যাসেও তুলে এনেছেন আসাদের শার্ট নিয়ে সমুদ্রের গর্জনের মতো ধাবিত হওয়া সেই মিছিলকে।

প্রতিবছর ঢাকা মেডিকেল কলেজের মূল ফটকের সামনে নির্মিত শহিদ আসাদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং নরসিংদীতে জেলা পার্টির উদ্যোগে শিবপুরে আসাদের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিবসটি উদ্‌যাপন শুরু হয়। এছাড়াও শহিদ আসাদ স্মরণে দিবসটি উপলক্ষে দিনব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে শহিদ আসাদ থাকবেন অবিস্মরণীয় পথিকৃৎ হয়ে। জন্মদিবসে তাঁর প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা।

প্রশান্ত কুমার: প্রাবন্ধিক

কাপ্তাইয়ে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন

কাপ্তাই উপজেলা সদর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের তৃতীয় তলায় গড়ে তোলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর। ৩১শে ডিসেম্বর রাঙামাটি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান কাপ্তাইয়ে এই বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি এই স্মৃতি জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং মুক্তিযুদ্ধ কর্নার ঘুরে দেখেন।

আগামী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা এবং জাতির পিতাসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে তুলে ধরার লক্ষ্যে রাঙামাটি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খানের পরিকল্পনায় এবং কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মহিউদ্দিনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই জাদুঘর স্থাপন করা হয়। যেখানে কাপ্তাই উপজেলার সকল মুক্তিযোদ্ধাদের বিশদ জীবনীসহ দেওয়ালে ছবি টাঙানো আছে। এছাড়া জীবিত মুক্তিযোদ্ধার হাতের ছাপ, তাঁদের নিজের হাতের লেখা চিঠি, তাঁদের ব্যবহৃত চশমা, ঘড়ি, সানগ্লাস, পোশাকসহ যাবতীয় স্মৃতিচিহ্ন একটি কাঁচের তৈরি টেবিলে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

আর এই স্মৃতি জাদুঘরে রয়েছে একটি বঙ্গবন্ধু কর্নার। যেখানে বঙ্গবন্ধুর জন্ম ১৯২০ সাল থেকে জন্মপরবর্তী তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিকসহ নানা আন্দোলনের দুর্লভ ছবি ফ্রেমে বন্দি করা হয়েছে; যাতে করে আগামী প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শন সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

এছাড়া জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে, যাতে ২৫শে মার্চের কালো রাতের গণহত্যার ছবি, রেসকোর্স ময়দানে বিজয় অর্জনের ছবি, জাতীয় চার নেতার ছবিসহ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। সাথে একটি প্রজেক্টর স্থাপন করা হয়েছে, যাতে করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা তথ্যচিত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও বিজয়ের ইতিহাস জানতে পারে। এছাড়াও রয়েছে একটি লাইব্রেরি।

জেলা প্রশাসক বলেন, পরবর্তী প্রজন্ম যখন মুক্তিযোদ্ধাদের দেখবেন না, তখন তাদের আফসোস থাকবে মুক্তিযোদ্ধারা কেমন ছিল, তাদের ব্যবহৃত জিনিস কী ছিল। এই স্মৃতি জাদুঘর স্থাপনের ফলে পরবর্তী প্রজন্ম মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত জিনিস দেখে, মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস দেখে সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে এবং হৃদয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করতে পারবেন।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

হাতে নতুন বই, চোখে-মুখে আনন্দ

শাহীনা পারভিন

বছরের প্রথম দিন থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়ার প্রচলন শুরু হয় ২০১০ সালে, যা প্রচলন পেয়েছে 'বই উৎসব' হিসেবে। ধারাবাহিকভাবে বই উৎসব চলছে ১৪ বছর ধরে। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের 'বই উৎসব'-এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৩১শে ডিসেম্বর প্রথম থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষের বই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন তিনি। এসময় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল ও কারিগরি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে বই উৎসব উদ্বোধনের এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোলেমান খান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ফরহাদুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিশ্বের নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে দেশে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যের কথা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যত টাকা লাগে আমরা দেব। আন্তর্জাতিক যত নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয় আছে– তারা কীভাবে শিক্ষা দেয়, কী কারিকুলাম শেখায়, কীভাবে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে, আমরা তা অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা বাংলাদেশে তৈরি করতে চাই। সেই সাথে হাতেকলমে শিক্ষা (দেওয়া), যাতে করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

সরকার প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জাতি গড়ে তুলতে চায় জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা কখনো পিছিয়ে থাকব না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে। এজন্য আমরা চাই এই ছোট্ট বয়স থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা কম্পিউটার শিখবে, প্রযুক্তি শিখবে। সেজন্য আমাদের শিক্ষা কারিকুলামগুলোতে পরিবর্তন আনা দরকার। শিক্ষার্থীদের মন দিয়ে লেখাপড়ার আহ্বানও জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ধন-সম্পদ অনেক কিছু থাকতে পারে কিন্তু শিক্ষা এমন একটা জিনিস যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আগামী দিনে এই ছেলেমেয়েরাই তো একদিন আমার মতো প্রধানমন্ত্রী হবে, মন্ত্রী হবে বা ভালো শিক্ষক হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ কাজ হলো স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এ জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন স্মার্ট দক্ষ জনগোষ্ঠী। আর এ কাজে বহুমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে ছেলেমেয়েদের। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে সরকারপ্রধান বলেন, আমরা বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে চাই। শিক্ষিত জাতি ছাড়া যা সম্ভব নয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, মন্ত্রণালয়গুলো এ বছর ৩ কোটি ৮১ লাখ ২৮ হাজার ৩২৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৩০ কোটি ৭০ লাখ ৮৩ হাজার ৫১৭ কপি নতুন বই বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪০০ কোটি টাকা। দেশের প্রতিটি উপজেলায় ইতোমধ্যে পাঠ্যপুস্তক পাঠানো হয়েছে। সরকার ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত সারা দেশে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে ৪৬৪ কোটি ৭৮ লাখ ২৯ হাজার ৮৮৩ কপি বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। ২০১৭ সাল থেকে সরকার সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের তাদের মাতৃভাষায় অধ্যায়নের জন্য বই বিতরণের পাশাপাশি দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বই বিতরণ করছে। এবারে ৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি) শিশুদের মাঝে প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯ জেলায় পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। এই জেলাগুলো হলো– বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শেরপুর, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, চাঁদপুর, ফেনী, সুনামগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ।

১লা জানুয়ারি একই দিনে নতুন বই তুলে দেওয়া হয়েছে সারা দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় শিক্ষার্থীদের হাতে। নতুন পাঠ্য বই হাতে নিয়ে স্কুলের মাঠে আনন্দে নাচছিল শিক্ষার্থীরা। রঙিন ফিতা দিয়ে বাঁধা বই দেখে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ যেন আরও বেড়ে যায়। খ্রিষ্টীয় বছরের প্রথম দিন ঢাকার বিভিন্ন স্কুল থেকে শত শত শিক্ষার্থী জড়ো হয় মিরপুরের ন্যাশনাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'বই উৎসবে' অংশ নিতে। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুন ক্লাসের নতুন পাঠ্য বই। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই আসে তাদের অভিভাবকদের হাত ধরে।

মিরপুরের ন্যাশনাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে 'বই বিতরণ উৎসব ২০২৪'-এর উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই স্কুলে 'বই উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। নতুন বই নিয়ে নতুন ক্লাসে ওঠার আনন্দে উচ্ছ্বসিত শিশুরা। অনুষ্ঠানে

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর কার্যালয়ে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীরা ফটোসেশনে অংশ নেয়– পিআইডি

বই বিতরণ ছাড়াও গান, নাচসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উৎসবের মাত্রাকে করে রঙিন। শিশুরা নতুন বই পেয়ে হাত উঁচিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ। সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত।

আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ডামাডোলের মধ্যেই নতুন বছরের প্রথম দিন উৎসব করে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতা সারবে সরকার। ৭ই জানুয়ারির ভোটের কারণে বই উৎসবের তারিখে কোনো পরিবর্তন আসবে না। ন্যাশনাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন বলেন, বইয়ের পৃষ্ঠা শিশুর মনোজগতে বিস্ময় তৈরি করে। শিশুমনের এ আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে বই বিতরণের সূচনা। সময়ের পরিক্রমায় এটি এখন বই উৎসবে পরিণত হয়েছে। মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। সরকার শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলছে। শিক্ষকদের ঘাটতি পূরণে আরও শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার পুরোনো ধারার শিক্ষার খোলনলচে পাল্টে এমন এক নতুন শিক্ষার বীজ বপনের কাজে হাত দিয়েছে, যা শিক্ষার্থীর মস্তিস্ক ও পিঠ থেকে মুখস্থবিদ্যার বোঝা ঝেড়ে ফেলে তাদের কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, গবেষণা ও ভাবনার শক্তিকে জাগাবে ও নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরিতে উপযোগী করে তুলবে। শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যপুস্তককে আকর্ষণীয় করার জন্য ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত হোয়াইট পেপার, কভার পৃষ্ঠা, হিট থার্মাল পারফেক্ট বাইন্ডিংসহ চার রঙে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হচ্ছে বলে উৎসবে জানানো হয়। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে পরিমার্জিত কারিকুলাম অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হচ্ছে। বই উৎসবে দেশের স্কুলে স্কুলে শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা ছাড়াও অভিভাবক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

শাহীনা পারভিন: প্রাবন্ধিক

শিল্পকলা পদক ২০২১ ও ২০২২

শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ১৫ই জানুয়ারি ২০২৪ 'শিল্পকলা পদক ২০২১ ও ২০২২' ঘোষণা করেছে। ২০ গুণিজন ও সংগঠন পাচ্ছেন এ পদক। এর মধ্যে 'শিল্পকলা পদক ২০২১' পাচ্ছেন ৯ গুণিজন ও এক সংগঠন। অন্যদিকে 'শিল্পকলা পদক ২০২২' পাচ্ছেন আরও ১০ গুণিজন।

২০২১ সালের শিল্পকলা পদক পাচ্ছেন– যন্ত্রসংগীতে মো. নূরুজ্জামান, নৃত্যকলায় শারমীন হোসেন, কণ্ঠসংগীতে সাদি মহম্মদ, চারুকলায় শিল্পী বীরেন সোম, নাট্যকলায় অধ্যাপক আবদুস সেলিম, লোকসংস্কৃতিতে মো. নহীর উদ্দিন, চলচ্চিত্রে ড. মতিন রহমান, আবৃত্তিতে কাজী মদিনা, যাত্রাশিল্পে এমএ মজিদ ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ।

২০২২ সালের শিল্পকলা পদক পাচ্ছেন– যন্ত্রসংগীতে ফোয়াদ নাসের, নৃত্যকলায় সাজু আহম্মেদ, কণ্ঠসংগীতে এলেন মল্লিক, চারুকলায় অধ্যাপক অলক রায়, নাট্যকলায় খায়রুল আলম সবুজ, লোকসংস্কৃতিতে সুনীল কর্মকার, ফটোগ্রাফিতে রফিকুল ইসলাম, আবৃত্তিতে মীর বরকতে রহমান, যাত্রাশিল্পে অরুণা বিশ্বাস ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক গবেষক হিসেবে ড. সফিউদ্দিন আহমদ।

শিগগির রাষ্ট্রপতির অনুমতি ও তারিখ নির্ধারণ সাপেক্ষে 'শিল্পকলা পদক ২০২১ ও ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। সম্মাননা হিসেবে পদকপ্রাপ্ত গুণিজনদের প্রত্যেককে স্বর্ণপদক, সনদপত্র ও এক লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হবে।

প্রতিবেদন: আরাফাত রহমান

আলোর পথে যাত্রার দিন

সুজন বড়ুয়া

সকালে ঘুম ভাঙতেই শরীরে কোথায় যেন ব্যথা অনুভব করল বদরুল। ঠিক নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় ব্যথা নেই, তবু সারা শরীর কেমন আড়ষ্ট হয়ে আছে। শোয়া থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু বুঝতে পারছে সকাল হয়ে গেছে বেশ আগে। চারপাশের জাগতিক সাড়া-শব্দ জানান দিচ্ছে তা। বদরুল যতই বিছানা ছেড়ে উঠব উঠব করে ততই মন খারাপের একটি ভাবও যেন গ্রাস করতে থাকে তাকে। আসলে শরীরে নয়, ব্যথা তার মনে, হতাশায় মাঝে মাঝে ছেয়ে যায় মন। কদিন ধরেই এমন হচ্ছে তার। অথচ এমন হওয়ার কথা ছিল না আজ। আজ তো মহা-আনন্দের দিন। আজ ১০ই জানুয়ারি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ ফিরে আসবেন তাঁর প্রিয় স্বাধীন স্বদেশে।

আজকের দিনে কত আনন্দ করার কথা ছিল বদরুলের। কিন্তু আজ জাতির পিতা ফিরে আসছেন ঠিকই, যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসেননি তাঁর জন্মদাতা পিতা।

এখনো ছবির মতো সব স্পষ্ট মনে আছে বদরুলের। ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত। বাড়ি থেকে মাত্র পাঁচশো গজ দক্ষিণে রাজারবাগ পুলিশ লাইন জ্বলে উঠল হঠাৎ। আগুনের হলকার সঙ্গে বেজায় গোলাগুলির শব্দ। সঙ্গে মানুষের চিৎকার আর্তনাদ। বদরুল অত্যুৎসাহী হয়ে দেখার জন্য তিন তলা বাড়ির ছাদে উঠতে যাচ্ছিল। বাবা পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, ওসব দেখতে হবে না। পাকিস্তানি বাহিনী হামলা শুরু করেছে। বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কদিন ধরে এই আশঙ্কাই করছিলাম। আজ আশঙ্কা সত্য হলো। আরও কোথায় কোথায় আক্রমণ হয়েছে কে জানে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওদিক থেকে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এসময় বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন, কেমন আছেন আল্লাহই জানেন। আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন।

হাজারো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটে গেল রাত। পরদিন সকালে জানা গেল আরও ভয়াবহ সব কথা। পাকিস্তানি সৈন্যরা একই সঙ্গে কয়েক জায়গায় আক্রমণ করেছে। ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্টের সদর দপ্তর পিলখানায় বাঙালি সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। হামলা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবাস ও ছাত্রাবাসে। জগন্নাথ হল, ইকবাল হল, সূর্য সেন হল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে। ঢাকা নিউ মার্কেটের আশপাশে জ্বালাও-পোড়াও করে নির্বিচারে

নিরীহ বাঙালিদের হত্যা করেছে। হামলা করেছিল ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাসভবনেও। তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে অজ্ঞাত স্থানে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের মুখে নিরুপায় হয়ে মধ্য রাতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের তাঁর বাসবভন থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু।

বদরুলের এখনো মনে আছে– সব কথা জানার পর সেদিন বাবার চোখে-মুখে ভর করেছিল অজানা ভয় ও দুর্ভাবনার ছায়া। বাবা মাকে বলেছিলেন, এখন দলের নেতা-কর্মীদের জন্য কঠিন সময়। আমি যখন রমনা থানা আওয়ামী লীগের পরিচিত নেতা, তখন আমার ওপরও বিপদ আসতে পারে। আমাকেও পাকিস্তানিরা খোঁজ-তল্লাশি করতে পারে। আমার আত্মগোপন করে থাকাই ভালো। আজ রাত থেকে আমি তোমাদের সঙ্গে আর বাড়িতে থাকব না। ভাববে, আমি যেখানেই আছি নিরাপদে আছি। সময়-সুযোগ পেলে আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। তোমরা সাবধানে থেকো।

সেই ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় অজ্ঞাতবাসে চলে গেলেন বাবা। এদিকে বাড়িতে বদরুলরা তিন ভাই আখতারুল, বদরুল, মনিরুল ও বোন পারুল এবং মা আর দাদিমাকে নিয়ে ছয়জন মানুষ। আখতারুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের ছাত্র, বদরুল ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার, মনিরুল ও পারুল ক্লাস সিক্স ও থ্রির ছাত্রছাত্রী। দুই ইউনিট তিন তলা বাড়ির দোতলায় চার রুমের পুবপাশটায় ওরা থাকে, বাকি সব তলা ভাড়া দেওয়া। সুতরাং মোটামুটি সচ্ছল পরিবার বদরুলদের। সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো বেগ পেতে হয় না। রাজনীতি আর সমাজকর্ম নিয়েই পড়ে থাকেন বাবা।

বাবা সেদিনই চলে গেলেন নিরুদ্দেশে। শহরের হট্টগোল অবস্থার মধ্যে চেনা-পরিচিত বন্ধুদের বাসায় পালিয়ে পালিয়ে কাটালেন কদিন। সপ্তাহখানেক পর এক সকালে বাড়িতে ফিরে বাবা আবার জানালেন, সহসা এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে না, বুঝলে। বরং দিন দিন পরিস্থিতি আরও জটিল ও ভয়াবহ হবে বোঝাই যাচ্ছে। স্বাধীনতাকামী বাঙালি সীমান্তের ওপারে গিয়ে জড়ো হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও তরুণ উৎসাহী জনতার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। আমিও সীমান্তের ওপারে চলে যাব সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বেঁচে থাকলে দেখা হবে। তোমরা ভালো থেকো, সাবধানে থেকো।

বাবা সেদিন রাতেই চলে গেলেন বাসা ছেড়ে।

দিনে দিনে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে সংঘাত রূপ নিলো যুদ্ধে। বাংলার জোয়ান-তরুণরা দলে দলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে চলল সীমান্তের ওপারে, ভারতে। অনেক শিক্ষিত তরুণের মতো বদরুলের বড়ো ভাই আখতারুলও চলে গেল মুক্তিযুদ্ধে। ভারতের মেঘালয়ে দুই মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে আসে দেশে। ঢাকা শহরেই গেরিলা আক্রমণের দায়িত্ব পড়ে তার ওপর। নিজেদের বাড়িতে আড়ালে-আবডালে থেকে শহরে চোরাগোপ্তা অ্যাকশনে অংশ নিয়েছে কয়েকবার। সব কটাই সফল অ্যাকশন। বড়ো ভাই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে বলে সেদিকে পা বাড়াতে পারেনি বদরুল। তবে এই টগবগে তারুণ্যে এ সময় হাত-পা গুটিয়ে তো বসে থাকা যায় না। যুদ্ধের কাজে সহযোগী হয়ে বড়ো ভাইয়ের ফাই-ফরমাশ খেটেছে সানন্দে। নয় মাস যুদ্ধের পর মিত্রবাহিনীর সহায়তায় ঢাকা দখল করে নিলো মুক্তিযোদ্ধারা। ১৬ই ডিসেম্বর সূচিত হলো চূড়ান্ত বিজয়। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে যুক্ত হলো বাংলাদেশের নাম।

কিন্তু স্বাধীনতার আনন্দ অনেকটাই অপূর্ণ রয়ে গেল বদরুলদের পরিবারের কাছে। যুদ্ধে বড়ো ভাই আখতারুল অক্ষত থাকলেও ফিরে আসেনি বাবা। কোনো খোঁজও পাওয়া যায়নি তাঁর। বিজয় অর্জনের পর পঁচিশ দিন পেরিয়ে গেছে, অথচ বাবা এখনো নিখোঁজ। বাবা কি আদৌ বেঁচে আছেন? এই একটি প্রশ্ন রাতদিন তাড়া করে ফেরে বদরুলদের। বড়ো ভাই উদ্ভ্রান্তের মতো বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে দেশের এমাথা থেকে ওমাথা।

বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বাবার কথাই ভাবছিল বদরুল। জীবনে একমাত্র বঙ্গবন্ধুর নীতি-আদর্শকে শিরোধার্য করেছেন বাবা। যখনই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে যে নির্দেশ এসেছে থানা নেতা হিসেবে তা পালন করার চেষ্টা করেছেন অক্ষরে অক্ষরে। সেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বানে বাবা ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, তা ভাবা যায় না। বাবা যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু কেন ফিরে এলেন না? বাবা কি তা হলে অনেকের মতো যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন?

নির্মম প্রশ্নটি মনে আসতেই নিজের অজান্তে কেঁপে ওঠে বদরুল। আহ্, আব্বা, যেখানেই আছেন আল্লাহ আপনাকে হেফাজতে রাখুন।

মুখ-হাত ধুয়ে নাশতার টেবিলে এসে বদরুল বলল, আম্মা, আজ ঐতিহাসিক দিন, পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু ফিরে আসছেন তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে। রেসকোর্স ময়দানে আজ বড়ো অনুষ্ঠান হবে। আমি সেই অনুষ্ঠানে যেতে চাই আম্মা।

১৬ই ডিসেম্বরের পর মার মুখে প্রায় বোল নেই। যতই দিন যাচ্ছে মা যেন কেমন অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছেন। কিছু জানতে চাইলে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন চুপচাপ। এখনো শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বদরুলের মুখের দিকে। বদরুল জানে এমন প্রস্তাবে মার কখনো অমত হয় না। বাবার দেখাদেখি মাও খাঁটি বঙ্গবন্ধুপ্রেমী হয়ে উঠেছেন। বদরুল দেখেছে বঙ্গবন্ধুর যে-কোনো কাজে মার মৌন সমর্থন থাকেই।

বদরুল ঝটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ে রেসকোর্স ময়দানের উদ্দেশে। আগে আগে না গেলে সামনের দিকে ভালো জায়গা পাওয়া যাবে না। ৭ই মার্চের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। বাবার সঙ্গে রেসকোর্স ময়দানে গিয়েও সেদিন ভালো জায়গা পায়নি। বেশ দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে সারাক্ষণ। এত দূর থেকে বঙ্গবন্ধুকে দেখে মন ভরবে না এবার।

আজ দশটার মধ্যেই রেসকোর্স ময়দানে ঢুকে গেল বদরুল। রেসকোর্স পূর্ণ হয়ে গেছে এরই মধ্যে। তবু মঞ্চের সামনে এক কোণায় বসার ছোট্ট একটা জায়গা পেল বদরুল। অমনি জায়গাটা দখল করে নিলো নিমেষে।

মাত্র সাড়ে দশটা বাজে। বদরুল পত্রিকা পড়ে জেনেছে, বঙ্গবন্ধুকে সরাসরি বাংলাদেশের বিমানে তুলে দেয়নি পাকিস্তান সরকার। মুক্তি দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছে লন্ডনে। লন্ডনের হিথ্রো

বিমানবন্দর থেকে নয়াদিল্লি হয়ে তিনি আসবেন বাংলাদেশে। তারপর তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে গাড়ি যোগে তাঁকে নিয়ে আসা হবে রেসকোর্স ময়দানে। সুতরাং দুপুর একটা দেড়টার আগে পৌঁছাবেন বলে আশা করা যায় না।

মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ পতাকা ও রঙিন ব্যানার-ফেস্টুনে ছেয়ে আছে পুরো রেসকোর্স ময়দান। আসার সময় রাস্তায় দেখেছে তোরণের পর তোরণ সাজানো। মানুষ আর মানুষ কেবল। সে কী উচ্ছ্বাস আনন্দ মানুষের মধ্যে। গানে আর স্লোগানে মুখরিত দিগ্‌বিদিক। গান বাজছে 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণি,' 'জয় বাংলা বাংলার জয়', 'আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব', 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' ইত্যাদি।

গান, স্লোগান আর পতাকা দোলানোর মধ্য দিয়ে সময় গড়িয়ে চলল। হঠাৎ স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে উঠল মঞ্চের চারপাশ। যেন জনসমুদ্রে দোলা জেগেছে। আকাশ-বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠেছে মাত্রাহীন উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে। এরই মাঝে হুটখোলা একটি জিপগাড়ি সুদৃশ্য তোরণ পেরিয়ে জনতার ভিড় ঠেলে এসে দাঁড়াল মঞ্চের পাশে। জিপের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যাঁকে দেখার জন্য সকাল থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে লক্ষ কোটি জনতা। দীর্ঘ কারাবাসের ক্লান্তিতে মলিন মুখটি, তবু আবেগময় হাসিতে সমুজ্জ্বল। জ্যোতির্ময় দ্যুতি ছড়ানো মুখাবয়বজুড়ে বিজয়ী বীরের হাসি। মাল্যভূষিত কণ্ঠলগ্ন বক্ষদেশ। জনতার মহাসমুদ্রের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু হাত নাড়াচ্ছেন অবিরাম অভিবাদনে। অপূর্ব এক মিলন মুহূর্ত।

এরই মাঝে চশমার কাচ মুছতে মুছতে অশ্রুসিক্ত নয়নে মঞ্চের ডায়াসে দাঁড়ালেন বঙ্গবন্ধু। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। আবেগ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে শুরু করলেন কথা, ভাইয়েরা আমার, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ দানের পর আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন।... আমার বাংলায় আজ বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে। আপনারাই জীবন দিয়েছেন, কষ্ট করেছেন। আমাকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমি জানতাম বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, খেয়ে-পরে সুখে থাকবে, এটাই ছিল আমার সাধনা।... ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন।... আমি বলেছি, তোমরা মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলা মানুষের কাছে পৌঁছে দিও। ...নয় মাসের যুদ্ধে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। ... আমি স্পষ্ট ভাষায় আজ বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হবে।...রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে, গণতন্ত্র, জাতীয়তা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।...ভাইয়েরা আমার, গত ৭ই মার্চ তোমাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। আজ আবার বলছি, আজকে আমাদের উন্নয়নের জন্য ঘরে ঘরে কাজ করে যেতে হবে।... বাংলাকে দাবায়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নাই।... কবিগুরু বলেছিলেন, সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি। কবিগুরুর সেই বাণী আজ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আমার বাঙালি মানুষ হয়েছে। তারা মানুষ, তারা প্রাণ দিতে জানে। এমন কাজ তারা করেছে যার নজির ইতিহাসে নাই।... জয় বাংলা।

আবেগে বার বার বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে প্রাণপ্রিয় নেতার কণ্ঠস্বর। কথা থামিয়ে তিনি চোখ মোছেন রুমালে। কথা শুরু করেন আবার। কথা বলতে বলতে কাঁদেন, আর কাঁদান লক্ষ কোটি জনতাকে। কাঁদছে না শুধু আকাশের সূর্যটা। চারপাশ থেকে ধেয়ে আসা যাবতীয় কুয়াশা সরিয়ে আকাশে সূর্য ছড়িয়ে দিয়েছে অপার আলোর বন্যা।

বদরুলও সভামঞ্চের সামনে বসে চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না। কাঁদল অঝোরে। চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো রেসকোর্স ময়দান থেকে। কেন এমন করে কাঁদল আজ? আনন্দে, না বেদনায়? বদরুল বুঝতে পারে না। ঘোরগ্রস্তের মতো পা টেনে টেনে হাঁটতে থাকে বাড়ির দিকে।

ফটক পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল বদরুল। কার যেন ডাক শুনতে পেল হঠাৎ। 'বদরু'। আদরমাখা চেনা কণ্ঠস্বর।

পেছন ফিরে তাকায় বদরুল। রাস্তায় রিকশা থেকে নামছেন প্রৌঢ় এক লোক। সাদা দাঁড়িগোঁফে ঢাকা মুখমণ্ডল। মাথায় লম্বা সাদা চুল। লোকটা ততক্ষণে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বদরুলের দিকে। মুখে তাঁর মেঘ ভাঙা রোদের মতো হাসি।

এবার বদরুল চিনতে পারল লোকটাকে। বাবা! বদরুল স্থির থাকতে পারে না আর। পেছন ফিরে দৌড়ে আসে বাবার দিকে। বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে বলে, আব্বা আপনি! এতদিন কোথায় ছিলেন? দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে কবে! এতদিন আপনি কী করে না এসে পারলেন?

বাবা মৃদু হাসেন, আমার প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে জালেমদের কারাগার থেকে মুক্ত করে নিয়ে না-এসে আমি তো একা দেশে ফিরতে পারি নারে বাপ। বঙ্গবন্ধু যে আমার স্বপ্ন সাধ আশা আদর্শ সব। তাঁকে ছাড়া তো স্বাধীনতা পূর্ণ হয় না।

-০-

দশ জানুয়ারি ১৯৭২

মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন

সেদিন ভোরে যে সূর্যটি উঠেছিল সেটা ছিল রক্তে রঞ্জিত
সেদিন ভোরে যে পাখিটি প্রথম কলরব করেছিল
তার কণ্ঠে ছিল শোকের মাতম–
সেদিন যে রাখাল বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছিল
তাতে ছিল সুরেলা ক্রন্দন!
সেদিন রাতে চাঁদ যে জোছনা ছড়িয়েছিল
সে জোছনায় আকাশের ছায়াপথও নীল হয়েছিল।
যখন তোমার আগমনের বারতা এসেছিল পিতা
তখন হঠাৎ সমস্ত কিছু বদলে যেতে থাকে–
ঝলকে ওঠে ছলকে ওঠে প্রশান্ত সাগরের বুক
নতুন দিনে– নতুন আকাশে– নতুন করে
স্বপ্ন ছড়িয়েছিল রক্তমাখা ঘাসের ডোগায়
অতঃপর আমরা জেগে উঠি ধ্বংসস্তূপ থেকে
নিজস্ব চেতনায়–মাটির সোহাগে–মায়ের আঁচলে।

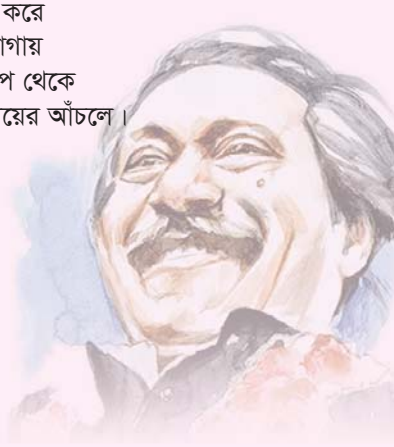

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

আতিক রহমান

সুদীর্ঘ নয় মাস রাক্ষসপুরীর বন্দিশালা থেকে
প্রিয় নেতার মুক্তি
১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারির ইতিহাসে প্রজ্জ্বলিত
গৌরবোজ্জ্বল দিন
সেদিন বঙ্গবন্ধু মৃত্যুকে করে জয়
বীর সেনার মতো অকুতোভয়
বীরদর্পে এসে জানান বিজয়ের অভিবাদন
সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভালোবাসায় আপ্লুত তিনি–
আজ বঙ্গবন্ধু নেই
ইতিহাস কথা কয়
সুউচ্চ পর্বত বুক চিরে কাঁদে!
বঙ্গবন্ধু ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের
সকলের ভালোবাসা!

তুমি আসবে বলে

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

তুমি আসবে বলে
সেদিন ৭ই মার্চের মতোই আবার সেজেছিল
ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
তবে, যুদ্ধের জন্য দামামা বাজিয়ে নয়
তোমাকে এক পলক দেখার আগ্রহে বঙ্গবন্ধু।
আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের
মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক
তোমাকে দেখে মুক্তির আনন্দ
উপভোগ করার জন্যে।

তোমার অবর্তমানে অর্থাৎ
তোমার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে
আমাদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন
মহান 'স্বাধীনতা' সত্যিকার অর্থে পূর্ণতাই পায়নি
বিজয় দিবসে ছিল না কোনো বিজয়ের স্বাদ।

তুমি আসবে বলে
সেদিন সকাল থেকেই প্রতীক্ষিত ছিল
এ দেশের প্রতিটি মানুষ
তারা গভীর আগ্রহে গুনছিল
পাকিস্তানি কারাগার মুক্ত হয়ে
তোমার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিশেষ মুহূর্তটি।

বিজয়ী জাতির বিজয়ী পিতা
তোমার আগমনিবার্তা ঘোষিত হবার
সাথে সাথেই জেগে ওঠে জনতার বান
জাতি যেন ফিরে পায় প্রাণ।

ওগো জাতির পিতা
রাজনীতির কবি হয়েও
তুমি, সেদিন শোনাওনি কোনো কবিতা।

তবে, দুঃখ ভারাক্রান্ত দরদিকণ্ঠে জানিয়েছিলে–
ত্রিশলাখ শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য!
বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর প্রতি
জানিয়েছিলে- আন্তরিক ধন্যবাদ!
পাক-হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত
দুইলক্ষ মা-বোনদের প্রতি
জানিয়েছিলে- সমবেদনা!
কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে।
তোমার নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য
মুজিবনগর সরকারকে অভিনন্দিত করেছিলে।
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে
দ্রুত স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলে–
পৃথিবীর মুক্ত দেশগুলোর প্রতি
বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী
এদেশের নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে গণহত্যার
বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের
আবেদন জানিয়েছিলে– জাতিসংঘের কাছে।

সমুদ্রের জলের মতোই কানায় কানায় পরিপূর্ণ
যখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
তখনই তুমি শুনিয়েছিলে পিতা
দেশ ও জাতি গঠনের গান।

আর সেদিন থেকেই– এই ১০ জানুয়ারি
বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে হয়ে যায় ইতিহাস সৃষ্টকারী।

সে এক অনন্য উচ্চতার শ্রেষ্ঠ পুরুষ

সুজিত হালদার

হে পিতা তুমি ফিরে এলে ঘুম হারা স্বজন হারা
গণমানুষের কষ্ট হাহাকার আর্তনাদ ঢেউ খেলে গেলো
তোমার সুবিশাল ঋদ্ধ বুকের মানচিত্রের কাছে–
বিজয়ের গৌরবে ভালোবাসায় আচ্ছন্ন হলো আকাশ
নিঃস্ব মানুষের চোখে-মুখে ফুটে উঠলো আশার আলো।
তুমি ফিরে এলে শিশিরভেজা সবুজ গালিচার ওপর
পৌষের ঝলমলে রোদ্দুরের বুক চিরে।

তুমি ফিরে এলে পাখির ডানায় ভর করে
আহত হৃদয়ে চিরচেনা স্বদেশ পূণ্য ভূমিতে
তোমার প্রত্যাবর্তনে জেগে উঠলো অজস্র মানুষের স্বপ্ন
ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বেজে উঠলো বেঁচে থাকার শব্দ ঝংকার
রক্ত কষে ফোটে উঠলো বাঙালির বিজয় গাঁথা।

মুকুলিত হলো রক্তাক্ত বসন্তের শিমুল
মুকুলিত হলো জনপদ মুখরিত ক্যানভাস
সবুজ পতাকা আর সারিবদ্ধ জনতার অক্লেশ বিশ্বাস
বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত এক-একটি দীর্ঘশ্বাস
তোমাকে ঘিরে ধরলো সন্তানের মতো।
অবিশ্বাস্য তোমার ফিরে আসা স্বাধীনতার প্রমিত হাসি
উজ্জীবিত করলো বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা
তুমি হলে বাংলার ধ্রুবতারা তোমায় আজও ভালোবাসি।

বাহাত্তরের দশই জানুয়ারি

মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

আমরা ছিলাম তোমার সেই নির্দেশ মত্ত
নয়টি মাস শুধু তোমার মার্চের ভাষণ ছিল
পাথেয় এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সেই স্মরণ
তোমার কোনো হদিস ছিল না দুর্দিনের সে সমরে
অথচ তুমি ছিলে আমাদের যুদ্ধের মহানায়ক।

তারপর তুমি এসে দাঁড়ালে বীরের মতো
লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার ধ্বনি জয়বাংলা
ধ্বনিতে তোমার প্রিয় জায়গা আনন্দ-ব্যথায়
বাংলার আকাশ মুখরিত হলো একমুহূর্তে
তুমি বললে-পাকিদের চক্রান্ত ও ফাঁসির কথা।

জনতার-ভালোবাসায় স্নাত হয়ে গেলে একবছর
না দেখা প্রিয় স্বজন ও অনুরাগীদের নিয়ে
বত্রিশের ছশো সাতাত্তর নম্বরের বাসায়
যেখানে প্রিয় পত্নী, রাসেল ও কন্যাদের সান্নিধ্য
আমাদের বিজয়ের চূড়ান্ত পূর্ণতা পেল সেদিন।

প্রতিবছর বাহাত্তরের দশই জানুয়ারি আসে গৌরবে
আমরাও স্মৃতি ভাষ্যে তোমাকে সন্দর্শন করি
প্রতিনিয়ত।

স্বাধীনতার শিখা অনির্বাণ

সাঈদা আজিজ চৌধুরী

হাজার পায়ের শব্দ শোনা যায়
স্বাধীনতার রূপকল্পের গর্জিত ভাষা শোনা যায়
গতিময়তায় ছন্দপতনের নিশব্দ বিচরণ অনুভব করা যায়।
অগ্নিঝরা মার্চের কথা মনে পড়ে যায়।
অগ্নিপুরুষের ভারি কণ্ঠ স্বাধীনতার শপথ
শব্দ চয়নে অগ্নিঝরে বিশ্ব চরাচর
প্রস্তর তর্জনীর ব্যাঘ্র গর্জন বাংলার মাঠঘাট প্রান্তর
'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'–
বজ্র কণ্ঠ ইথার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ছাড়িয়ে
গোটা বিশ্ব তোলপাড়।
তর্জনী ইঙ্গিতে চেতনার ফলা ইস্পাত- কঠিন শপথ
বাংলার প্রতিটি মানুষ সৈনিক, নরনারী শিশু-কিশোর
বাংলার প্রতিটি ঘর লোকালয় অরণ্য সমুদ্র-দুর্জয় দুর্গ
কিশোর বালক-বালিকা নরনারী কৃষক মজদুর
মুষ্টিবদ্ধ হাত একতার বাণী হৃদয়ে ধারণ
ডালপালা মেলে পতাকার স্বপ্ন আপাদমস্তক।
অপ্রতিরোধ্য আবেগের স্ফুলিঙ্গ বায়ুমণ্ডলে
বোধের মগজে প্রবল ঝাঁকুনি,শিরায় শিরায় উত্তাপ
থর থর কাঁপে পাহাড় সমুদ্র নদী ফসলের মাঠ
জননীর বাধ্য সুবোধ সন্তান অবাধ্য তখন
লাঠিসোটা অস্ত্র, টান টান পেশি তাজা প্রাণ তারুণ্য
ধমনিতে ধ্বনিত স্লোগানে মুখর বাংলার প্রতিটি প্রান্তর
অতর্কিত হামলার উপযুক্ত জবাব স্বাধীনতার অগ্নি শপথ।
হত্যা ধর্ষণ আগুন লুটতরাজ ন'মাস ব্যাপী দুঃশাসন
পিপাসার্ত শাসক, বাংলার মানুষের প্রবাহিত রক্ত তৃষ্ণার জল
সুখের আবাস, অরণ্য বন, রঞ্জিত বাংলার জলধি, নদীজল, লাশের ভাগাড়
নওজোয়ান তরুণ আবাল বৃদ্ধ বণিতা টাইগার রয়েল বেঙ্গল
জোঁকের মতো কামড়ে ধরে আগুনের সিংহাসন
নখরবিহীন নেকড়ের লেজ গুটানো আত্মসমর্পণ।
স্বাধীন পতাকা ওড়ে বিজয়ের কেতন
তিরিশ লক্ষ শহিদ একটি একটি গোলাপ
সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার
জননীর ত্যাগের অশ্রু, পিতার শূন্য পাঁজরের ব্যথা
বৃথা নয় বৃথা নয় বীরাঙ্গনার মহিমা চিরন্তন
সাহস ও শৌর্য প্রতীক স্বাধীনতার শিখা অনির্বাণ।

বাংলার রূপ

মো. তাইফুর রহমান

বাংলার রূপ দেখি আনমনে চেয়ে
সার্থক আমি ভাই এই দেশ পেয়ে।
ভালো লাগে বাংলার প্রকৃতির মেলা
নেচে গেয়ে পাখিরা যে করে কত খেলা।

ফুল আর ফলে ভরা আমাদের দেশ
বাংলার রূপের তো নেই কোনো শেষ।
কী দারুণ! প্রজাপতি ফুলবাগে আছে
ঘাসবনে ফড়িংরা উল্লাসে নাচে।

এই দেশ সকলের খুব পরিপাটি
খুব খাঁটি আমাদের বাংলার মাটি।
ছয় ঋতু এই দেশে তুলনা কি হয়?
বাংলার তুলনাটা কারো সাথে নয়।

চারদিকে দেখা যায় মাঠ ভরা ধান
কৃষকের মনে তাই শান্তির বান।
জেলে ভাই মাছ ধরে লাগে বেশ ভালো
রাত হলে চোখে পড়ে জোনাকির আলো।

গ্রামের শীতকাল

আবীর আহাম্মদ উল্লাহ

হেমন্তের পর, শীতকালের শীত জেঁকে বসে,
গুড়, মোয়া, পিঠা, পায়েস হয় খেজুর রসে।
খেজুর গাছের, নরম মাথায় তুললে বাকল,
ফোটায়-ফোটায়, যে রস পড়ে খাঁটি আসল।
শীতের ভোরের, ঐ রস খেতে মজা ভারি
বুড়া, গুড়া আগুন পোহায় গ্রামের বাড়ি।
নারার দাহে কলই পুড়ে খেতাম কত,
শৈশব স্মৃতি স্মরণ পড়ে অবিরত।
রাত্রে মুর্শিদি, যাত্রাগান হয় আয়োজন,
ছেলেমেয়ে, মিলেমিশে খায় বনভোজন।
কৃষক যায়, প্রত্যুষে মাঠে গরু নিয়ে
কুয়াশার জল, তাদেরই পা দেয় যে ধুয়ে।
উষার ঘাসের, শিশির মুক্তা হেসে লুটায়,
এমন দৃশ্য, অবলোকন কার না-মন চায়।
শীতের শাকসবজি, দেহে দেয় শক্তি ও বল
তাই ঘন ঘন গাঁয়ে যাবো যাই খোকা চল।
শহরের ন্যায়, গ্রামে নেই যে এত অসুখ,
ছয় ঋতু পল্লিতে আনে হাজারও সুখ।

শীত সকালে

এস ডি সুব্রত

কুয়াশা মোড়ানো শীত সকালে
মাগো তোমায় মনে পড়ে
তোমার হাতের ভাপা পিঠা
খেতাম কত মজা করে,
সকাল সকাল জেগে যে তুমি
করতে নানা পিঠা-পুলি
সামনে এনে দিতে আদর করে
খেতাম কষ্ট সকল ভুলি,
মাগো তোমার হাতের পিঠা
সত্যি ছিল বড়ো খাসা
আর কোথাও যায় না পাওয়া
মাগো এমন ভালোবাসা।

কুয়াশার চাদর

মিজানুর রহমান

কুয়াশার চাদরে
ঢেকে গেছে গাঁও
জেলে ভাই খুব ভোরে
বেয়ে যায় নাও।

ছেলেমেয়ে হেসেখেলে
পাঠশালা যায়
শীতের গরম জামা
পরে ওদের গায়।

গাঁয়ের মোড়ে মোড়ে
পাই শীত পিঠা
খেজুরের গুড় দিয়ে
খেতে ভারি মিঠা।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ঢাকায় ১৮ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ইনার কোর্ট ইয়ার্ডে 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট দিবস ২০২৩' উপলক্ষে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি সেবার সুফল পৌঁছে দিতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন সরকারি সেবার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যমী ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি জাতীয় সমাজসেবা দিবস উপলক্ষে ১লা জানুয়ারি এক বাণীতে এ আহ্বান জানান। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২রা জানুয়ারি 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৪' পালিত হয়। এ দিবসের এ বছরের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'সমাজসেবায় গড়বো দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ'।

রাষ্ট্রপতি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। পাকিস্তানি কারাগারের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এজন্য তিনি বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন। পরে ১৯৭৪ সালে সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম প্রচলন করে দেশে ও সমসাময়িক বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেন।

সরকার জাতীয় উন্নয়নে প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, সরকার জাতীয় উন্নয়নে প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ৩০শে ডিসেম্বর 'জাতীয় প্রবাসী দিবস' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ কথা বলেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো এ দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

রাষ্ট্রপতি বলেন, দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো– প্রবাসীদের কল্যাণ, মর্যাদা– আমাদের অঙ্গীকার, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় তারাও সমান অংশীদার, যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে।

তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি প্রিয় স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি এবং সঠিক ও সময়োপযোগী কূটনৈতিক তৎপরতায় স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য অভিবাসন এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। প্রবাসীরা বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহান মুক্তিযুদ্ধেও প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে তারা বিদেশের মাটিতে জনমত সৃষ্টিসহ মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছেন। আজও তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সাফল্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সর্বাঙ্গীনভাবে সম্পৃক্ত।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, প্রবাসীরা বিভিন্ন মানবহিতৈষী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ব্যবসায়িক উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছেন। প্রবাসী এবং অভিবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স বাংলাদেশের বৈদেশিক রিজার্ভকে মজবুত এবং অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ অনুসরণ করে সোনার বাংলা গড়ার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ অনুসরণ করে অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে পারলেই তাঁদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে। তিনি শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ১৩ই ডিসেম্বর এক বাণীতে এ কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ১৪ই ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা ১৯৭১ সালের এই দিনে মহান মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পীসহ বহু গুণিজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি জাতির সেই সকল সূর্যসন্তান শহিদ বুদ্ধিজীবীদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শহিদ পরিবারের শোক সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

১০ই জানুয়ারি ২০২৪ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম এবং ডাটা কার্ড অবমুক্ত করেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি বলেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে জাতিকে মেধাশূন্য করার হীন উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীর সহযোগিতায় ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকাসহ সারা দেশে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। নির্মমভাবে হত্যা করে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। ১৫ই মার্চ কালরাত থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় জুড়েই বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। তবে বিজয়ের প্রাক্কালে ১৪ই ডিসেম্বর এ হত্যাযজ্ঞ ভয়াবহ রূপ নেয়। দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের নির্মম হত্যাকাণ্ড ছিল জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা ও ডাকটিকিট অবমুক্ত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই জানুয়ারি রাজধানীর ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় শেখ হাসিনার সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা। উভয়ে ফাতিহা পাঠ ও মোনাজাত করেন। একই দিনে গণভবনে ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে একটি ১০ টাকা মূল্যমানের স্ট্যাম্প ও উদ্বোধনী খাম এবং ৫ টাকা মূল্যমানের ডাটা কার্ড অবমুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

সরকার দেশের দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার জাতির পিতার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে দেশের দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। ২রা জানুয়ারি 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৪' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অসহায়, অনগ্রসর মানুষকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য দেশ পুনর্গঠনের শুরুতেই সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদানসহ সুদূরপ্রসারী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য– 'সমাজসেবায় গড়বো দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি প্রবর্তন এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য 'পল্লি মাতৃকেন্দ্র' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। শিশুদের সুরক্ষায় প্রণয়ন করেন শিশু আইন ১৯৭৪। জাতির পিতা শিশু বিকাশের লক্ষ্যে কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন, বর্তমানে যা সরকারি শিশু পরিবার নামে পরিচিত। প্রতিটি শিশু পরিবারে আমাদের সরকার প্রবীণদের জন্য ১০টি আসন বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন ধরনের ২২৬টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত শিশু, অনাথ প্রতিবন্ধী, কিশোর-কিশোরী, স্বামী নিগৃহীতা নারী ও প্রবীণ ব্যক্তিবর্গসহ সহায়-সম্বলহীন মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে লাগসই ও টেকসই প্রকল্প গ্রহণসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মোট ৫৪টি জনহিতকর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে ১ কোটি ১৫ লাখ উপকারভোগীর ভাতা ও অনুদানের টাকা সরাসরি তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে জি-টু-পি পদ্ধতিতে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা চা-শ্রমিক, হিজড়া, বেদে ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, বিশেষ ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করছি। ক্যানসার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগী এমনকি অগ্নিদগ্ধদের জন্য আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ চিকিৎসা সেবার প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছে। ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৮ ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন ২০২৩ প্রণীত হয়েছে। প্রবেশন আইন, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) ও পরিত্যক্ত শিশু সুরক্ষা আইন ও ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ এ সরকারের অন্যতম কৃতিত্ব। আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সফটওয়্যার চালু করেছি। শিশুদের সহায়তায় চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮ (টোল ফ্রি) সেবা চালু করা হয়েছে, যা শিশুর সহায়তায় ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে।

মাদকমুক্ত দেশ গঠনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করবেন বলে প্রত্যাশা করেন। তিনি বলেন, আমি আশা করি, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার পাশাপাশি দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করবেন। ২০শে ডিসেম্বর 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ দিবস ২০২৩' উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ প্রত্যাশার কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি বাস্তবায়নে এবং মাদকমুক্ত দেশ ও সমাজ গঠনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানসহ অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ দেশের যে-কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং দেশ গঠন ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। সাম্প্রতিককালে রাজধানী ঢাকার বঙ্গবাজার, নিউমার্কেট ও মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, উদ্ধার তৎপরতা ও আশপাশের এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পেশাদারিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বিজিবি ২২৮ বছরের একটি ঐতিহ্যবাহী বাহিনী। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের দিক নির্দেশনায় এ বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করেন। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা তৎকালীন ইপিআর'র ওয়্যারলেসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ বাহিনীকে যুগোপযোগী ও আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করে। এলক্ষ্যে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০' প্রণয়নসহ 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১'-এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাহিনীর পুনর্গঠন ও কমান্ডস্তর বিকেন্দ্রীকরণের জন্য নতুন নতুন রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন ও বিওপি স্থাপন করে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে এই বাহিনীর জনবল ৯২ হাজারে উন্নীত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, সীমান্তে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পেশাগত উৎকর্ষতার কোনো বিকল্প নেই। উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ' সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম-এর পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গায় অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ সুবিধা সংবলিত আরো একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে একটি বিশ্বমানের আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

সংবাদপত্রে শেখ হাসিনার বক্তৃতা ১৯৮১-১৯৮৬ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) প্রকাশিত *সংবাদপত্রে শেখ হাসিনার বক্তৃতা ১৯৮১-১৯৮৬* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ২৪শে ডিসেম্বর সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন তিনি। পিআইবি'র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ এবং *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশেম হুমায়ুন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

সংবাদপত্রে শেখ হাসিনার বক্তৃতা ১৯৮১-১৯৮৬ গ্রন্থ নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আমি পিআইবিকে অনুরোধ করেছিলাম যে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলে থাকাকালে দেওয়া সমস্ত বক্তব্যের সংকলন বের করার জন্য। তারা ১৯৮১-১৯৮৬ পর্যন্ত পর্বটি সমাপ্ত করেছে। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত একটি, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত একটি এবং ২০০১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত আরেকটি পর্বের কাজ চলছে। আমি প্রধানমন্ত্রীর হাতে বইটি দিয়েছি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৪শে ডিসেম্বর ২০২৩ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'সংবাদপত্রে শেখ হাসিনার বক্তৃতা ১৯৮১-১৯৮৬' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন– পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশের ইতিহাসে দীর্ঘতম ও বিশ্বে নারী হিসেবে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইতিহাসে দীর্ঘতম ৪৩ বছর ধরে সভাপতি। এটি আর কোনো নেতার ক্ষেত্রে হয়নি। সে জন্য এগুলো ইতিহাসের অংশ। ইতিহাসকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই বইয়ের তথ্য দলের নেতাকর্মীদের যেমন জানা প্রয়োজন, সাংবাদিকদেরও জানার সুযোগ আছে। পিআইবি'র পরিচালক ড. কামরুল হক, সহ-সম্পাদক আকিল উজ জামান খান, গবেষক পপি দেবী থাপা এবং মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন প্রমুখ গ্রন্থমোড়ক উন্মোচনে অংশ নেন।

দেশ অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আজকে দেশ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমরা গতবার স্লোগান দিয়েছিলাম 'আমার গ্রাম আমার শহর'। অর্থাৎ গ্রামগুলোকে শহরের মতো বানাবো। এখন গ্রামগুলো শহরের মতো হয়ে গেছে। শেখ হাসিনার উন্নয়ন কাহিনিকেও হার মানিয়েছে। তিনি বলেন, ঈদ, পূজা-পার্বণে কেজি ১৫ টাকায় চাল, ২০০ টাকায় ৩০ কেজি চাল, বিনামূল্যে চাল, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, টিসিবি'র কার্ড, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, স্বামী পরিত্যক্ত ভাতা, পঙ্গু ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ ১৮ রকমের ভাতা দিচ্ছে সরকার। আবার নারীদের কাছে মোবাইলে সরকারের টাকা পৌঁছে যায়। এসব আমরা আগে ছোটো থাকতে কিচ্ছা-কাহিনিতে শুনতাম। ২৬শে ডিসেম্বর চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার রোয়াজারহাটস্থ রাঙ্গুনিয়া ক্লাব মাঠে চট্টগ্রাম-৭ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ তার নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আগে কার্পেটিং রাস্তা ছিল শহরে। এখন গ্রামের সব রাস্তাঘাট পাকা হয়ে গেছে। কোনো জাদুর কারণে এই পরিবর্তন হয়নি, এগুলো সম্ভব হয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনার জাদুকরী নেতৃত্বের কারণে। নিজ নির্বাচনি এলাকার উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ১৫ বছর আগে কাপ্তাই সড়ক ছাড়া রাঙ্গুনিয়ায় আর কোনো কার্পেটিং রাস্তা ছিল না, এখন রাঙ্গুনিয়ার অভ্যন্তরে কার্পেটিং ছাড়া কোনো রাস্তা আছে কি না সেটি গুনে দেখতে হবে। যেখানে পানি ওঠে সেখানে করা হয়েছে আরসিসি ঢালাই রাস্তা। সব রাস্তার পাশে এখন সুন্দর পাকা ঘরবাড়ি। গ্রামে গ্রামে টেলিভিশন, ডিস এন্টেনা, ওয়াইফাই লাইন, অধিকাংশ বাড়িতে এখন এয়ারকন্ডিশন চালানো হচ্ছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আপনারা আমাকে তিনবার এমপি নির্বাচিত করেছেন। এই ১৫ বছরে আমি কী করেছি সেই কৈফিয়ত আপনারা না চাইলেও আমার দায়িত্ব কৈফিয়ত দেওয়া। আমি প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি শুধু দলের এমপি হবো না, রাঙ্গুনিয়ার যে-কোনো মানুষ আমার কাছে গেলে সে কোন দলের, কোন মতের বা পথের সেটি দেখিনি। আমার কাছে আসলে যে দল বা মতেরই হোক না কেন, তার উপকার করার চেষ্টা করেছি। আমার ধর্ম হচ্ছে, কারো অপকার না করা, উপকার করা।

হাজার কোটি টাকার ঋণ তহবিল পর্যালোচনা

দেশে নতুন সিনেমা হল নির্মাণ ও পুরনো হল সংস্কারে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক হাজার কোটি টাকার বিশেষ ঋণ তহবিলের ব্যবহার পর্যালোচনা সভায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। ২৭শে ডিসেম্বর সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সিনেমা হল মালিক ও উদ্যোক্তাদের নিয়ে আয়োজিত এবং মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার পরিচালিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

মন্ত্রী এ তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ উৎসাহিত করে বলেন, মেট্রোপলিটন এলাকায় হল নির্মাণে ঋণের সুদ ৫ শতাংশ এবং অন্যত্র এই সুদের হার ৪ দশমিক ৫ শতাংশ। এতো স্বল্প সুদে আর কোনো বাণিজ্যিক ঋণ দেশে নেই।

সিনিয়র সচিব মো. হুমায়ুন কবীর জানান, এখন পর্যন্ত প্রায় ৫০ জন এই ঋণের জন্য আবেদন করেছে এবং আবেদনকারীদেরকে তাদের উদ্যোগের জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই।

চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির উপদেষ্টা সুদীপ্ত কুমার দাস জানান, তফসিলি ব্যাংকগুলো সিনেমা হলের মাধ্যমে অর্থ আদায়ে সংশয় প্রকাশ করলেও সত্য এই যে, বঙ্গবন্ধুর আমল থেকে এ পর্যন্ত সিনেমা হল নির্মাণে ২৪৮টি ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে এবং একটি ছাড়া সবগুলোই পরিশোধিত। পাশাপাশি সরকার সিনেমা হলগুলো থেকে এ যাবৎ ৮৯১ কোটি টাকা রাজস্ব পেয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (চলচ্চিত্র) মো. কাউসার আহম্মদ, সিনেমা হল উদ্যোক্তা চিত্রনায়িকা অঞ্জনা, চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহসভাপতি আমির হামজা এবং এস এম মাসুদ পারভেজ, শামসুল আরেফিন, তাপস দাস গুপ্ত, রায়হান পরামাণিক, মুহাম্মদ বেলাল প্রমুখ সভায় অংশ নেন।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বছরের শুরুতে রেমিট্যান্সে সুবাতাস

জানুয়ারি মাসের প্রথম ১২ দিনে ৯১ কোটি ৫৯ লাখ ১০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে দেশে। বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি এক ডলার সমান ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা), যা প্রায় ১০ হাজার ৩০ কোটি টাকা। আর প্রতিদিন গড়ে এসেছে ৭ কোটি ৬৩ লাখ ডলার বা ৮৩৫ কোটি টাকার বেশি। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আলোচ্য ১২ দিনে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৮ কোটি ১৮ লাখ ৬০ হাজার ডলার, বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের মধ্যে এক ব্যাংকের (বিকেবি) মাধ্যমে এসেছে ১ কোটি ১৭ লাখ ডলার। আর বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৮২ কোটি ৫৪ লাখ ডলার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৩৩ লাখ ৪৪ হাজার ডলার।

বিদায়ি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২ হাজার ১৬১ কোটি মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স। এটি এ যাবৎকালের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এর আগে করোনাকালীন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ দুই হাজার ৪৭৭ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল দেশে।

বাংলাদেশিরা ভিসা ছাড়া ৪২টি দেশে যেতে পারবেন

বিশ্বের শক্তিশালী পাসপোর্টের সূচকে এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। শক্তিশালী পাসপোর্টের দিক থেকে ১০৪ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ৯৭তম। সূচকের তথ্য বলছে, বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা এখন আগাম ভিসা ছাড়া বিশ্বের ৪২টি দেশ ও অঞ্চলে ভ্রমণ করতে পারেন। ১৫ই জানুয়ারি ২০২৪ গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের ওয়েবসাইটে বৈশ্বিক পাসপোর্ট সূচক ২০২৪-এ ১০৪টি দেশের সূচক প্রকাশ করা হয়েছে। কোন দেশের পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়াই কতটি দেশে যেতে পারে তার ওপর ভিত্তি করে এই সূচকে অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগাম ভিসা ছাড়া বাংলাদেশিদের ভ্রমণের এই তালিকায় আছে এশিয়ার ৬টি দেশ। এছাড়া আছে দক্ষিণ আমেরিকার ১টি, আফ্রিকার ১৬টি, ক্যারিবীয় ১১টি ও ওশেনিয়ার ৮টি দেশ ও অঞ্চল। এর মধ্যে কিছু দেশ ও অঞ্চলে (এক তারকা চিহ্নিত) অন অ্যারাইভাল বা বিমানবন্দরে নামার পর ভিসার সুবিধা পান বাংলাদেশিরা। শ্রীলঙ্কা ও কেনিয়ার (দুই তারকা চিহ্নিত) ক্ষেত্রে নিতে হবে ই-ভিসা। এসব দেশের নাম– এশিয়া: ভুটান, কম্বোডিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পূর্ব তিমুর। দক্ষিণ আমেরিকা: বলিভিয়া। আফ্রিকা মহাদেশ: বুরুন্ডি, কেপ ভার্দে,

কমোরো দ্বীপপুঞ্জ, জিবুতি, গিনি-বিসাউ, লেসোথো, মাদাগাস্কার, মৌরিতানিয়া, মোজাম্বিক, রুয়ান্ডা, সেশেলস, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, গাম্বিয়া, টোগো, কেনিয়া। ক্যারিবিয়ান অঞ্চল: বাহামা, বার্বাডোস, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, ডোমিনিকা, গ্রানাডা, হাইতি, জ্যামাইকা, মন্টসেরাত, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডাইন, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো। ওশেনিয়া অঞ্চল: কুক আইল্যান্ড, ফিজি, মাইক্রোনেশিয়া, নুউয়ে, সামোয়া, টুভালু, ভানুয়াতু এবং কিরিবাতি।

প্রবাসীদের অসমাপ্ত পড়ালেখার সুযোগ

বাংলাদেশে অসমাপ্ত পড়ালেখা শেষ করার সুযোগ দিয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)। আগে থেকে ৫টি দেশে এ সুযোগ পেতেন প্রবাসীরা। এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ সুযোগ দিল বাউবি। ফলে ৬ দেশের প্রবাসীরা এখন সেই দেশে বসে অসমাপ্ত পড়ালেখা শেষ করতে পারবে। ১১ই জানুয়ারি ২০২৪ গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

প্রবাসী শিক্ষার্থীরা এই ওয়েবসাইট (https://forms.gle/i5yYws4GyotjtQaDA) ব্যবহার করে অনলাইনে ভর্তির আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন। ২০শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই দুটি প্রোগ্রামের জন্য অনলাইনে ভর্তির আবেদন করতে পারবেন প্রবাসীরা। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এই কার্যক্রমের সমন্বয় করবে দুবাই বাংলাদেশ কনস্যুলেট।

বাউবি জানিয়েছে, বিশ্বের পাঁচটি দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ইতালি ও দক্ষিণ কোরিয়ার পর এবার এই তালিকায় যোগ হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। প্রবাসে নিজ মেধা ও অগাধ পরিশ্রমের ফলে অনেকের জীবনে সফলতা এলেও স্বল্পশিক্ষিত অনেক প্রবাসীর ভাগ্য অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তাদের অনেকেরই উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ না থাকায় তা পূরণ হয় না। প্রবাসীদের সেই ইচ্ছা পূরণে এরই মধ্যে কাজ শুরু হয়েছে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

এটুআই-এর বছরব্যাপী উদ্যোগ স্মার্ট বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপনের চাবিকাঠি

দেশের শীর্ষস্থানীয় ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন প্রোগ্রাম অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)-এর বছরব্যাপী উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো ২০৪১ সালের মধ্যে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং নাগরিকদের দোরগোড়ায় স্মার্ট পরিষেবাগুলো নিয়ে আসার জন্য এটুআই অনেকগুলো স্মার্ট প্রকল্প চালু করেছে। এর অনেক উদ্যোগ এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বিদায়ি বছরে ১৭টির বেশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ গণমাধ্যম থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাঁচটি উদ্ভাবনী প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। সেগুলো হলো: 'স্মার্ট ৩৩৩', 'স্মার্ট ই-ট্রেড লাইসেন্স', সমন্বিত ইলেকট্রনিক টোল সংগ্রহ পরিষেবা 'একপাস', শিক্ষার্থীদের শিক্ষা এবং ব্যাপক মূল্যায়নের অ্যাপ 'নৈপুণ্য' এবং গর্ভবতী নারীদের জন্য 'স্মার্ট প্রেগন্যান্সি মনিটরিং সিস্টেম'।

নাগরিক পরিষেবাগুলোকে আরও সহজলভ্য এবং ব্যবহারকারীবান্ধব করতে এটুআই-এর বছরব্যাপী কার্যক্রম ব্যাখ্যা করে এটুআই-এর যোগাযোগ ও আউটরিচ কনসালটেন্ট আদনান ফয়সাল বলেন, ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ 'সাথী' একটি উদ্যোগ হিসেবে চালু করা হয়েছে। এটি স্মার্ট বাংলাদেশ লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য ডিজিটালভাবে সরকারি সেবা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এটুআই-এর বছরব্যাপী প্রচেষ্টার একটি ঝলক: প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (আইএসও) সার্টিফিকেট অর্জন; এক্সেসিবিলিটি গাইডলাইন প্রণয়ন; বাংলাদেশের জাতীয় উদ্ভাবন সংস্থা; ই-কোয়ালিটি সেন্টার ফর ইনক্লুসিভ ইনোভেশন; ডিপিআই-এআই আন্তর্জাতিক সম্মেলন; জাতীয় সংসদে অ্যাস্পায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) ২০২৩ বিল পাস; উদ্ভাবনে এটুআই; দুর্যোগ মোকাবিলায় জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ ইত্যাদি।

স্মার্ট বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠছে হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

পাহাড়, টিলা, বন আর হাওরের জেলা হবিগঞ্জের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ২০২০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। স্মার্ট বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে ওঠার অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতোমধ্যে পূর্ণ করেছে তিনটি বছর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন ইন্টারেক্টিভ ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে। প্রতিটি ক্লাসরুমেই এই ডিজিটাল ডিসপ্লে ও আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। আর এতে ইন্টারনেট সংযোগ থাকায় শিক্ষার্থীদের মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি শিক্ষার বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও ভালোভাবে পাঠদান সম্ভব হচ্ছে। তাই শিক্ষার্থীরা তাদের ক্লাসরুমকে ডাকেন 'স্মার্ট ক্লাসরুম' নামে।

হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, পুরো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সেন্ট্রাল ওয়াইফাই সেবা রয়েছে। পৃথিবীর নানা লাইব্রেরি ও জার্নালের এক্সেসসহ ৪০টি কম্পিউটার নিয়ে তৈরি করা হয়েছে একটি সেন্ট্রাল ডিজিটাল লাইব্রেরি। যেখানে তারা বসে নিয়মিত পড়াশুনা করতে পারছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কাজে জটিলতা এড়াতে একটি স্মার্ট মোবাইল অ্যাপও তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি অনুষদের শিক্ষার্থীরা এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের সেমিস্টার পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন, হলের ফি প্রদানসহ নানা কাজ খুব সহজেই করতে পারছেন। শুধু শিক্ষায় নয়, সংস্কৃতি আর খেলাধুলায়ও পিছিয়ে নেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবদুল বাসেত বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন থাকলেও অস্থায়ী ক্যাম্পাসে আমরা প্রতিটি অনুষদের ক্লাস ও উন্নত ল্যাবের ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে মাঠপর্যায়ে গবেষণার সুযোগ।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকার দেশে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকার বিশ্বখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। তিনি বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে যত টাকা লাগে আমি দেব। বিশ্বে যত নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, তারা কীভাবে শিক্ষা দেয়, কী কারিকুলাম শেখায় সেসব পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা সেরকম আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ তাঁর কার্যালয়ে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

বাংলাদেশে গড়ে তুলতে চাই। ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ তাঁর কার্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে বই হস্তান্তরের মাধ্যমে ২০২৪ সালের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে দেওয়া ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা উপমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বলতেন– 'শিক্ষায় যে খরচ সেটা হচ্ছে বিনিয়োগ', আমিও সেভাবেই মনে করি। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি হাতেকলমে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, যেন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। সবাই যে শুধু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে তা নয়, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে কারিগরি শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তাঁর সরকারের উদ্যোগ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেভাবেই বহুমুখী শিক্ষা দিয়ে আমরা জাতিকে গড়ে তুলতে চাই। আমাদের লক্ষ্য হলো 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলা। আর এজন্য কর্মঠ এবং দক্ষ জনসম্পদ আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

বছরের প্রথম দিনে 'বই বিতরণ উৎসব'

প্রতিবছরের মতো এ বছরও ১লা জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বছরের প্রথম দিনে দেশের বিদ্যালয়গুলোতে নতুন বই বিতরণ উৎসব শুরু হয়। করোনাকাল ছাড়া ২০১০ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন সারা দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎসব করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই তুলে দিচ্ছে সরকার। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানীর মিরপুরের ন্যাশনাল (সকাল-বিকাল) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'বই বিতরণ উৎসব' হয়। এতে শত শত শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়ে উৎসবে ভিন্নমাত্রা রূপ দেয়। এ উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। এসময় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব ফরিদ আহাম্মদ। অনুষ্ঠানে রাজধানীর ২১টি বিদ্যালয়ের প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। উৎসবে এসে এবং নতুন বই নিয়ে ছিল শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস।

এনসিটিবি সূত্রমতে, এবার সারা দেশে ৩০ কোটি ৭০ লাখ ৮৩ হাজারের মতো নতুন বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রাথমিকে বই ৯ কোটি ৩৮ লাখের বেশি এবং মাধ্যমিক স্তরের বই ২১ কোটি ৩২ লাখের বেশি।

উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়গুলো এ বছর ৩,৮১,২৮,৩২৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৩০,৭০,৮৩,৫১৭ কপি নতুন বই বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪০০ কোটি টাকা। দেশের প্রতিটি উপজেলায় ইতোমধ্যে পাঠ্যপুস্তক পাঠানো হয়েছে। সরকার ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত সারা দেশে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে ৪৬৪,৭৮,২৯,৮৮৩ কপি বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। ২০১৭ সাল থেকে সরকার সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের তাদের মাতৃভাষায় অধ্যায়নের জন্য চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো এবং সাদরি ভাষার বই বিতরণের পাশাপাশি অন্ধ শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বই বিতরণ করছে।

প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ১ম পর্বের (বরিশাল, সিলেট, রংপুর বিভাগ) লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ২০শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। ১ম পর্বে লিখিত পরীক্ষায় ৯ হাজার ৩৩৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট www.mopme.gov.bd এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dpe.gov.bd -তে ফলাফল পাওয়া যাবে। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা মোবাইলেও মেসেজ পাবেন। মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে। উল্লেখ্য, ৮ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত ৩ বিভাগের ১৮ জেলার মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩ লাখ ৬০ হাজার ৬৯৭ জন।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই জানুয়ারি ২০২৪ মন্ত্রিসভার নবনিযুক্ত সদস্যদের সাথে নিয়ে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন– পিআইডি

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শেখ হাসিনা

পঞ্চমবারের মতো এবং টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। ১১ই জানুয়ারি বঙ্গভবনে শপথ নেন তিনি। রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন তাঁকে শপথ পড়ান। এই শপথের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সবচেয়ে বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে গড়লেন ইতিহাস। ৭ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে।

এর আগে ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের করলে ৭ই জানুয়ারি ২০১৯ শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। শেখ হাসিনা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে প্রথমবার, ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে দ্বিতীয়বার এবং ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে তৃতীয়বারের মতো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৫ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শেখ হাসিনা। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন তিনি। শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি সাবেক ইডেন ইন্টারমেডিয়েট কলেজ বর্তমান বদরুন্নেসা কলেজের ছাত্রী সংসদের সহসভাপতি ছিলেন। তিনি এই কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পরের বছর সভাপতি ছিলেন। শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একজন সদস্য এবং ছাত্রলীগের রোকেয়া হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই শেখ হাসিনা সকল গণ-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

নিট পোশাক রপ্তানিতে চীনকে টপকালো বাংলাদেশ

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে নিট পোশাক রপ্তানিতে চীনকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। প্রথমবারের মতো এই অর্জন করেছে দেশের পোশাক খাত। এর আগে ইউরোপের বাজারে ডেনিম রপ্তানিতে বাংলাদেশের আধিপত্য অর্জনের পরেই এই সাফল্য এলো।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান দপ্তর ইউরোস্ট্যাট জানিয়েছে, ২০২৩ সালের প্রথম তিন প্রান্তিকে ২৭ দেশের এই ব্লকে বাংলাদেশের নিট পোশাকের রপ্তানিমূল্য ছিল ৮৩১ কোটি ইউরো। একই সময়ে চীনের রপ্তানিমূল্য ছিল ৮২৭ কোটি ইউরো। তবে খুব কম ব্যবধানে এগিয়েছে বাংলাদেশ। গত অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট পোশাক রপ্তানির ৫০ শতাংশের বেশি হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নে। তখন পোশাকের মোট রপ্তানিমূল্য ছিল ৪৭ বিলিয়ন ডলার।

সীতাকুণ্ডের শিম ইতালিতে রপ্তানি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলাকে বলা হয় 'সবজি ভাণ্ডার'। এখানে সারা বছর বিপুল পরিমাণ সবজির আবাদ হয়ে থাকে। তবে শীত মৌসুমে এ উপজেলা হয়ে ওঠে শিমের রাজ্য। দিগন্ত জোড়া মাঠের যেদিকেই চোখ যাবে চারদিকে শুধু শিম আর শিম! এখানে উৎপাদিত শিম দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়িয়ে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

তবে এবারই প্রথমবারের মতো এই শিম ইউরোপের দেশ ইতালিতে রপ্তানি হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কৃষক ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা। এবার এখানে দুই হাজার ৬৫০ হেক্টর জমিতে শিমের চাষ করেছেন ২৫ হাজারেরও বেশি কৃষক। ফলনও হয়েছে বেশ ভালো।

সীতাকুণ্ডের অন্যতম শিম উৎপাদক এলাকা পৌর সদর, সৈয়দপুর, বারৈয়াঢালা, মুরাদপুর, বাড়বকুণ্ড, বাঁশবাড়িয়া, কুমিরা, সোনাইছড়ি ও ভাটিয়ারী ইউনিয়ন এলাকার সর্বত্রই কমবেশি শিমের আবাদ হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি শিম হয়েছে পৌর সদরের নুনাছড়া, পন্থিছিলা, সৈয়দপুর, মুরাদপুর, বারৈয়াঢালা এবং বাড়বকুণ্ড এলাকায়। এখানে শীত মৌসুমে উৎপাদিত শিমগুলোই দেশ-বিদেশে সবচেয়ে বেশি সুনাম কুড়িয়েছে। শীতে শিম ও শিমের বিচি দেশ ছাড়িয়ে আগেও বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। তবে এবার 'রূপবান' জাতের শিম রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপের ইতালিতে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা-কক্সবাজার রুটে বিরতিহীন 'পর্যটক এক্সপ্রেস' চালু

ঢাকা-কক্সবাজার রুটে আরও একটি বিরতিহীন 'পর্যটক এক্সপ্রেস' ট্রেন চালু হলো। এর আগে এ রুটে 'কক্সবাজার এক্সপ্রেস' ট্রেন চালু হয়। এ রুটে অন্তত ১২ জোড়া ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তারই ধারাবাহিকতায় ১০ই জানুয়ারি দ্বিতীয় ট্রেনটি চালু হলো।

এদিন সকালে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে পর্যটক এক্সপ্রেস ট্রেনটি ৭৮৫ যাত্রী নিয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে ট্রেনটি ঢাকা থেকে ছেড়ে কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছবে বিকাল ৩টায়। কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনটি রাত ৮টায় ছেড়ে ঢাকায় পৌঁছাবে ভোর সাড়ে ৪টায়।

রেলওয়ে ঢাকা বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা শাহ আলম কিরণ শিশির গণমাধ্যমকে জানান, ১০ই জানুয়ারি সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে ট্রেনটি ৭৮৫ জন যাত্রী নিয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। যাত্রী সেবায় এ ট্রেনটিতেও 'ট্রেনবালা' ও উন্নত মানের খাবার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত বছর ১১ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত নতুন নির্মাণ করা রেলপথ উদ্বোধন করেন। এরপর গত ১লা ডিসেম্বর থেকে কক্সবাজার-ঢাকা-কক্সবাজার রুটে 'কক্সবাজার এক্সপ্রেস' নামে প্রথম বাণিজ্যিক বিরতিহীন আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

মেট্রোরেলের ১৬টি স্টেশনই চালু

ঢাকায় মেট্রোরেলের কারওয়ান বাজার ও শাহবাগ স্টেশন চালু হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর স্টেশন দুটি চালু হয়। এর মধ্য দিয়ে এমআরটি-৬ লাইনের দিয়াবাড়ি থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ১৬টি স্টেশনই চালু হলো।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক জানান, আগামী মার্চ থেকে আগারগাঁও-মতিঝিল অংশে ট্রেনের পরিষেবা বাড়ানো হবে। তখন দিয়াবাড়ি-আগারগাঁও অংশের মতো এই রুটেও রাত পর্যন্ত ট্রেন চলবে। বর্তমানে এক লাখ ৩০ হাজার থেকে দেড় লাখ যাত্রী প্রতিদিন মেট্রোরেলের ট্রেনে যাতায়াত করে।

উল্লেখ্য, গত বছর ২৮শে ডিসেম্বর উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রোরেল উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ বছর ৪ঠা নভেম্বর আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের উদ্বোধন করেন তিনি। এ বছর ১৩ই ডিসেম্বর মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজয় সরণি স্টেশন চালু হয়।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শরীয়তপুরে ভরতুকি মূল্যে কৃষকের কাছে কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন হস্তান্তর

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শরীয়তপুর সদরের কৃষকের মধ্যে ৫০ শতাংশ ভরতুকি মূল্যে ৩২ লাখ টাকা দামের কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন ১৭ই ডিসেম্বর ২০২৩ বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় কম্বাইন্ড হারভেস্টার হস্তান্তর করা হয়। শরীয়তপুর সদর উপজেলার রুদ্রকর ইউনিয়নের কৃষক লুৎফর রহমানের হাতে জেলা প্রশাসক প্রধান অতিথি হিসেবে কম্বাইন্ড হারভেস্টারের চাবি তুলে দেন।

জেলা প্রশাসক বলেন, কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। আমরা সবাই মিলে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করলেই আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণ গতিশীল হবে।

যশোরে শীতকালীন সবজির বাম্পার ফলন

জেলায় শীতকালীন সবজির এবার বাম্পার ফলন হয়েছে। উচ্চ ফলনের পাশাপাশি বাজার দর ভালো থাকায় লাভবান চাষিদের চোখে মুখে ফুটছে খুশির ঝিলিক। ২১শে ডিসেম্বর ২০২৩ কৃষি অফিস সূত্র জানায়, যশোরে এবার ১৯ হাজার ৭৩৫ হেক্টর জমিতে শীতকালীন সবজির চাষ হয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৩৩০০ হেক্টর জমিতে হয়েছে আগাম চাষ। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক মঞ্জুর মোর্শেদ জানান, চলতি মৌসুমে চাষিরা শীতকালীন সবজির বাম্পার ফলন পেয়েছে। গত মৌসুমের তুলনায় এবার তারা বেশি লাভবান হবেন।

জয়পুরহাট চিনিকলে আখ মাড়াই উদ্বোধন

দেশের বৃহত্তম চিনি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান জয়পুরহাট চিনিকলে ২০২৩-২০২৪ মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধন করা হয় ২৯শে ডিসেম্বর। এবার ৩৫ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ২ হাজার ১৭০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে চিনিকল কর্তৃপক্ষ।

চিনিকল সূত্র জানায়, এটি হবে জয়পুরহাট চিনিকলের ৬১তম মাড়াই মৌসুম। ইতোমধ্যে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম বিশেষ করে আখ ক্রয় কেন্দ্রগুলোর সংস্কার ও মেরামতের পাশাপাশি ফ্যাক্টরির বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মেরামত ও বয়লারে আগুন দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

চিনিকল সূত্র জানায়, চলতি ২০২৩-২০২৪ আখ মাড়াই মৌসুমে ৩৫ হাজার মে. টন আখ মাড়াই করে ২ হাজার ১৭০ মে. টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। চিনি আহরণের শতকরা হার ধরা হয়েছে ৬ দশমিক ২০ ভাগ। এবার আখের মূল্য মিলগেটে প্রতি কুইন্টাল ৫শো ৫০ টাকা এবং বাইরের আখ ক্রয় কেন্দ্রে ৫শো ৩৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ই-পূর্জি ও ই-গ্যাজেটের মাধ্যমে পূর্জি বিতরণ ছাড়াও মোবাইল ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আখ চাষিদের আখের মূল্য পরিশোধের উদ্যোগ নিয়েছে চিনিকল কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে জয়পুরহাট চিনিকলে ২ কোটি টাকা মূল্যের ৫শো ৮৭ দশমিক ৯১২ মে. টন চিটাগুড় এবং ৮ লাখ টাকা মূল্যের ৬ দশমিক ৪৪০ মে. টন চিনি অবিক্রিত রয়েছে।

চিনিকল সূত্র জানায়, আখ চাষে উৎসাহ প্রদানের জন্য ২ হাজার ৪শো ৪০ জন আখ চাষির মাঝে কৃষি ঋণ হিসেবে নগদ টাকা প্রদানের পরিমাণ হচ্ছে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। উপকরণের মধ্যে রয়েছে বীজ, সার ও কীটনাশক। ২০২২-২০২৩ আখ রোপণ মৌসুমে রোপা পদ্ধতিতে (এসটিপি) আখ রোপণের জন্য ২ হাজার ৯শো ৩০ জন আখ চাষির মধ্যে ৪৪ লাখ ৭৮ হাজার টাকা ভরতুকি প্রদান করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জে ৮১ হাজার ৩৮০ হেক্টর জমিতে বোরোর লক্ষ্যমাত্রা

গোপালগঞ্জে এ বছর ৮১ হাজার ৩৮০ হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ খামারবাড়ির উপ-পরিচালক ২৮শে ডিসেম্বর সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়ে বলেন, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় ২০ হাজার ৯৩৮ হেক্টর, মুকসুদপুর উপজেলায় ১৩ হাজার ৩০৬ হেক্টর, কাশিয়ানী উপজেলায় ১১ হাজার ৭৩৬, কোটালীপাড়া উপজেলায় ২৬ হাজার ৪৯৯ হেক্টর ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় ৮ হাজার ৯০১ হেক্টর জমিতে বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কৃষি কর্মকর্তা আরও বলেন, ৮১ হাজার ৩৮০ হেক্টর জমি আবাদের জন্য ৪ হাজার ৬৬৯ হেক্টরে বীজতলা প্রস্তুত করেছে কৃষক। এখন জমি চাষ দেওয়া হচ্ছে। চাষ শেষে জমি প্রস্তুত করে কৃষক বোরো আবাদে মাঠে নেমে পড়বেন। ইতোমধ্যেই কিছু কিছু জমিতে বোরো ধান রোপণ শুরু হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ খামারবাড়ির অতিরিক্ত উপ-পরিচালক বলেন, ধানের জেলা গোপালগঞ্জে ধানের আবাদ বৃদ্ধির জন্য কৃষিবান্ধব সরকার জেলার ৫ উপজেলার ৭০ হাজার কৃষককে কৃষি প্রণোদনার বীজ-সার বিনামূল্যে প্রদান করেছে। এরমধ্যে ৪০ হাজার কৃষককে ২ কেজি করে মোট ৮০ হাজার কেজি হাইব্রিড ধান বীজ বিতরণ করেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। এছাড়া ৩০ হাজার কৃষককে ৫ কেজি করে উচ্চ ফলনশীল (ইনব্রিড) উফশী ধান বীজ, ১০ কেজি করে ডিএপি সার ও ১০ কেজি করে এমওপি সার দেওয়া হয়েছে। এসব বীজ ও সার দিয়ে ৭০ হাজার কৃষক ৭০ হাজার বিঘা জমি চাষাবাদ করবেন। গত নভেম্বর মাসেই এসব সার-বীজ প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় ১২টি উঁচু টিলা

সুন্দরবনে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় নির্মাণ করা হচ্ছে ১২টি উঁচু মাটির টিলা। ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সাইট সুন্দরবনের বাঘের আধিক্য থাকা পূর্ব বিভাগের কটকা, কচিখালী, কোকিলমুনি, সুপতি, টিয়ারচর, দুধমুখী ও পশ্চিম বিভাগের মান্দারবাড়িয়া, নোটাবেকী, পুষ্পাকাটি, নীলকমল, পাটকোস্ট ও ভোমরখালীতে এসব মাটির টিলা নির্মাণ করা হচ্ছে।

সুন্দরবন পশ্চিম বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) ও বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের পরিচালক (পিডি) ড. আবু নাসের মোহসিন হোসেন ১৭ই জানুয়ারি সংবাদমাধ্যমকে জানান, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখন প্রায়ই ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও উচ্চ জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হওয়ার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ছে সুন্দরবন। সুন্দরবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী সুরক্ষা জরুরি হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় এ ১২টি উঁচু মাটির টিলা নির্মাণ করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, সুন্দরবনের শরণখোলা, চাঁদপাই, খুলনা ও সাতক্ষীরা রেঞ্জে বাঘের আধিক্য থাকা ১২টি স্থানে উঁচু মাটির টিলা নির্মাণের পাশাপাশি এসব স্থানে খনন করা হচ্ছে বন্যপ্রাণিকুলের জন্য সুপেয় মিঠা পানির ১২টি পুকুর। আগামী বর্ষা মৌসুমের আগেই এসব মাটির টিলা নির্মাণ শেষ হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জলোচ্ছ্বাস ও উচ্চ জোয়ারের পানিতে ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে বাঘ, হরিণসহ সব বন্যপ্রাণী।

দুর্যোগ থেকে সুরক্ষার পাশাপাশি বাঘ সবসময় উঁচু স্থান পছন্দ করে। বিশেষ করে প্রজননের সময় বাঘ দম্পতির শুষ্ক ও উঁচু স্থানের প্রয়োজন হয়। এছাড়া বাঘিনী কখনো শাবকের কাছ থেকে দূরে যেতে চায় না। টিলা নির্মাণ হলে বাঘিনীর প্রজননের সুবিধা বেড়ে যাবে। একইসঙ্গে প্রজনন স্থানের পাশেই তারা সুপেয় মিঠা পানি পান করতে পারবে। সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের ৩৫ কোটি ৯৩ লাখ ৮০ হাজার টাকার মধ্যে ৩ কোটি ২৪ লাখ ৩৬ হাজার ব্যয়ে ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাঘ ও শিকার করা প্রাণী জরিপের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে সাতক্ষীরা ও খুলনা রেঞ্জের ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাঘ, শিকার করা প্রাণী ও খাল জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। শরণখোলা ও চাঁদপাই রেঞ্জে জরিপ চলছে।

বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের মধ্যে ১২টি উঁচু মাটির টিলা ও ১২টি পুকুর খননের পাশাপাশি বাগেরহাটের পূর্ব সুন্দরবন বিভাগের বন থেকে লোকালয়ে যাতে বন্যপ্রাণী যেতে না পারে সেজন্য ৫ কিলোমিটার এলাকায় নাইলনের বেড়া, দুটি বাঘের শরীরে স্যাটেলাইট ট্র্যাকার লাগানো, জিপিএস স্থাপন, খাল জরিপ, বাঘ অজ্ঞানের জন্য ট্রাংকুলাইজিং গান ও ক্যামেরা কেনা হবে। এছাড়া এ প্রকল্পে বাঘসহ বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় স্বেচ্ছাসেবক ভিটিআরটি ও সিপিজি সদস্যদের জন্য নতুন পোশাক কেনা ও প্রশিক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু কার্যক্রম রয়েছে, তা ২০২৫ সালের মার্চে শেষ হবে।

সুন্দরবনে বাঘ আরও বাড়ছে এমন সুসংবাদ জানিয়ে ড. আবু নাসের মোহসিন হোসেন জানান, ২০১৫ সালে সুন্দরবনে প্রথম ক্যামেরা ট্র্যাপ পদ্ধতিতে বাঘ জরিপ করা হয়। ওই সময় বাঘের সংখ্যা বলা হয় ১০৬টি। ২০১৮ সালে একই পদ্ধতির জরিপে বাঘের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৪টিতে। ২০১৫ ও ২০১৮ সালের পৃথক জরিপে সুন্দরবনে বাঘ বৃদ্ধি পায় ৮ শতাংশ হরে। আশার কথা হচ্ছে, এবার জরিপে সুন্দরবনের গহিনে স্থাপন করা ক্যামেরাগুলোর ৫৫ শতাংশে বাঘের ছবি পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

৬৩ জেলায় সাঁতাও-এর প্রদর্শনী

বছরের শেষ দিন অর্থাৎ ২০২৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে দেশের তেষট্টি জেলায় *সাঁতাও* চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। জেলা শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় তেষট্টি জেলায় একযোগে এদিন বিকাল ৪টায় *সাঁতাও* চলচ্চিত্রটি বড়ো পর্দায় দেখানো হয়। বাংলাদেশের ১৭টি চলচ্চিত্র নিয়ে ২৯শে ডিসেম্বর থেকে ৫ই জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে গণজাগরণে চলচ্চিত্র উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়।

গণজাগরণে শিল্প আন্দোলনের মাধ্যমে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় শিল্প নিয়ে পৌঁছে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় চলচ্চিত্র উৎসবটির আয়োজন করা হয়। শৈল্পিক মানসম্পন্ন চলচ্চিত্রগুলো কেবল ঢাকা নয়, ঢাকার বাহিরের দর্শকদের মাঝেও পৌঁছে দেবার জন্যই এই আয়োজন।

গণ-অর্থায়নে নির্মিত *সাঁতাও* চলচ্চিত্রটি সম্প্রতি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ওটিটি প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পেয়েছে। আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড থেকে চলচ্চিত্রটি দেখা যাবে। বাংলাদেশ থেকে দেখতে হলে 'বায়োস্কোপ লাইভ' অ্যাপস থেকে দেখতে হবে।

'২১তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে' বাংলাদেশ প্যানরমা বিভাগে ফিপ্রিসির সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কারে *সাঁতাও* পুরস্কৃত হয়। চলচ্চিত্রটি সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছিল গত বছর ২৭শে

জানুয়ারি। এরপর গত মার্চ থেকে দেশের বিভিন্ন জেলায় ছবিটির বিকল্প প্রদর্শনী হয়েছে।

গত বছরের নভেম্বরের ২৪ তারিখে ভারতের '৫৩তম ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়া' চলচ্চিত্র উৎসবের গোয়া প্রদেশের পাঞ্জি শহরে চলচ্চিত্রটির 'ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার' হয়।

সাঁতাও ৩রা মার্চ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে 'তৃতীয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব'-এ 'সেরা প্রযোজনা পরিকল্পনা' পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়। ৫ই মার্চ ভারতের কেরেলা প্রদেশের ত্রিশুল শহরে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসব ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ত্রিশুলের (ইন্ডিয়া) ১৮তম আসরে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। এর আগে ছবিটি ২৩শে জানুয়ারি ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশ প্যানরমা বিভাগে সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার 'ফিফরিসি অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছিল। ৬ষ্ঠ নেপাল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ওয়ার্ল্ড প্যানরমা বিভাগে সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে 'গৌতম বুদ্ধ অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করে। লন্ডনে অনুষ্ঠিত ২৪তম রেইনবো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'রেইনবো ফিল্ম সোসাইটি স্পেশাল মেনশন অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করে। কৃষকের সংগ্রামী জীবন, নারীর মাতৃত্বের সর্বজনীন রূপ এবং সুরেলা জনগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ, হাসিকান্নার গল্প চলচ্চিত্রের পর্দায় হাজির করেছে চলচ্চিত্র *সাঁতাও*।

মিম অভিনীত মানুষ এবার বাংলাদেশে

বাংলাদেশের নির্মাতা সঞ্জয় সমাদ্দারের নির্মিত কলকাতার সিনেমা *মানুষ* মুক্তি পেল বাংলাদেশে। ছবিটি ১৫ই ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে প্রেক্ষাগৃহে। এর গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিদ্যা সিনহা মিম। দেশের দর্শকের এই সিনেমার প্রতি আগ্রহ রয়েছে। নভেম্বর মাসে *মানুষ* চলচ্চিত্র ভারতের দুই শতাধিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। এর মধ্যে বাংলা ভাষায় ১১৮টি ও হিন্দিতে ১৩০টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে।

২২শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে মুক্তি পায় বিদ্যা সিনহা মিম অভিনীত *অন্তর্জাল*। তিন মাসের কম সময়ে আবার প্রেক্ষাগৃহে আসছে মিমের নতুন ছবি। ছবিতে মিমের চরিত্রের নাম মন্দিরা। একজন পুলিশ কর্মকর্তা। আগে *পরাণ*-এর অনন্যা, *দামাল*-এর হোসনা চরিত্রের যেমন ভিন্নতা আছে, ঠিক একইভাবে এখানে মন্দিরা চরিত্রেরও ভিন্নতা রয়েছে, দুই বাংলায় প্রথমবার কোনো সিনেমায় অতিথি চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন।

ছায়ানটের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

দেশের গান, আবৃত্তি, নৃত্য আর জয় বাংলা স্লোগানের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এ আয়োজনের লক্ষ্য ছিল মানবিক ও সম্প্রীতি বোধের সঞ্চার ঘটানো। ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে এ আয়োজনে ছায়ানটের শিল্পী-শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ অংশ নেন। সবার গায়ে ছিল বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার আদলে লাল-সবুজ রঙের পোশাক। ২০১৫ সাল থেকে যৌথভাবে এ আয়োজন করে আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছায়ানট।

এ উৎসবের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এস এম মাকসুদ কামাল ও ছায়ানটের নির্বাহী সভাপতি সারওয়ার আলী। জাতীয় সংগীতের সঙ্গে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ৫০ মিনিটের আয়োজনে ছিল নৃত্যসহ আটটি সম্মিলিত সংগীত। গানগুলোর মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের 'ও আমার দেশের মাটি' এবং নজরুলের 'কারার ঐ লৌহকপাট'। সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাটকের নির্বাচিত অংশ উপস্থাপন করেন অভিনয় শিল্পী ত্রপা মজুমদার। এদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মুহূর্তকে স্মরণ করা হয়। এরপর সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

শিল্পকলায় নাচে-গানে নবান্ন উৎসব

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে নাচগানসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৩ই ডিসেম্বর উদ্‌যাপিত হয় নবান্ন উৎসব ১৪২৭। ১৩ই ডিসেম্বর একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। শিল্পী মামুন জাহিদ খানের গাওয়া দেশাত্ববোধক গান 'ও আমার দেশের মাটি' পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হয় নবান্ন উৎসবের। একাডেমির সংগীত ও নৃত্যশিল্পী এবং গম্ভীরা দলের শিল্পীরা জাতীয় নাট্যশালার লবিতে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. বদরুল আরেফীন।

আলোচনা শেষে ফারহানা চৌধুরী বেবীর পরিচালনায় 'এই নবান্নে এই হেমন্তে কাটা হবে ধান' গানের কথায় সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস। এরপর 'সবাই মিলে কাটবো ধান, গাইবোরে নবান্নের গান' একক সংগীত পরিবেশন করে শিল্পী চন্দনা মজুমদার। ভাওয়াইয়া সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ভাওয়াইয়া শিল্পীরা, নবান্নের পুঁথি পাঠ করেন আব্দুল আজিজ। এছাড়া আরও অনেক শিল্পী একক, দলীয় সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আবৃত্তি শিল্পী নায়লা তারান্নুম কাকলী।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

দেশে তালিকাভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৩৩ হাজার। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসে ২০ হাজার টাকা ভাতা পান। দুই ঈদে ১০ হাজার করে ২০ হাজার টাকা উৎসব ভাতা, ৫ হাজার টাকা বিজয় দিবসের ভাতা এবং ২ হাজার টাকা বাংলা নববর্ষ ভাতা পান। বছরে একজন মুক্তিযোদ্ধা সব মিলিয়ে ভাতা পান ২ লাখ ৬৭ হাজার টাকা।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জানা যায়, ২০২১ সালের মার্চে ৪ হাজার ১২৩ কোটি টাকা ব্যয়ের বীর নিবাস প্রকল্প অনুমোদন পায়। মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২৩ সালের ৩১শে অক্টোবরে। মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

ভাতার সঙ্গে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি দিচ্ছে সরকার

হালকা সবুজ রঙের দেয়াল। লাল আর সবুজে আঁকা দুটি সরলরেখা, যেন বাংলাদেশের পতাকার প্রতিচ্ছবি। বাড়ির সামনে নামফলকে লেখা 'বীর নিবাস'। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এমন বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছে সরকার। পাশাপাশি পাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা ভাতা। পাকা বাড়িগুলো একতলা, ছাদ পাকা। প্রতিটি বীর নিবাসের আয়তন ৭৩২ বর্গফুট। একেকটিতে দুটি শয়নকক্ষ, একটি বসার কক্ষ, একটি খাওয়ার কক্ষ, একটি রান্নাঘর, একটি বারান্দা ও দুটি শৌচাগার রয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে থাকছে একটি উঠান, একটি নলকূপ এবং গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের জন্য আলাদা জায়গা ও ছাউনি। পাকা বাড়ি আর ভাতার টাকায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দিন কাটছে স্বাচ্ছন্দ্যে।

অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ ও প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের জন্য বীর নিবাস নামের প্রকল্পের আওতায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩০ হাজার পাকা বাড়ি নির্মাণ করছে। প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় হচ্ছে বীর নিবাস। গত ৮ই নভেম্বর পর্যন্ত ১০ হাজার ৫৫৭টি বীর নিবাস নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আরও ১০ হাজার ৭২৯টির কাজ চলছে।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, প্রকল্পটি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের প্রকল্প। আমরা অত্যন্ত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছি। বাড়ি বানানো ও বরাদ্দে কোনো অনিয়মের অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে তা তদন্ত করা হচ্ছে। প্রমাণ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছি।

তিনি বলেন, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা বলতে যাঁদের ৮ শতাংশের বেশি জমি নেই এবং সংসারে আয় করার মতো সক্ষম সন্তান নেই, তাঁদের বোঝাবে। সচ্ছলেরা কোনোভাবেই বীর নিবাস পাবেন না।

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

নিউজিল্যান্ডে ওয়ানডে ও টি-২০-তে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয়

পেস সহায়ক উইকেটে শাসন করলেন শরিফুল ইসলাম ও ম্যাচসেরা তানজিম হাসান সাকিব। ছড়ি ঘোরালেন মিডিয়াম পেসার সৌম্য সরকারও। এই তিন পেসারের বোলিং তোপে অবিশ্বাস্যভাবে একশো রানের আগেই অলআউট নিউজিল্যান্ড। যে রান পাড়ি দিতে নেমে কোনো বেগই পোহাতে হলো না বাংলাদেশকে। ২৩শে ডিসেম্বর নেপিয়ারে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডকে ৯ উইকেটের বড়ো ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ১৯ ওয়ানডে খেলা বাংলাদেশের এটা প্রথম জয়। এই ফরম্যাটে দেশটিতে এর আগে তাদের একমাত্র জয় ছিল স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। সব মিলিয়ে নিউজিল্যান্ডে ২০ ওয়ানডে খেলা বাংলাদেশের এটা দ্বিতীয় জয়। ওয়ানডেতে উইকেটের ব্যবধানে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো জয়, সব মিলিয়ে সপ্তম বড়ো জয়। টস হেরে আগে ব্যাটিং করতে নেমে ৩১.৪ ওভারে ৯৮ রানে অলআউট হয়ে যায় স্বাগতিকরা। ছোটো লক্ষ্য তাড়ায় ১৫.১ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে স্মরণীয় জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ।

অন্যদিকে ওয়ানডের পরে টি-২০-তেও প্রথম ম্যাচে জয় পায় বাংলাদেশ। ২৭শে ডিসেম্বর টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামা কিউইদের মাত্র ১৩৪/৯-এ থামিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব প্রশ্নাতীতভাবে

বাংলাদেশের বোলারদের। লক্ষ্য যখন ১৩৫, জয় তখন অনায়াস বলেই ধরে নেওয়া যায় খুদে ফরম্যাটে। আট বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেটের জয় পায় বাংলাদেশ।

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

স্বপ্নটা জোরালো হয় সেমিফাইনালের পরপরই। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা ভারতকে হারিয়ে দেয় তারা। সেই স্বপ্নটা আরও চওড়া হয় আরেক সেমিফাইনালে পাকিস্তানের হারে। কিছুটা দুর্বল প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাতকে পায় ফাইনালে। যাদের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বেও মিলেছিল বড়ো জয়। সেই স্বপ্ন সত্যি করে আমিরাতকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ১৭ই ডিসেম্বর দুবাইতে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ১৯৫ রানের ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৮২ রান করে যুব টাইগাররা। জবাবে ১৫১ বল বাকি থাকতে মাত্র ৮৭ রানে গুটিয়ে যায় আমিরাত।

এদিকে দুবাইয়ে ফাইনালে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জয় করে ১৮ই ডিসেম্বর দেশে ফিরলে বিমানবন্দরে যুবদলকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

আইসিসির মাস সেরা প্রথম বাংলাদেশি নারী ক্রিকেটার নাহিদা

বাংলাদেশের প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসির মাস সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেলেন নাহিদা আক্তার। গত মাসে পাকিস্তানের বিপক্ষে দেশের মাটিতে বাংলাদেশ নারী দলের ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জয়ে বড়ো অবদান রেখে সিরিজসেরা হয়েছিলেন ২৩ বছর বয়সি এই বাঁ-হাতি স্পিনার। তার পুরস্কার হিসেবে ১১ই ডিসেম্বর আইসিসির নভেম্বর মাসের সেরা নারী ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন নাহিদা। সতীর্থ ফারজানা হক ও পাকিস্তানের সাদিয়া ইকবালকে পেছনে ফেলে এই পুরস্কার জিতেছেন তিনি।

কারাতে টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক বাশাআপ-গোজোরিউ কারাতে টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্বাগতিক বাংলাদেশ। প্রথম রানার্সআপ ভারত ও দ্বিতীয় রানার্সআপ নেপাল। ২৯শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) মাল্টি স্পোর্স কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত দুদিনব্যাপী প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিকেএসপির সহকারী পরিচালক (অ্যাডমিন) সাগির হোসাইন।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

চলে গেলেন শিশুসাহিত্যিক খালেক বিন জয়েনউদদীন

আফরোজা রুমা

শিশুসাহিত্যিক খালেক বিন জয়েনউদদীন চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ১৪ই জানুয়ারি রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারে নিজ ফ্ল্যাটে ঘুমন্ত অবস্থায় মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

খালেক বিন জয়েনউদদীন ১৯৫৪ সালের ২৪শে জানুয়ারি গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার চিত্রাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আলহাজ্ব মো. জয়েনউদ্দীন। খালেক বিন জয়েনউদদীন সীতাইকুণ্ড উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং ঢাকার আবুজর গিফারী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বাংলা বিভাগে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। সেখান থেকে স্নাতক শেষ করে ১৯৭৫ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। সাহিত্য অঙ্গনে খালেক বিন জয়েনউদদীন নামে পরিচিত হলেও তাঁর আসল নাম আবদুল খালেক ফকির।

খালেক বিন জয়েনউদদীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণসহ তৎকালীন সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যশোরের বারোবাজারে পাকিস্তানি সেনা ছাউনিতে অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন এবং সাত মাস বন্দি থাকেন। চাকরি করেছেন জাতীয় জাদুঘর ও বাংলাদেশ বেতারে। *দৈনিক ইত্তেফাকের কচি-কাঁচার* আসরের বিভাগীয় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন প্রায় দুই দশক। জাতির পিতা সপরিবার নিহত হবার পর ছড়া লিখে প্রতিবাদ করেন তিনি। ১৯৭৭ সালে সেই ছড়া প্রকাশিত হয় *মাসিক সমকালে*। তিনি ইতিহাসের বিপর্যয় ও বিকৃতির বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক সক্রিয় ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো– *ধান সুপারি পান সুপারি*, *আপিল চাপিল ঘণ্টিমালা*, *চিরকালের ১০০ ছড়া*, *হৃদয়জুড়ে বঙ্গবন্ধু*, *নলিনীকান্ত ভট্টশালী*, *হুমায়ুননামা*, *মায়ামাখা শেখ রাসেল*, *বঙ্গবন্ধু ও শেখ রাসেল*, *সাকিন টুঙ্গিপাড়া*, *কন্যে তুমি শেখ হাসিনা*, *একাত্তরের মিত্রমাতা ইন্দিরা গান্ধী*, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ*, *আতা গাছে তোতা পাখি*, *বঙ্গবন্ধু এবং রক্তাক্ত বাংলা*, *বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফর রহমান*, *একাত্তরের অশোক*, *টুঙ্গিপাড়া ও বত্রিশ নম্বরের সেই মানুষটি*, *বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলার গল্প*, *রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই*, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু*, *বাংলাদেশের গণহত্যা '৭১*, *ছোটদের বঙ্গবন্ধু*, *ছোটদের নজরুল*, *একাত্তর*, *পঁচাত্তর এবং বাংলাদেশ* প্রভৃতি। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা তাঁর কবিতাগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি *সচিত্র বাংলাদেশ* ও *নবারুণ* পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি ডিএফপিতে নিয়মিত লেখা জমা দেওয়ার কারণে আমাদের অতি কাছের মানুষ ছিলেন।

খালেক বিন জয়েনউদদীন অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা। সাহিত্যচর্চার জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার, সাউন্ডবাংলা সম্মাননা, তরিকত মিশন, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ স্মৃতি পরিষদ পুরস্কার, কোটালীপাড়া গুণীজন সংবর্ধনা লাভ করেন। ১৫ই জানুয়ারি বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত শিশুসাহিত্যিক খালেক বিন জয়েনউদদীনকে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার চিত্রাপাড়া গ্রামে বাবা-মায়ের কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি-সাফল্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য যে-কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার, গল্প, কবিতা, গ্রন্থালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি ও সামাজিক সচেতনতামূলক লেখা পাঠানো যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত লেখা সংশোধন ও সম্পাদনান্তে প্রকাশিত হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা প্রকাশিত হলে সৌজন্য কপি এবং বিধি অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হয়। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণীয়:

- মৌলিক লেখা পাঠাতে হবে। প্রকাশিত লেখা বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রদত্ত লেখা পাঠানো যাবে না।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার ও গল্প সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনূর্ধ্ব দেড় হাজার শব্দ। ন্যূনতম এক হাজার শব্দ হতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে দুই হাজার বা ততোধিক শব্দ গ্রহণযোগ্য। লেখার সঙ্গে মানসম্মত চিত্র (ক্যাপশনসহ) গৃহীত হবে।
- ১৪-২০ পঙ্‌ক্তি/লাইনের কবিতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কম/বেশি লাইনসংখ্যা গৃহীত হয়। ছন্দবদ্ধ ও নিপুণ অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ কবিতার মনোনয়ন অগ্রাধিকার পাবে। একসঙ্গে কমপক্ষে ৩টি কবিতা পাঠাতে হবে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার হতে হবে প্রাসঙ্গিক, নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও মানোন্নত।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র আবশ্যক। লেখার সঙ্গে পাদটীকা ও গ্রাফ ইত্যাদি সহায়ক তথ্য থাকলে ভালো হয়।
- লেখার ভাষা সহজ-সরল, পরিশীলিত ও সাবলীল হতে হবে।
- বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি মেনে লেখা পাঠাতে হবে।
- বিশেষ দিবস/সংখ্যার লেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে লেখা পাঠাতে হবে।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সুতনি এমজে (SutonnyMJ) ফন্টে লেখা হতে হবে।
- ইতোমধ্যে প্রকাশিত লেখা/বইয়ের তালিকাসহ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি এবং ফোন, মোবাইল, ই-মেইল, ব্যাংক হিসাব নম্বর ও ব্যাংকের রাউটিং নম্বরসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা আবশ্যক (*সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার ক্ষেত্রে নবাগত লেখকদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য)।
- লেখকের পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি, প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থল) পরিচয়পত্রের (আইডি) কপি লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে (প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

লেখা হাতে হাতে বা প্রধান সম্পাদক/মহাপরিচালক বরাবর ডাকযোগে অথবা dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com ই-মেইলে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। যে-কোনো প্রয়োজনে ০২-৮৩০০৬৮৭ (সম্পাদক), ০২-৮৩০০৭০৪ (সিনিয়র সম্পাদক) নম্বর ফোনে যোগাযোগ করা যাবে। লেখা প্রকাশের অনুরোধ বিষয়ক যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

সচিত্র বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 44, No. 07, January 2024, Tk. 25.00

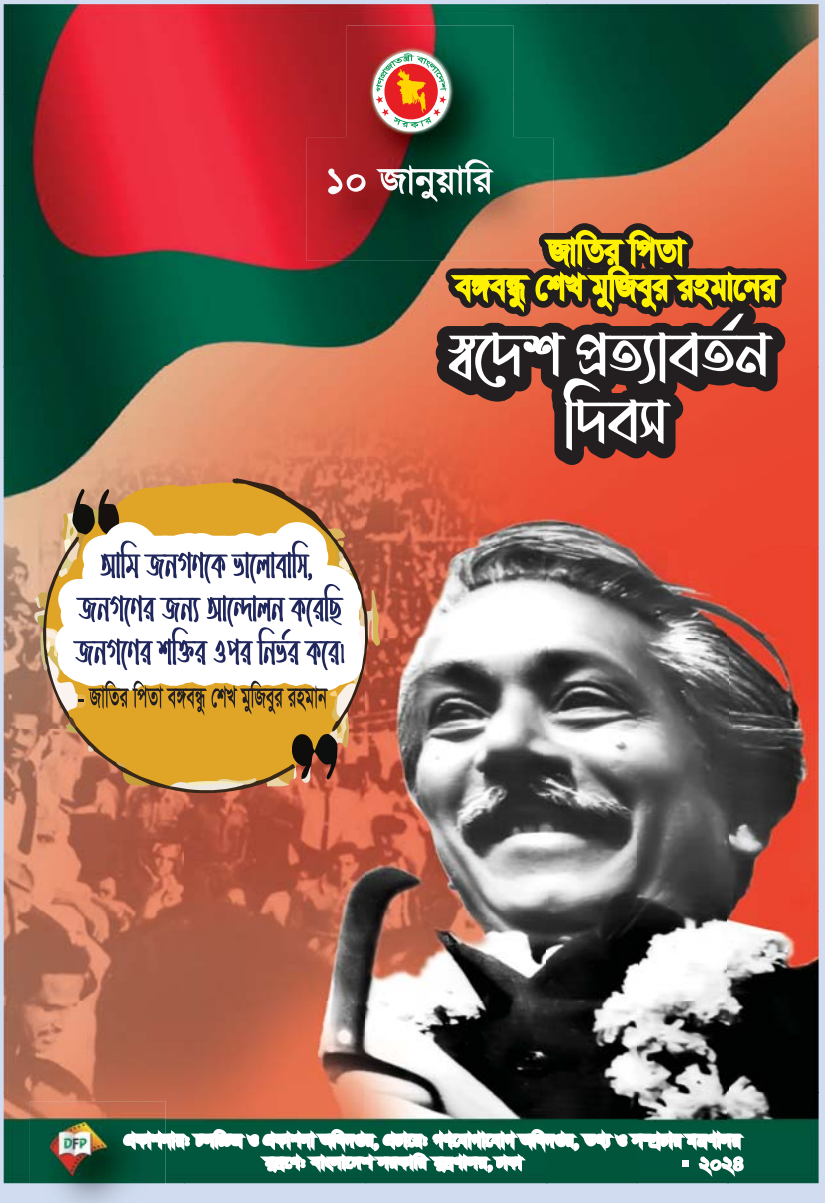

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd